Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বেদান্তে শক্তিতত্ত্ব

LIBRARY
No. 0/2 1/4Y
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS

PRESENTED

স্বামী দুর্গাচৈতন্য ভারতী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

PRESENTED
Presented by Sri Anandamayee
Ashram Library with the good
wishes of the author.
Gopinath Kaviraj
Banaras
7-9-52

বেদান্তে শক্তিতত্ত্ব

LIBRARY
No. 1/47
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS.

(দ্বিতীয় সংস্করণ)

স্বামী দুর্গাচৈতন্য ভারতী

সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

[মূল্য দুই টাকা মাত্র।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গ্রন্থকার কর্ত্তৃক
কাশী গোবিন্দ মঠ
হইতে প্রকাশিত

প্রাপ্তিস্থান—
শ্রীগুরু লাইব্রেরী, ২০৪ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
মহেশ লাইব্রেরী, ২।১ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা
এবং গ্রন্থকার, গোবিন্দমঠ, টেরিনিম বেনারস সিটি।

কাশী সরলা প্রেসে—
শ্রীপরেশনাথ ঘোষ কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অগ্রবাণী

—:*:—

এই গ্রন্থের প্রয়োজন আমার অন্যতম গ্রন্থ 'শ্রীশ্রীচণ্ডীর চারিটী স্তোত্র' হইতে উত্থিত। উক্ত গ্রন্থে শ্রীশ্রীজগন্মাতার সম্বোধনে লিখিত, 'সম্বোধনী' নাম্নী বাংলা ব্যাখ্যায় স্তোত্রগুলির অন্তর্নিহিত বেদান্ত-রহস্য উদ্ঘাটিত করিতে চেষ্টা করিয়াছি,—বেদান্ত-সিদ্ধান্তের পথ ধরিয়া মায়ের পাদপদ্মে ভক্তি-কুসুমাঞ্জলি অর্পণ করিতে করিতে তীর্থ যাত্রা করিয়াছি এবং সঙ্গে সঙ্গে সহৃদয় পাঠক পাঠিকাকে শান্তিরসাস্পদ মায়ের চরণেই একমাত্র লক্ষ্য রাখিয়া চলিবার জন্য বিচার-বিতর্কের কোলাহল হইতে দূরে রাখিয়াছি। তাহার কারণ প্রথমত স্তোত্রগুলির পবিত্রতা বিচার-বিতর্ক দ্বারা কণ্টকিত করায় আদৌ আমার অনিচ্ছা, দ্বিতীয়ত স্তোত্রগুলি ভক্তিমান পাঠক পাঠিকার নিত্য পাঠের জন্য সংকলিত, কাযেই সে স্থলে দার্শনিক বিচারের কোন প্রয়োজন নাই। বিশেষতঃ শেষোক্ত কারণেই স্তোত্রগুলিকে পৃথক গ্রন্থে নিবদ্ধ করিয়াছি। রহস্য-ব্যাখ্যায় তত্ত্বকথা অবশ্যই আছে কিন্তু বিচারপথে নহে, সিদ্ধান্তস্বরূপে। ব্যাখ্যার উপর যে সকল সিদ্ধান্ত আলোকপাত করিয়াছে তাহার মূলে কি যুক্তি আছে, অথবা কোন যুক্তি আছে কিনা জানিবার জন্য যাঁহারা আগ্রহান্বিত হইবেন তাঁহাদের জন্য 'বেদান্তে শক্তিতত্ত্ব' প্রকাশিত হইল। এতদ্দ্বারা হয়ত তাঁহাদের জিজ্ঞাসা কিয়ৎপরিমাণে চরিতার্থ হইতে পারে।

এই গ্রন্থে আচার্য্য শঙ্কর প্রভৃতি বিশ্ববরেণ্য পুরুষদের শক্তি-উপাসনা পথে সিদ্ধিলাভের উল্লেখ দেখিয়া হয়ত কেহ কেহ সেই সকল মহান্ বেদান্তাচার্য্য জ্ঞানগুরুদিগের অবলম্বিত উপাসনা সম্বন্ধে জানিতে উৎসুক হইবেন, অথচ তৎসহ অদ্বৈত-বেদান্তের সামঞ্জস্য সাধনে অসমর্থ হইয়া সংশয়-দোলায় যাঁহাদের চিত্ত আন্দোলিত হইবে তাঁহারা আমার 'শক্তি উপাসনা ও বেদান্ত' পুস্তকখানি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেখিতে পারেন। ইহাতে সংশয় নিরসন পূর্ব্বক শক্তি-উপাসনার বিশিষ্টতা আলোচিত হইয়াছে, এবং তত্ত্ব ও ভাবভক্তির দিক দিয়া উক্ত উপাসনার গূঢ়ার্থ বিশ্লেষণ করা হইয়াছে। সংশয় নিরসন, তত্ত্ববিচার সমস্তই আচার্য্য-দিগের মতানুসারে কৃত, আমার কল্পনাপ্রসূত নহে। পরিশিষ্টে তন্ত্রে 'শক্তি সাধন' প্রণালীও সংক্ষেপে প্রদর্শিত হইয়াছে।

গ্রন্থত্রয়ের মধ্যে এইরূপ পরস্পর যেটুকু সম্বন্ধ আছে তাহা ছাড়িয়া দিলে প্রত্যেকেই স্বয়ং-সম্পূর্ণ, স্বতন্ত্র—একখানি পাঠের জন্য অন্যটীর উপর নির্ভর করিতে হয় না।

'রুচীনাং বৈচিত্র্যাৎ'—রুচির বিভিন্নতাও গ্রন্থত্রয় পৃথক আকারে প্রকাশিত করিবার অন্যতম কারণ। ইহাতে কাহাকেও ইচ্ছার বিরুদ্ধে অধিক মূল্য দিয়া একখানি বৃহদায়তন পুস্তক ক্রয় করিতে বাধ্য করা হইল না।

তথ্য-সংকলনে অনেক স্থলে শঙ্কর ভাষ্য, এবং কোন কোন স্থানে পঞ্চদশী, জ্ঞানরত্নাকর, বিচারসাগর, বোধসার প্রভৃতি গ্রন্থের সহায়তা গ্রহণ করিয়াছি।

এই গ্রন্থের অধিকাংশ ধারাবাহিক প্রবন্ধরূপে কলিকাতার প্রসিদ্ধ মাসিক পত্র 'ব্রহ্মবিদ্যা'য় (১৩৪৬ সাল) প্রকাশিত হইয়াছিল। এই সকল প্রবন্ধ আবশ্যকমত পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত করিয়া তত্ত্বান্বেষী পাঠক-বর্গের সম্মুখে স্থাপন করিলাম।

কাশীধাম
মাঘ, ১৩৫৫।
ইং ১৯৪১।

গ্রন্থকার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দ্বিতীয় সংস্করণে বিজ্ঞপ্তি

আধ্যাত্মিক সাহিত্যের পাঠক সংখ্যা বড় বেশী নহে মনে করিয়া আমার 'বেদান্তে শক্তিতত্ত্ব', 'শক্তি-উপাসনা ও বেদান্ত', 'দেবীযুদ্ধে চিন্তনীয়' 'শ্রীশ্রীচণ্ডীর চারিটি স্তোত্র' শক্তিতত্ত্ব বিষয়ক এই গ্রন্থ চতুষ্টয় অল্পই ছাপাইয়াছিলাম। কিন্তু পুস্তকগুলির চাহিদা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হওয়ায়, এদিকে ভাণ্ডার নিঃশেষ হওয়ায় অনেকে পুস্তক না পাইয়া নিরাশ হইতেছেন দেখিয়া প্রথমতঃ 'বেদান্তে শক্তিতত্ত্ব' এর দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির করিলাম। ইহাতে 'গীতার কথা' এবং 'সূত সংহিতায় শক্তি-বিজ্ঞান' নামক দুইটী নূতন অধ্যায় এবং অন্য দুই একটী অধ্যায়ে কিছু কিছু নূতন তথ্য সংযোজিত করা হইয়াছে। পরিবর্দ্ধিত আকারের জন্য, এবং মুদ্রন ও আনুষঙ্গিক ব্যয় পূর্ব্বাপেক্ষা প্রায় চতুর্গুণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হওয়ায় বাধ্য হইয়া তদনুযায়ী গ্রন্থমূল্য বর্দ্ধিত করিতে হইল। আশা করি তত্ত্বানুসন্ধিৎসু পাঠকগণ ইহাতে ব্যর্থমনোরথ হইবেন না।

অন্য তিনখানি গ্রন্থেরও পুনর্মুদ্রনের ইচ্ছা আছে, কিন্তু আমার জীবনে কুলাইবে কিনা ভবিতব্যতা বলিতে পারে। আসল কথা শ্রীজগন্মাতার ইচ্ছা!. শিবমস্তু।

গোবিন্দমঠ,
কাশীধাম,
মাঘ, ১৩৫৫, ইং ১৯৪৯।

গ্রন্থকার।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

—সূচীপত্র—

	বিষয়	পৃষ্ঠা
অগ্রবাণী		ক
প্রথম অধ্যায়	মূলতত্ত্ব—ব্রহ্মশক্তি না শক্তিব্রহ্ম ?	১
দ্বিতীয় ,,	উপনিষদের কথা	৩৩
তৃতীয় ,,	গীতার কথা	৪৬
চতুর্থ ,,	যোগবাশিষ্টের কথা	৫৭
পঞ্চম ,,	মায়া (১)	৬১
ষষ্ঠ ,,	মায়া (২)	৬৮
সপ্তম ,,	মায়া ও ব্রহ্মে অভেদ (১)	৭৯
অষ্টম ,,	মায়া ও ব্রহ্মে অভেদ (২)	৯৪
নবম ,,	সূতসংহিতায় শক্তি-বিজ্ঞান	১০৪
দশম ,,	শিবাদ্বৈত দর্শনে শক্তিবাদ (বিমর্শবাদ)	১১৩
একাদশ ,,	শ্রীগৌড়পাদাচার্য্যের শক্তিবাদ (শ্রীবিদ্যারত্ন সূত্রাণি)	১২৯
পরিশিষ্ট	প্রপঞ্চসার প্রণেতা কে ?	১৩৮

—:*:—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY
No. 1/47
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS.

বেদান্তে শক্তিতত্ত্ব

প্রথম অধ্যায়

মূল তত্ত্ব—ব্রহ্মশক্তি না শক্তিব্রহ্ম ?

শক্তির স্বরূপ দুর্নিরূপ। অন্তর্গূঢ় স্বরূপ তত্ত্ব দূরের কথা, শক্তির বহিরঙ্গ মায়া রূপটীও একটি প্রকাণ্ড প্রহেলিকা। মায়া সৎ নহে, অসৎ নহে, সদসৎও নহে। তবে কি ? বহু তর্ক-বিচার দ্বারাও কিছু নির্ণয় করিতে না পারিয়া ক্লান্ত বেদান্তশাস্ত্র শেষে উহাকে 'অনির্ব্বচনীয়া' বলিয়া বিশ্রাম গ্রহণ করিলেন। পাঠক ঐ সকল বিচারের কিছু আভাস এই গ্রন্থে পাইবেন। অথচ যে কোন রূপে হউক স্বরূপভূতা শক্তির শরণ গ্রহণ না করিলে দুরুচ্ছেদ সংসার হইতে নিবৃত্তি আশা সুদূর-পরাহত,—ইহাও সেই শাস্ত্রের কথা।

যিনি বন্ধনরূপা মায়া, তিনিই বন্ধননাশিনী মহামায়া বা মহাবিদ্যা, তিনিই আবার সগুণ-নির্গুণ ব্রহ্মরূপা,—এই তত্ত্বনির্দ্দেশ আমরা আর্ষ শাস্ত্রের সর্ব্বত্রই দেখিতে পাই। এই সকল কথা আপাতদৃষ্টিতে যে কেমন পরস্পর-বিরুদ্ধ তাহা সহজেই মনে উদয় হয়। তবে যদি ইহার কোন সমাধান থাকে, মনে হয় বেদান্ত-দৃষ্টির সাহায্যেই তাহা সম্ভব। মূলতত্ত্ব হইতে দৃষ্টিপাত করিলে ঋষিগণ-অভিমত শক্তিতত্ত্ব যে বিশুদ্ধ বেদান্ত-বিজ্ঞানের উপর স্থাপিত ইহাতে কোন সন্দেহ থাকে না। অতএব মহামায়ার পাদপদ্ম স্মরণপূর্ব্বক এ বিষয়ে বেদান্তের দিক্ দিয়া কিছু আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

বেদান্তমতে একমাত্র ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কোন পারমার্থিক সৎ বস্তু নাই। জীব-জগৎ মায়া-কল্পিত। বিদ্যা, অবিদ্যা, বাহ্য প্রকৃতি, আন্তর প্রকৃতি, সমস্তই মায়ার বিজৃম্ভন, সমস্তই 'মায়াকল্পিত দেশ-কাল-কলন-বৈচিত্র্য চিত্রী-কৃতং',—মায়া-কল্পিত দেশ ও কাল দ্বারা কৃত বিচিত্রতারূপ চিত্রের ন্যায়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সৃষ্টিবৈচিত্র্য অনন্ত অসংখ্য হইলেও, মায়াশক্তি একই। ক্রিয়াভেদে মায়া-শক্তির ভিন্ন ভিন্ন নাম রূপ হয়; কিন্তু শক্তি মূলতঃ একই। আধুনিক জড় বিজ্ঞান যতদূর অগ্রসর হইয়াছে তাহা হইতেও ইহার আভাস পাওয়া যায়। বৈজ্ঞানিক বলেন পদার্থ তিন প্রকার; যথা, মৌলিক=যাহা দুই বা ততোধিক বস্তুর সংযোগ বা মিশ্রণজাত নহে, অর্থাৎ এক জাতীয় পরমাণু দ্বারা গঠিত। যৌগিক=যাহা বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের সংযোগজাত। মিশ্রিত=যাহা মৌলিক ও যৌগিক পদার্থের সংযোগজাত। এ পর্য্যন্ত ৯২টি মৌলিক পদার্থ পাওয়া গিয়াছে। অধুনা ইহাও আবিষ্কৃত হইয়াছে যে, এই বিভিন্ন মৌলিক পদার্থগুলিও একমূলক—গোড়ায় ইহারা একই বস্তু। অর্থাৎ ইহারা একটি মূল পদার্থের বিভিন্ন পরিণাম,—একই মূল পরমাণু ভিন্ন ভিন্ন রূপে সংহনন, সমাবেশ বা সংশ্লেষ জন্য ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের আকার ধারণ করে ও ভিন্ন ভিন্ন রূপে ক্রিয়া করে। কেবল ইহাই নহে; কিন্তু গতি, তাপ, আলোক, বিদ্যুৎ, চৌম্বক-শক্তি ও রসায়ন-শক্তি, যাহারা পদার্থ নহে, কিন্তু শক্তি-বিকাশ তাহারাও ঐ একই শক্তির ভিন্ন ভিন্ন আকার। অর্থাৎ একই শক্তি, প্রকাশের তারতম্য হেতু, গতি তাপ ইত্যাদি নানা রূপে, নানা নামে ধরা দেয়। এমন কি কোন কোন বিখ্যাত দার্শনিক পণ্ডিতের মতে অন্তঃকরণ-বৃত্তিগুলি এবং চেতনাও সেই একই শক্তি হইতে উৎসারিত হয়। বিজ্ঞানের এই মূল শক্তিটি সাংখ্যের সর্ব্বপ্রসবিত্রী মূলা প্রকৃতি, বা বেদান্তের মূলা অবিদ্যা (=মায়া) সহ তুলনীয়।

সেই একই শক্তি কারণরূপে অব্যক্ত এবং কার্য্যরূপে ব্যক্ত। আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক, আধিভৌতিক সর্ব্বক্ষেত্রেই সদাই একই শক্তি ব্রহ্মাণ্ডে ও পিণ্ডে, সমষ্টিতে ও ব্যষ্টিতে, কার্য্য-কারণরূপে ক্রীড়া করিতেছে (কার্য্যকারণকর্তৃত্বে হেতুঃ প্রকৃতিরুচ্যতে—গীতা)। কারণে সাধকতা শক্তি, কার্য্যে সাধ্যতা শক্তি। শক্তির কারণ রূপটি প্রত্যক্ষ হয় না, কিন্তু অনুমানগম্য। আমরা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যাহা দেখি তাহা শক্তির কার্য্যরূপ, স্থূলরূপ। বিশ্বের ভিন্ন ভিন্ন বস্তুতে অংশ কলারূপে বর্ত্তমান শক্তিসকল এক অখণ্ড মহাশক্তির অস্তিত্ব প্রমাণ করে। অংশই অংশীকে জানাইয়া দেয়। আজ প্রগতিশীল আধুনিক বিজ্ঞানের বিস্ময়কর আবিষ্কার দ্বারাও ইহাই প্রমাণিত হইল। সর্ব্বকারণরূপে অবস্থিতা এক মহাশক্তিই দৃষ্টিভেদে সাংখ্যের প্রধান, বেদান্তের ব্রহ্ম, মীমাংসার কর্ম্ম, পুরাণ-তন্ত্রের মহামায়া, বা বিষ্ণুমায়া নামে স্বীকৃত।

আরও ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখা যাউক। এখানে জড়-বিজ্ঞান মূক। এখানে আমাদের অনুসন্ধিৎসা চরিতার্থ করিতে সমর্থ একমাত্র শ্রুতি-বিজ্ঞান। তদ্দ্বারা জানিতে পারি 'একোঽহং বহু স্যাম্'—প্রলয়ান্তে এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মের এই যে সিসৃক্ষা রূপ প্রথমেচ্ছা, ইহা আদ্যাশক্তিরই উন্মেষ,—যাহা হইতে নবসৃষ্টির বিস্তার। ব্রহ্মলীন অবস্থায় এই শক্তিই অব্যক্তা পরাশক্তি সচ্চিদানন্দময়ী। ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দস্বরূপ, নিষ্ক্রিয়—শক্তিরূপেই তাঁহার সচ্চিদানন্দ ভাব প্রকটিত হয়, অনুভবযোগ্য হয়, নতুবা নহে। ব্রহ্মময়ী শক্তিই ব্রহ্মকে জানান। নির্গুণ ব্রহ্মে জ্ঞান-জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয়ত্ব রূপ ত্রিপুটী নাই। শক্তির উন্মেষেই তাঁহার জ্ঞান, তাঁহার ইচ্ছা, তাঁহার ক্রিয়া। ব্রহ্মের জ্ঞান-ইচ্ছা-ক্রিয়া তাঁহার শক্তিরূপে স্বাভাবিকী ('স্বাভাবিকী জ্ঞান-বল-ক্রিয়া চ'—শ্বেত, উ)।

এই শক্তি কি ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন, না অভিন্ন? 'স ইমান্ লোকান্ ঈশতে ঈশনিভিঃ' (শ্বেত, উ, ৩।২),—তিনি শক্তি দ্বারা সমস্ত বিশ্ব শাসন করিতেছেন। এইরূপ কথায় মনে হয় যেন মানুষ যেমন কোন যন্ত্র দ্বারা কার্য্য করে, শক্তিও তেমনি ব্রহ্মের একটা যন্ত্র বিশেষ। তাহা হইলে, শক্তি এক বস্তু, ব্রহ্ম সম্পূর্ণ অন্য বস্তু বলিতে হয়। আবার শক্তিকে ব্রহ্মের ন্যায় একটি পারমার্থিক সত্য বস্তু বলিলে ব্রহ্ম ও শক্তি অভিন্ন স্বীকার করিতে হইবে। নয়ত শক্তি একটি নিত্য সত্য বস্তু, ব্রহ্ম অন্য একটি নিত্য সত্য বস্তু বলিতে হইবে। কিন্তু এইরূপে দুইটি ভিন্ন বলিলে যে দ্বৈত দোষ উপস্থিত হয় তাহা স্পষ্টতঃ শ্রুতি-বিরুদ্ধ। কেননা, শ্রুতি শত শত স্থানে বলিয়াছেন,—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এক এব হি ভূতাত্মা ভূতে ভূতে ব্যবস্থিতঃ।
একধা বহুধা চৈব দৃশ্যতে জলচন্দ্রবৎ ॥ (ব্রহ্মবিন্দু, উ)
একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ (শ্বেত, উ)
একমেব পরব্রহ্ম বিভাতি (ব্রহ্ম, উ)
ব্রহ্ম বা ইদমগ্রমাসীৎ এক এব (বৃহ, উ)
সদেব সৌম্য ইদমগ্রমাসীৎ একমেবাদ্বিতীয়ম্ (ছা, উ)

তিনি এক, অদ্বিতীয়, তাঁহার অন্তর নাই, বাহ্যও নাই,—লবণ-খণ্ড যেমন অন্তর ও বাহ্যে একরস, তেমনি তিনি একরস, প্রজ্ঞানঘন—ইত্যাদি অদ্বৈত বাক্য সকল উপনিষদের সর্ব্বত্র দ্রষ্টব্য। তিনি যদি এক হইলেন, তবে তিনি তাঁহার শক্তি দ্বারা জগৎ শাসন করিতেছেন—ইহাতে পৃথক্ সত্তাবতী শক্তির সম্ভাবনা কোথায়? শ্রুতি-বাক্যানুসারে বাধ্য হইয়াই স্বীকার করিতে হয় যে শক্তিতে ও ব্রহ্মে কোন ভেদ নাই। কিন্তু শক্তি ভিন্ন কোন ক্রিয়া হয় না, অপর পক্ষে ব্রহ্ম নিষ্ক্রিয়—ইহা এক সমস্যা। ইহার সমাধান এই যে, ব্রহ্মই শক্তিরূপে প্রতীত হইতেছন এবং সেই শক্তি নানা জগৎ-ক্রিয়ায় অভিব্যক্ত হইতেছে। ইহা কিরূপে হয়? বেদান্তের উত্তর এই যে, ইহা ব্রহ্মের মায়াশক্তি জনিত। মায়ার কোন বাস্তব সত্তা নাই অথচ প্রতীত হয়, এবং সেইজন্যই উহার নাম মায়া। যেমন নভোনীলতা,—আকাশে নীলবর্ণ বলিয়া কিছু নাই, অথচ ঐরূপ দেখা যায়।

যিনি একমাত্র 'সাক্ষীচেতা কেবলো নির্গুণশ্চ' সেই নির্গুণ ব্রহ্ম মায়া-শক্তিযোগে সগুণ হন। ইহাও প্রতীতি মাত্র, অর্থাৎ নির্গুণই সগুণরূপে প্রতীত হন। এই সগুণ ব্রহ্মই 'ত্বম্ ঈশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরম্' অর্থাৎ পরমেশ্বর বলিয়া কথিত। বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণযুক্ত মায়ায় যে চিদাভাস, তাহার নাম ঈশ্বর, এবং সেইজন্য ঈশ্বরে জ্ঞান ঐশ্বর্য্যাদি অপ্রতিহত, অনন্ত, রজস্তমাদি দোষ দ্বারা বাধিত নহে। তাই তিনি মায়াধীন নহেন, মায়ার বশীভূত নহেন। মায়াধীন নহেন বলিয়া তিনি সগুণ হইয়াও নির্গুণ; অর্থাৎ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একই ব্রহ্মের দুইটি ভাব। এইজন্য ঈশ্বরের স্তুতি-গাথায় পূর্ণ উপনিষদ্, পুরাণ, তন্ত্রের সর্ব্বত্র আমরা দেখিতে পাই তাঁহাকে সগুণ ও নির্গুণ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। ইহাতে কোন অসঙ্গতি নাই, কারণ যাঁহাতে গুণ থাকিলেও গুণের সংশ্লেষ নাই, তিনি সগুণ হইয়াও নির্গুণ। এইজন্য বেদান্তে ঈশ্বরকে 'মায়া-উপহিত' ব্রহ্ম বলা হয়, 'মায়াবিশিষ্ট' নহে, অর্থাৎ মায়া তাঁহার উপাধি, বিশেষণ নহে। যে বস্তু যেখানে থাকিয়া সেই স্থানস্থিত বস্তুকে জানায়, কিন্তু নিজে পৃথক থাকে, তাহাকে উপাধি বলে। যেমন নৈয়ায়িক-মতে যে কর্ণ-গোলক-অবচ্ছিন্ন আকাশকে শ্রোত্র (শ্রবণেন্দ্রিয়) বলে, সেই কর্ণগোলক শ্রোত্রের উপাধি, কারণ কর্ণগোলক যেখানে নিজে আছে, সেই স্থানস্থিত আকাশকে শ্রোত্র বলিয়া জানায়, কিন্তু নিজে পৃথক্ থাকে। উপাধি স্বরূপে প্রবিষ্ট না হইয়া ব্যবর্ত্তক হয় (=উপহিতকে অন্য বস্তু হইতে পৃথক্ বলিয়া জানায়)। শ্রোত্রের স্বরূপে কর্ণগোলক প্রবিষ্ট নহে এবং শ্রোত্রকে বাহিরের আকাশ হইতে পৃথক্ বলিয়া জানায়। যাহা যেখানে থাকিয়া নিজের সহিত সেই স্থানস্থিত কোন বস্তুকে জানায়, তাহাকে বিশেষণ বলে। যেমন, 'কুণ্ডলবান পুরুষ আসিয়াছে'—এই বাক্যে কুণ্ডল পুরুষের বিশেষণ, কারণ নিজের সহিত পুরুষকে আগত বলিয়া জানায়। অন্য দৃষ্টান্ত 'নীল ঘট' ইত্যাদি। বিশেষণ স্বরূপে প্রবিষ্ট হইয়া ব্যবর্ত্তক হয়। 'নীল ঘট'—এ স্থলে নীলতা ঘটের বিশেষণ, কারণ নীল ঘটে নীলতা প্রবিষ্ট, এবং শ্বেত পীতাদি ঘট হইতে নীল ঘটকে পৃথক্ বলিয়া জানায়। পরমেশ্বর মায়া-উপহিত বলিয়া মায়া-সংশ্লিষ্ট নহেন,—তাই তিনি সগুণ হইয়াও নির্গুণ।

সগুণ ব্রহ্ম বা সর্ব্বেশ্বরই কারণ-ব্রহ্ম। ব্রহ্মের তিন রূপ,—তুরীয় ব্রহ্ম (কার্য্য-কারণের অতীত শুদ্ধ ব্রহ্ম), কারণ-ব্রহ্ম (মায়াধীশ সর্ব্বেশ্বর), এবং কার্য্য-ব্রহ্ম (মায়াকৃত কার্য্যবিশিষ্ট চেতন, সুতরাং মায়াধীন হিরণ্যগর্ভ, বিরাট ইত্যাদি)। মায়া-উপহিত চেতন অর্থাৎ সর্ব্বেশ্বর (=কারণ-ব্রহ্ম) হইতে প্রথমজাত হিরণ্যগর্ভ, তৎপর বিরাট, বিরাট হইতে অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অসংখ্য ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব। রুচিভেদ অনুসারে পিতৃভাব, মাতৃভাব ইত্যাদি যেভাবেই হউক, এবং বিষ্ণু, শিব, ভগবতী ইত্যাদি যেরূপেই হউক, একমাত্র কারণ-ব্রহ্মই শ্রেয়স্কামী লোকের উপাস্য হইয়া থাকেন। কারণ-ব্রহ্মই উপাসনার লক্ষ্য, রূপ বা প্রতীকটি উপাসনার অবলম্বন। সেইজন্য একই কারণ-ব্রহ্ম শিবপুরাণে সর্ব্বেশ্বর শিব, বিষ্ণুপুরাণে সর্ব্বেশ্বর বিষ্ণু, দেবীপুরাণে সর্ব্বেশ্বরী ভগবতী। যেখানে যিনি সর্ব্বেশ্বর বা সর্ব্বেশ্বরী, সেখানে অন্যান্য দেবতারা তাঁহার অংশ বা অধীন বলিয়া বর্ণিত। অর্থাৎ একই তত্ত্ব রুচিভেদে উপাসনাভেদে সাধককে স্বীয় সাধনায় দৃঢ়নিষ্ঠ করিবার জন্য কোথাও শিব, কোথাও বিষ্ণু, কোথাও ভগবতী নামে তত্তৎ রূপ, গুণ, লীলাদি সহ বর্ণিত। অতএব কোন পুরাণে কোন দেব-দেবীকে শ্রেষ্ঠ-নিকৃষ্টরূপে প্রদর্শন করা তাৎপর্য্য নহে,—তাৎপর্য্য উপাসককে স্বীয় সাধনায় দৃঢ়নিষ্ঠ করা। কারণ-ব্রহ্মতত্ত্বটী না বুঝিয়া অনেকে শিব-বিষ্ণু-শক্তিতে ভেদবুদ্ধি বশতঃ শোচনীয় সাম্প্রদায়িকতা, কলহ ও অনর্থের সৃষ্টি করে। তাত্ত্বিকের দৃষ্টিতে সাম্প্রদায়িক কলহ যে কিরূপ হাস্যকর, তৎসম্বন্ধে একটি গল্প আছে (বিচার সাগর গ্রন্থ)—

রাম ও শ্যাম পরস্পর প্রতিবাসী। রামের একটি কুকুর ছিল, তাহার নাম কালু। শ্যামেরও একটি কুকুর ছিল, তাহার নাম ভুলু। কালু ও ভুলু কুকুরদ্বয়ের মধ্যে দেখা হইলেই পরস্পর যুদ্ধ বাধিয়া যাইত। কেহই হটিবার পাত্র নহে, কখনও কালু, কখনও ভুলু আহত হইত। কালুর দুর্দ্দশা দেখিলে রাম ভুলু কুকুরটাকে 'ভুলুয়া শালা' ইত্যাদি ভাষায় গালি-গালাজ করিত এবং নিজ কুকুর কালুর বড়াই করিত, যেমন মূর্খ সাম্প্রদায়িকেরা অন্য দেবতার নিন্দা সহ নিজ দেবতার বড়াই করে। রামের নবপরিণীতা বধূ স্বামী-গৃহে আসিয়াছে,—সে এ সব ব্যাপার কিছু জানিত না। তাহার ভাইয়ের নাম ছিল ভুলু এবং ভাইয়ের এক শত্রুর নাম ছিল কালু। ভুলুর নাম ধরিয়া এবং শালা বলিয়া রাম গালাগালি করিতেছে;

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অধিকন্তু কালুর প্রশংসা করিতেছে শুনিয়া বধূ মনে করিল স্বামী তাহার ভাইকে গালী দিতেছে এবং ভাইয়ের শত্রু কালুর প্রশংসা করিতেছে। অকারণে—তাহার ভাইয়ের প্রতি গালিগালাজ এবং শত্রুর প্রশংসা শুনিয়া বধূটী পতির আচরণে অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল। এদিকে বাড়ীর লোকেরা নূতন বৌয়ের কান্নাকাটা দেখিয়া ভাবিল,—এ আবার কি হইল! সকলেই কারণ জানিবার জন্য ব্যস্ত হইল। যাহা হউক, পরে বধূটী যখন জানিতে পারিল তাহার ভাইকে লক্ষ্য করিয়া কেহ গালি দেয় নাই, তখন ভ্রম দূর হওয়ায় সেও সকলের সহিত হাসিতে লাগিল। শিবপুরাণে শিবের শ্রেষ্ঠতা ও বিষ্ণুর অধস্তনতা দেখিয়া বৈষ্ণব, এবং বিষ্ণুপুরাণে শিবের অধস্তনতা দেখিয়া শৈব দুঃখিত হন। কিন্তু শাস্ত্রের তাৎপর্য্য যে কোন দেবদেবীকে নিকৃষ্ট বা হীন করা নহে, কিন্তু কারণ-ব্রহ্মেরই উপাস্যত্ব প্রতিপাদন করা—ইহা না বুঝিয়া এবং কেবল নাম রূপ লইয়া ঝগড়ায় ব্যস্ত হইয়া অনেকে হাস্যকর অনর্থের সৃষ্টি করে। বস্তুতঃ এক স্থানে এক দেবতাকে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া অন্য স্থানে তাঁহাকেই নিকৃষ্ট বলিয়া বর্ণনা করা যদি তাৎপর্য্য হয়, তবে পরমর্ষি বেদব্যাস-রচিত পুরাণগুলিকে উন্মত্তের প্রলাপ বলিতে হয়; কিন্তু এরূপ উক্তি বোধ হয় কেহই করিতে সাহসী হইবে না। প্রকৃত কথা এই যে মহর্ষি বেদব্যাস মূলতত্ত্বটিকে, কারণ-ব্রহ্ম তত্ত্বটিকে স্থির রাখিয়া উপাসকের হিতার্থে কোথাও শিবকে, কোথাও বিষ্ণুকে, কোথাও বা দেবীকে সর্ব্বেশ্বর বা সর্ব্বেশ্বরী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ইহাকে বলে স্তুতি। কারণ নিন্দায় ঐ সকল পুরাণোক্তির কোন তাৎপর্য্য নাই। ঈদৃশ স্থানে শাস্ত্র স্তুতিপর, নিন্দাপর নহে—'নহি নিন্দা নিন্দ্যং নিন্দিতুং প্রযুজ্যতে, অপিতু নিন্দিতাৎ ইতরৎ প্রশংসিতুম্।'

মণ্ডল-ব্রাহ্মণোপনিষদ্ শৈব বৈষ্ণবাদি উপাসনা বর্ণনা শেষে বলিতেছেন,—

'উক্তবিকল্পঃ সর্ব্বমাত্মৈব। তল্লক্ষ্যং শুদ্ধাত্মিদৃষ্ট্যা বা যঃ পশ্যতি স

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এব ব্রহ্মনিষ্ঠো ভবতি'—উপাস্য দৃষ্টিতে যিনি যাঁহাকেই শ্রেষ্ঠ বলুন, সকলেরই লক্ষ্যবস্তু আত্মা। শুদ্ধ আত্মদৃষ্টিতে দেখিলে সাধক নিশ্চিতই ব্রহ্মনিষ্ঠ হন, মুক্ত হন।

আবার যিনি মায়াতীত তুরীয় ব্রহ্ম, তিনিই শৈবের সদাশিব, বৈষ্ণবের কৃষ্ণ, শাক্তের চিন্ময়ী শক্তি। সুতরাং ভেদবুদ্ধির অবসর কোথায়? বেদান্ত দৃষ্টিতে পুরাণতত্ত্ব বুঝিতে চেষ্টা করিলে কোন অনর্থ ঘটিতে পারে না।

বেদান্তমতে জীব-সমষ্টি লইয়া ঈশ্বর। ইহা সগুণ দৃষ্টিতে। আবার নির্গুণ দৃষ্টিতে তিনি জীব-জগতের অতীত। জীবের যেমন স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ শরীর আছে, সেইরূপ ঈশ্বরেরও আছে। সমষ্টি স্থূল শরীরের অভিমানী চেতন রূপে তিনি বিরাট (জীবপক্ষে ব্যষ্টি স্থূল শরীরের অভিমানী চেতন রূপে তিনি বিশ্ব)। সমষ্টি সূক্ষ্ম শরীরের (প্রাণ, মন, বুদ্ধি ইত্যাদি) অভিমানী চেতন রূপে তিনি হিরণ্যগর্ভ (জীবপক্ষে ব্যষ্টি সূক্ষ্ম শরীরের অভিমানী চেতন রূপে তিনি তৈজস)। সমষ্টি অজ্ঞানের (অবিদ্যা, মায়া) অভিমানী চেতন রূপে তিনি ঈশ্বর (জীবপক্ষে ব্যষ্টি অজ্ঞানের অভিমানী চেতন রূপে তিনি প্রাজ্ঞ)। এই ঈশ্বরই—

'এষ সর্ব্বেশ্বর এষ সর্ব্বজ্ঞ এষোঽন্তর্য্যামী এষ যোনিঃ সর্ব্বস্য প্রভাবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাং' (মাণ্ডুক্য)—সর্ব্বেশ্বর সর্ব্বজ্ঞ, সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের কর্ত্তা, নিয়ন্তা।

সৃষ্টি সময়ে এই সর্ব্বেশ্বরই প্রকৃতি ও পুরুষ দুই ভাবে বিভাবিত হন। ইঁহাদের অপর নাম ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ, ক্ষর-অক্ষর ইত্যাদি। তাই গীতা বলেন,—

যাবৎ সঞ্জায়তে কিঞ্চিৎ সত্ত্বং স্থাবরজঙ্গমম্।
ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞসংযোগাৎ তদ্বিদ্ধি ভরতর্ষভ॥—১৩।২৬

স্থাবর জঙ্গম যে কোন বস্তুর উৎপত্তি হয়, জানিবে যে তাহা ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ সংযোগ বশতঃ হইয়া থাকে।

ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ, প্রকৃতি-পুরুষ, ক্ষর-অক্ষর পরস্পরে অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধে সম্বদ্ধ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

('সংযুক্তমেতৎ ক্ষরমক্ষরঞ্চ'—শ্বেত, উ)। এই তত্ত্বের মধ্যেই সর্ব্বেশ্বরের মাতৃত্ব-পিতৃত্ব ভাব নিহিত। সর্বেশ্বরে স্ত্রী-পুং ভাব মিলিত,—তিনি একাধারে দুই। যখন তিনি সৃষ্টি-উন্মুখ হন, তখন ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ রূপে, জগন্মূল মাতৃত্ব-পিতৃত্ব ভাবে প্রকটিত হন। এই দুই ভাব যে তাঁহারই অধীন, স্বতন্ত্র নহে, ইহা তাঁহার 'ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-পতি' নাম হইতে বুঝা যায়। তাঁহার এই সর্বেশ্বরত্ব ভাব দেখাইবার জন্য গীতায় ভগবান্ বলিতেছেন যে তিনিই (পুরুষরূপে) প্রকৃতিতে গর্ভাধান করেন,—

মম যোনির্মহদ্‌ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্।
সম্ভবঃ সর্ব্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত॥
সর্ব্বযোনিষু কৌন্তেয় মূর্ত্তয়ঃ সম্ভবন্তি যাঃ।
তাসাং ব্রহ্ম মহদ্‌যোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা॥

মহৎ ব্রহ্ম অর্থাৎ অপরিচ্ছিন্ন প্রকৃতি আমার যোনি (গর্ভাধান স্থান)। আমি তাহাতে জগৎ বিস্তারহেতু চিদাভাসরূপ গর্ভের আধান করি,—অর্থাৎ প্রলয়ে অভুক্ত সঞ্চিত কর্ম লইয়া যে জীব সকল আমাতে লীন ছিল, সৃষ্টি সময়ে তাহাদিগকে কর্ম্মানুরূপ ক্ষেত্রের সহিত সংযোজিত করি। সেই গর্ভ হইতে ব্রহ্মাদি সর্বভূতের উৎপত্তি হয়। সমষ্টি প্রকৃতি-পুরুষই ব্যষ্টি রূপ স্ত্রী-পুরুষে জীবে জীবে সর্বযোনিতে নানা প্রকার ভূতোৎপত্তির হেতু। স্থাবর-জঙ্গমাত্মক যাহা কিছু জন্মে, প্রকৃতি তাহাদের যোনি অর্থাৎ মাতা (যোনি= মাতৃস্থানীয়া—শ্রীধর), এবং পুরুষরূপে আমি বীজপ্রদ পিতা।

ইহা হইল কারণ ব্রহ্মকে পিতৃভাবে দর্শন। আবার তাঁহাকে মাতৃভাবে দর্শনে মা-ই ঐ উভয়াত্মক ব্রহ্ম। যথা, মা বলিতেছেন—

শিবঃ প্রধানপুরুষঃ শক্তিশ্চ পরমা শিবা।
শিবশক্ত্যাত্মকং ব্রহ্ম যোগিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ॥
বদন্তি মাং মহারাজ তত্ত্বমেবং পরাৎপরম্।
সৃজামি ব্রহ্মরূপেণ জগদেতচ্চরাচরম্॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সংহরামি মহারুদ্র-রূপেণান্তে নিজেচ্ছয়া।
দুর্বৃত্তশমনার্থায় বিষ্ণুঃ পরমপুরুষঃ॥
ভূত্বা জগদিদং কৃৎস্নং পালয়ামি পুনঃপুনঃ।
অবতীর্য্য ক্ষিতৌ ভুয়ো ভুয়ো রামাদিরূপতঃ॥
নিহত্য দানবান্ পৃথীং পালয়ামি পুনঃপুনঃ॥

(শ্রীমহাভাগবতের অন্তর্গত শ্রীভগবতী গীতা)

বিশ্বসৃষ্টিতে পরম পুরুষ, শিব এবং পরমা মঙ্গলময়ী শক্তি বিদ্যমান। হে মহারাজ (হিমালয়), ব্রহ্ম শিব-শক্তি উভয়াত্মক। তত্ত্বদর্শী জ্ঞানী যোগীরা আমাকেই সেই পরাৎপর তত্ত্বস্বরূপ ব্রহ্ম বলিয়া বর্ণনা করেন। আমি ব্রহ্মা রূপে এই চরাচর জগৎ সৃজন করি, অন্তকালে আমি স্বেচ্ছায় মহারুদ্ররূপে জগৎ সংহার করি। দুর্বৃত্তদিগকে শাসন করিবার জন্য আমিই পরমপুরুষ বিষ্ণু হইয়া সমস্ত জগৎ পালন করি, এবং বার বার পৃথিবীতলে রামকৃষ্ণাদি রূপে অবতীর্ণ হইয়া দানব দলন পূর্ব্বক ধরণীর রক্ষা বিধান করি।

দেবীভাগবত বলেন,—"সৃষ্টির পূর্ব্বে শ্রীভুবনেশ্বরী দেবী (সৃষ্ট্যাদি ক্রীড়ার জন্য) নিজের উপযুক্ত একটি ক্রীড়াপাত্র করণোদ্দেশ্যে স্বদেহ দুই ভাগে বিভক্ত করিলেন। তাঁহার দক্ষিণ ভাগের নাম হইল ভুবনেশ্বর।" তাৎপর্য্য এই যে, কারণ ব্রহ্মরূপিণী সর্ব্বেশ্বরী ভুবনেশ্বরী দেবীই একার্দ্ধে ভুবনেশ্বর রূপে প্রকটিত হইলেন। কেননা, ক্রীড়ার জন্য, লীলার জন্য প্রকৃতি-পুরুষকে অব্যক্ত ব্রহ্ম-ভাব হইতে ব্যক্ত ভাব ধারণ করিতে হয়। ব্রহ্মরূপিণীর ঐ ক্রীড়াটি হইতেছে সৃষ্টি-স্থিতি-লয়।

এখন প্রশ্ন উঠে,—মা আগে, না বাবা আগে? শাস্ত্র উহার উত্তর দিয়াছেন—উভয়ই অনাদি, 'প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব বিদ্ধ্যনাদাবুভাবপি' (গীতা)। ইহা না হয় বুঝা গেল। তথাপি যেখানে প্রকৃতি-পুরুষ, স্ত্রীত্ব-পুংস্ত্ব মিলিত, সেই বস্তুটির আকৃতি কিরূপ—স্ত্রী-রূপ না পুরুষ-রূপ। কোথাও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেখি তিনি ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-পতি। মনুও বলেন ঈশ্বর নিজ দেহ দ্বিধা বিভক্ত করিয়া একাংশে পুরুষ, অপরাংশে নারী হইলেন। বৃহদারণ্যক উপনিষদেও ঐরূপ কথা আছে। দেবীভাগবতে দেখিলাম—তিনি সর্ব্বেশ্বরী ভুবনেশ্বরী। এ সমস্যার উত্তরও পূর্ব্বে দিয়া আসিয়াছি। সেই বস্তুটি হইতেছে কারণ-ব্রহ্ম, যাহা স্ত্রীও নয়, পুরুষও নয় 'নৈব স্ত্রী নৈব পুমান্,' অথচ তাহাতে দ্বিবিধতা, মিথুন-রূপতা আছে। জননী-দৃষ্টিতে তাঁহার স্ত্রী-রূপ, জনক-দৃষ্টিতে পুংরূপ। উপাসনা ভেদে তিনি কখন পুরুষ, কখন স্ত্রী। একজন মাতৃ-সাধক গাহিয়াছেন,—

জান না রে মন পরম কারণ
শ্যামা মা শুধু মেয়ে নয়।
সে যে মেঘের বরণ, করিয়ে ধারণ
কখন কখন পুরুষ হয়॥

কদাচিৎ অসিতাপাঙ্গী পুংরূপা কৃষ্ণবিগ্রহা।
বেনুবাদসমারম্ভাৎ অকরোৎ বিবশং জগৎ॥ (তন্ত্র)

এখানে সেই পরমকারণ শ্যামা মা-ই কারণ ব্রহ্ম, যাঁহাতে মিথুন-রূপতা থাকা সত্ত্বেও, এবং তিনি কখন কখন পুরুষ হন জানিয়াও সাধক তাঁহাকে শ্যামা রূপেই, মা-রূপেই দেখিতেছেন। তাই দেবী-ভাগবতেও ঐ কথা দেখিলাম। তাই তন্ত্রেরও ঠিক ঐ কথা—'সেই সর্ব্বেশ্বরী জগৎ সৃষ্টির জন্য নিজ মন হইতে আদিনাথ শিবকে উৎপন্ন করিলেন'। অতএব সর্ব্বেশ্বরী মাকে পুরুষ-রূপেও, অথবা নিষ্কল ব্রহ্ম রূপেও উপাসনা করিতে পার,—

স্ত্রীরূপাং চিন্তয়েদ্ দেবীং পুংরূপমথবেশ্বরীম্।
অথবা নিষ্কলং ধ্যায়েৎ সচ্চিদানন্দবিগ্রহম্॥

তাই প্রাধানিক রহস্যেও ঐ কথা—'সর্ব্বাদ্যা মহালক্ষ্মীঃ',—মহালক্ষ্মী সকলের আগে, এবং স্ত্রী-পুরুষ দেবতারা সেই আদ্যার সন্ততি, যথা—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

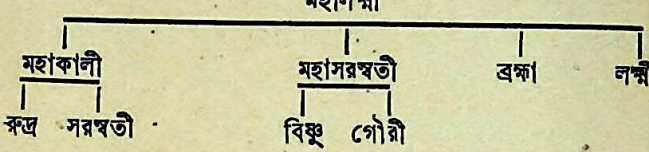

অতএব ব্রহ্মা-লক্ষ্মী, রুদ্র-সরস্বতী ও বিষ্ণু-গৌরী ভ্রাতা-ভগ্নীসম্বন্ধযুক্ত। তারপর ঐ রহস্যেই দেখি রুদ্র-গৌরী, বিষ্ণু-লক্ষ্মী, ব্রহ্মা-সরস্বতী পতি-পত্নীভাবে সম্বদ্ধ হইলেন। এখন, মহালক্ষ্মীর পতি কে? কেহই নহে। অথচ তিনি সকলের জননী। তিনি কারণব্রহ্মরূপিণী সর্বেশ্বরী, পিতৃ-মাতৃ উভয়াত্মিকা, তাঁহার সঙ্কল্প মাত্রেই ব্রহ্মাদি সকলের উৎপত্তি হইল।

শ্রুতিও বলেন,—'অদিতি মাতা, অদিতি পিতা' ইত্যাদি (ঋগ্বেদ)

প্রসঙ্গক্রমে উক্ত ভুবনেশ্বরী দেবীর রাজরাজাধীশ্বরী ভাবের যে একটি অপূর্ব্ব বর্ণনা দেবী-ভাগবতে দৃষ্ট হয়, তাহা অতি সংক্ষেপে তত্ত্ব কৌতুহলী পাঠককে উপহার দিতেছি। সেই জগদ্ব্যাপিকার বাসস্থানের বর্ণনা কল্পনাতীত চমকপ্রদ। যথা—

অনন্ত সুধা-সমুদ্রের মধ্যে অবস্থিত মণিদ্বীপ। মণিদ্বীপের মধ্যে নিরাধার ও মহাশূন্যে অবস্থিত চিন্তামণিপুরে সেই জগচ্চিন্ত্যমানা মহাদেবী বাস করিতেছেন। এই মহাভবন নিত্য, অর্থাৎ উহার উৎপত্তি নাই,—পটবৎ সৃষ্টিকালে উহার বিকাশ ও প্রলয়ে সঙ্কোচ হয় মাত্র। সেই পুরীতে একটি উচ্চ মণিমঞ্চ আছে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, ঈশ্বর এই মঞ্চের পাদ-চতুষ্টয় এবং সদাশিব (পরব্রহ্ম) উহার ফলকস্থানীয়। এই মঞ্চে দেবী বিরাজমানা হইয়া ক্রীড়াচ্ছলে সৃষ্টি-স্থিতি-লয় করিতেছেন। তত্রস্থ 'শৃঙ্গার মণ্ডপে লতাগৃহে তাঁহার সভাস্থল, যেখানে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ইত্যাদি ঈশ্বরগণ পারিষদ রূপে শ্রীদেবীর পাদমূলে সসম্ভ্রমে উপবিষ্ট; 'মুক্তি মণ্ডপে' তিনি ভক্তগণকে চারি প্রকার মুক্তি বিতরণ করিতেছেন; 'জ্ঞান-মণ্ডপে' তিনি ভক্তগণকে তত্ত্ব-জ্ঞানোপদেশ রূপ অমৃত বিতরণ করিতেছেন; 'একান্ত-মণ্ডপে' তিতি নিজাংশভূতা মন্ত্রিণী-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শক্তিগণ সহ জগৎ-পালন-রক্ষণাদি সম্বন্ধে মন্ত্রণা করিতেছেন। কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডের কোটি কোটি ব্রহ্মা-বিষ্ণু-রুদ্রাদির সমষ্টিভূত ব্রহ্মা-বিষ্ণু-রুদ্রাদি এখানে মহাদেবীর সেবায় নিযুক্ত। একদিকে সমষ্টি ব্রহ্মা এবং বেদাদি শাস্ত্র মূর্ত্তিমান হইয়া বিরাজমান, একদিকে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-ধারী মহাবিষ্ণু এবং মৎস্য কূর্ম্মাদি তাঁহার অবতার-দেহ সকল বিরাজমান, একদিকে মহারুদ্র এবং চৌষট্টি প্রসিদ্ধ আগম ও তন্ত্রশাস্ত্র-সমূহ মূর্ত্তিমান হইয়া বিরাজমান,—ইঁহারা সকলে তথাকার প্রহরীরূপে শোভা পাইতেছেন। শ্রীমহাদেবী স্বয়ং ভক্তরক্ষা ও দানবদলন নিমিত্ত যখন যে অবতার গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারাও সেখানে স্ব স্ব ভূষণ বাহন সহ বিরাজমান। নিম্নতম নাগলোক হইতে আরম্ভ করিয়া গোলক পর্য্যন্ত সর্বলোকের সর্বশোভা, সর্বজ্ঞত্ব, সর্বশক্তিমত্তা, তেজস্বিতা, সারল্য, দাক্ষিণ্য ইত্যাদি গুণবর্গ এই স্থানে পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছে ইত্যাদি।

এই সর্ব্বেশ্বরীর হাতের নখের এক এক অংশাংশ হইতে এক এক অবতারের আবির্ভাব ; যথা—দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠাদির পাঁচটী নখ হইতে যথাক্রমে মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন। বাম হস্তের অঙ্গুষ্ঠাদির পাঁচটী নখ হইতে যথাক্রমে পরশুরাম, রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, কল্কী। কালী তারাদি দশ মহাবিদ্যাও ভুবনেশ্বরী হইতে আবির্ভূত, এবং উক্ত দশ অবতার সহ সম্বন্ধ যথা,—কৃষ্ণ=কালী, রাম=তারা, নৃসিংহ=ছিন্নমস্তা, বামন=ভুবনেশ্বরী, কূর্ম্ম=বগলা, মৎস্য=ধূমাবতী, পরশুরাম=ষোড়শী, বলরাম=ভৈরবী, কমলা=বুদ্ধ, কল্কী=মাতঙ্গী।

ভুবনেশ্বরীই আবার ব্যষ্টিরূপে, প্রতি দেহে সহস্রদল কমলের উপরিস্থিত বিংশতি সহস্রদল কমলে পরম শিবাকার (পরব্রহ্ম) মঞ্চে অসীনা হইয়া সুরনরাদি সকলকে 'চেতয়ন্তী, তর্পয়ন্তী, সন্দীপয়ন্তী,' 'সদ্‌গুণান্ প্রেরয়ন্তী' ইত্যাদি করিতেছেন।

যাহা হউক, প্রকৃতি-পুরুষ উভয়াত্মক সগুণ ব্রহ্মকে যখন আমরা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পিতৃভাবে দেখি, তখন বলি তিনি সর্বেশ্বর—নিজ শক্তি দ্বারা জগৎ শাসন করিতেছেন। যখন সগুণ ব্রহ্মকে মাতৃভাবে দেখি, তখন বলি তিনি সর্ব্বেশ্বরী চৈতন্যময়ী মহাশক্তি, মহামায়া.—স্বীয় ইচ্ছা-জ্ঞান-ক্রিয়াশক্তি দ্বারা জগৎ পালন ও রক্ষণ করিতেছেন। আবার যখন সেই সগুণ ব্রহ্মকে প্রকৃতি-পুরুষের, কার্য্য-কারণের অতীত দৃষ্টিতে, গুণাতীত দৃষ্টিতে দেখা যায়, তখন তাঁহাকে (উপাসনার জন্য সংস্কারের ভিন্নতা অনুসারে — যতদিন সংস্কার থাকিবে ততদিন পুরুষ বা শক্তি দৃষ্টিতে) শুদ্ধ চিন্ময় বা শুদ্ধ চিন্ময়ী যেরূপ ইচ্ছা বলিতে পার। এক ব্যক্তি গঙ্গা-প্রবাহে নৌকা ছাড়িয়া দিয়া অজ্ঞাতসারে সমুদ্রের দিকে চলিয়াছে। সে ব্যক্তি দেখিতেছে পথে ছোট বড় কত নদ নদী প্রস্রবণ গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়া গঙ্গা নামে পরিচিত হইয়া যাইতেছে। সে ব্যক্তি দেখিতেছে তাহার গঙ্গাই সব। যতই অগ্রসর হইতেছে, ততই সে দেখিতেছে গঙ্গা ক্রমশঃ বিস্তৃত আকার ধারণ করিতেছেন এবং ক্রমে ক্রমে সমুদ্রের আকার ধারণ করিয়া নিজেই পারাবার-তুল্য হইয়া গেলেন। তখন সে বলিতে পারে গঙ্গাই মহাসমুদ্র। অন্য এক ব্যক্তি সিন্ধু-প্রবাহে নৌকা ছাড়িয়া দিয়া তদনুরূপ অভিজ্ঞতা লাভ করিল। তখন সেও বলিতে পারে সিন্ধুই মহাসমুদ্র। এই পর্য্যন্ত একজনে গঙ্গা-সংস্কার এবং অপরে সিন্ধু-সংস্কার বর্ত্তমান। সেইজন্য সমুদ্রকে একজনে গঙ্গা নামে অপরে সিন্ধু নামে অভিহিত করিতেছে। তবে যে যে-নামেই ডাকুক, উভয়েরই প্রত্যক্ষ দর্শন হইতেছে কিন্তু সমুদ্রেরই, অন্য কিছুর নহে। পরে যখন তাহাদের সমুদ্র সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান হইল এবং তাহারা জানিতে পারিল আরও কত নদ নদী মহাসমুদ্রে মিশিয়া যাইতেছে, তখন তাহাদের ব্যক্তিগত সংস্কারও ঘুচিয়া গেল। তাহারা বুঝিল,—

যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রেঽ-
স্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায়। (মুণ্ডক)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রবহমাণ নদীসমূহ প্রত্যেকেই আপন আপন নাম-রূপ ত্যাগ করিয়া সমুদ্রের স্বরূপতা প্রাপ্ত হইয়াছে। সেইরূপ অপরিচ্ছিন্ন ব্রহ্ম-স্বরূপে সমস্ত নাম-রূপ, স্ত্রীত্ব, পুংস্ত্ব, মাতৃত্ব-পিতৃত্ব অস্তমিত হইয়া যায়। সেখানে জীবত্ব, ঈশ্বরত্ব সবই অধ্যস্ত, কল্পিত, মিথ্যা। সে অবস্থা কিরূপ?

তৎ বা অস্য এতৎ আপ্তকামং, আত্মকামং, অকামং রূপং শোকান্তরম্। তত্র পিতা অপিতা ভবতি, মাতা অমাতা, লোকা অলোকা, দেবা অদেবা, বেদা অবেদাঃ, ইত্যাদি (বৃহ. উ)

ব্রহ্ম-স্বরূপে স্থিত পুরুষের অবস্থা হইতেছে আপ্তকাম, আত্মকাম, অকাম, সর্বশোকাতীত অবস্থা—যে অবস্থায় পিতা অপিতা হইয়া যায়, মাতা অমাতা, লোক অলোক, দেবতা অদেবতা, বেদ অবেদ হইয়া যায়, অর্থাৎ সে অবস্থায় সমস্ত দ্বৈতবুদ্ধি, নানাত্ববুদ্ধি, নামরূপতাবুদ্ধি, জীবত্ব-ঈশ্বরত্ববুদ্ধি ইত্যাদি এক অখণ্ড আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মসত্তায় লীন হইয়া যায়। মাতৃ-পিতৃ ইত্যাদি ভাব সকল এখানে একীভূত হইয়া যায়।

সঙ্গে সঙ্গে আর একটী কথা বুঝিতে হইবে। তাহা এই যে, ব্রহ্মের যত অবতার, যত প্রকাশ, স্ত্রী-রূপে হউক বা পুং-রূপে হউক, তাহাদের প্রত্যেকটী একদিকে সৎ-চিৎ-আনন্দরূপ, অন্য দিকে অনন্তরূপ। ব্রহ্মের কোন অবতার-মূলক উপাস্যরূপই সচ্চিদানন্দরূপতা ও অনন্তরূপতা হইতে বিযুক্ত নহে। স্থূল রূপটী বাহ্যদৃষ্টিতে পরিচ্ছিন্ন হয় হউক, কিন্তু তাহার পশ্চাতে যে ভাবটী, যে তত্ত্বটী রহিয়াছে তাহা অনন্ত ও সচ্চিদানন্দরূপ। আবার রূপটী ঐ ভাবেরই, ঐ তত্ত্বেরই ঘনীভূত মূর্ত্তি ভিন্ন আর কিছু নয় বলিয়া সূক্ষ্মদৃষ্টিতে সুতরাং অনন্ত সচ্চিদানন্দময়ই হইল। ব্রহ্মের যে কোন ভাব-রূপ অবলম্বন করিয়া কেহ উপাসনা করুক, তাহা পরিশেষে 'আনন্ত্যায় কল্পতে',—অনন্ত সচ্চিদানন্দসমুদ্রে পরিণত হইবে,—অর্থাৎ প্রত্যেক ভাবটিই উপাসনার পরিপাকে অনন্তের আকার ধারণ করিবে,—ইহাতে কোন সংশয় নাই। ইহার কারণ এই যে, ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ, এবং ব্রহ্ম অনন্ত সর্বতোমুখ। তিনি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সর্বতোমুখ বলিয়া বিশ্ব-হিতার্থ তাঁহার প্রত্যেক অভিব্যক্তিই, প্রত্যেক রূপ ও ভাবই সচ্চিদানন্দময় ও অনন্তসত্তাময়। তাই কৃষ্ণ, বিষ্ণু, শিব, দুর্গা, কালী—ইঁহারা হইতেছেন কৃষ্ণব্রহ্ম, বিষ্ণুব্রহ্ম, শিবব্রহ্ম, দুর্গাব্রহ্ম, কালীব্রহ্ম ইত্যাদি, যেমন নৃসিংহতাপনী উপনিষদে নৃসিংহদেব নৃসিংহব্রহ্ম বলিয়া আখ্যাত হইয়াছেন। প্রত্যেক রূপের ন্যায় প্রত্যেক ভাবেরও অবশ্য একটা বৈশিষ্ট্য আছে, যেমন কোনটীতে প্রেমশক্তির, কোনটীতে জ্ঞানশক্তির, কোনটীতে সৃজনী বা সংহৃতি শক্তির বৈশিষ্ট্য। বৈশিষ্ট্যানুযায়ী সাধনফলে সাধকেও তত্তৎ শক্তির বিকাশ লক্ষিত হয়, এবং সিদ্ধাবস্থায় অনন্ত সত্তা সহ তিনি লীন হইয়া যান। এইরূপে পূর্ণাত্মার উপলব্ধি যখন হয়, তখন সেই সাধক কৃতকৃত্য হইয়া বিধি-নিষেধের, ধর্ম্মাধর্ম্মের, পুণ্য-পাপের পারে চলিয়া যান। তাই একজন সিদ্ধকাম সাধকের মুখে শুনিয়াছি,—"আমি কালী-ব্রহ্ম, জেনে মর্ম্ম, ধর্ম্মাধর্ম্ম সব ছেড়েছি।" তাঁহার নিকট যোগ-ভোগ, ঘর-বাহির, নগর-অরণ্য, নিজ-পর সব দ্বন্দ্ব মিটিয়া যায়। সেই ভাগ্যবান সদাই ব্রহ্মানন্দে নন্দিত—

যোগরতো বা ভোগরতো বা সঙ্গরতো বা সঙ্গবিহীনঃ।
যস্য ব্রহ্মণি রমতে চিত্তং নন্দতি নন্দতি নন্দত্যেব॥

ঘট পটাদি পরিচ্ছিন্ন বস্তু হইতে কোন অংশ গ্রহণ করিলে তাহার অবয়ব হানি হয়। কিন্তু যে বস্তু অপরিচ্ছিন্ন, পূর্ণ, তাঁহার কোন প্রকাশ বা অভিব্যক্তি দ্বারা তাঁহার কিছু অংশ বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল,—ইহা মনে করা ভ্রম, কারণ তাহা হইলে তাঁহার স্বতঃসিদ্ধ পূর্ণতাই অসিদ্ধ হইয়া যায়,—যাহা অসম্ভব ও যুক্তিবিরুদ্ধ। সেইজন্য শ্রুতি বলিয়াছেন,—

পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে॥

ব্রহ্ম পূর্ণ। তাঁহার পূর্ণতা লইয়া জগতে যে অভিব্যক্তি, তাহাও পূর্ণ। অভিব্যক্তি পূর্ণ বলিয়া কি তিনি অপূর্ণ হইয়া গেলেন? না, তিনি পূর্ণরূপেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অবশিষ্ট রহিলেন। লৌকিক গণিত অনুসারে কোন একটী সংখ্যা হইতে সেই সংখ্যা বা কিছু অংশ বিয়োগ করিলে অবশিষ্ট থাকিবে শূন্য (অর্থাৎ কিছুই থাকিবে না), অথবা কিছু অংশ থাকিবে (যেমন ২—১=১,১—১=০)। কিন্তু বেদান্তের অদ্ভুত গণিত অনুসারে পূর্ণ হইতে পূর্ণ বিয়োগ করিলে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে তাহাও পূর্ণ (পূর্ণ—পূর্ণ=পূর্ণ)। বেদান্ত বস্তুটী আগাগোড়াই আশ্চর্য্য বটে। তাই ত বেদান্তের মুখে শুনি, চক্ষুর সম্মুখে এই পরিদৃশ্যমান জাজ্বল্যমান জগৎটা সর্ব্বৈব মিথ্যা। বেদান্তের দ্রষ্টা, বক্তা, শ্রোতাও আশ্চর্য্য—ইহা কঠোপনিষদ্ এবং গীতার কথা।

মাতৃভাব লইয়া যখন ব্রহ্মের উপাসনা করা হয়, তখন সগুণ ব্রহ্মেরই উপাসনা করা হয়। এইরূপ অন্যান্য ভাব সম্বন্ধেও বটে। আবার যখন মাতৃভাবের মধ্য দিয়াই সাধক নির্গুণ ব্রহ্মে উপনীত হন, তখন যদি মাকেই নির্গুণ রূপে দেখেন—তবে ইহা তাঁহার পক্ষে স্বাভাবিক। সেইজন্য মাতৃভাবের সাধক দেখিবে মা-ই নির্গুণ, মা-ই সগুণ, মা-ই এক অদ্বিতীয়, মা-ই আছেন, আর কিছুই নাই। সৃষ্টি-স্থিতি-লয় কার্য্য মায়েরই মায়া দ্বারা হইতেছে—অর্থাৎ মায়া মা-রূপী ব্রহ্মেরই আশ্রিতা শক্তি, অধ্যাস সময়ে মা-ই মায়ার স্বরূপ এবং জ্ঞানোদয়ে অধ্যাসনাশে অধিষ্ঠানরূপী মায়েই মায়া লীন হইয়া যায়। শ্রীমহাভাগবতে ব্রহ্মরূপিণী স্বয়ং গিরিরাজ হিমালয়কে উপদেশ দিতেছেন,—

রূপং মে নিষ্কলং সূক্ষ্মং বাচাতীতং সুনির্ম্মলং।
নির্গুণং পরমং জ্যোতিঃ সর্ব্বব্যাপ্যৈককারণম্॥

নিষ্কল (অংশহীন, পূর্ণ), সূক্ষ্ম, বাক্যের অতীত, অতীব নির্ম্মল, নির্গুণ, পরাৎপর, জ্যোতিঃ, সর্ব্বব্যাপক সর্ব্বকারণ-কারণ—ইহাই আমার প্রকৃত রূপ।

শ্রীদেবীভাগবতের অন্তর্গত শ্রীদেবী-গীতাতেও মা তাঁহার শ্রুতিসিদ্ধ ও বেদান্ত-বিজ্ঞানসম্মত রূপটি ব্যাখ্যা করিতেছেন,—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অহমেবাস পূর্ব্বন্তু নান্যৎ কিঞ্চিৎ নগাধিপ ॥
তদাত্মরূপং চিৎ সংবিৎ পরব্রহ্মৈকনামকম্ ॥—২।২

হে পর্বতরাজ, সৃষ্টির পূর্বে একমাত্র আমিই ছিলাম। আমার আত্মরূপের নাম চিৎ, সংবিৎ, পরব্রহ্ম।

তিনি এক হইয়াও যে-মায়া সংযোগে জীব-জগৎ রূপে প্রতীত হইতেছেন, সেই মায়া কিরূপ, তাহা বলিতেছেন,—

ন সতী সা নাসতী সা নোভয়াত্মবিরোধতঃ।
এতদ্ বিলক্ষণা কাচিৎ বস্তুভূতাস্তি সর্ব্বদা ॥—২।৪

মায়া সৎও নহে, অসৎও নহে, পরস্পর বিরোধী বলিয়া সদসৎ উভয়াত্মকও নহে, কিন্তু এই সকল হইতে বিলক্ষণ অনির্ব্বচনীয় কোন ভাব বস্তু যাহা মোক্ষ-কাল পর্য্যন্ত থাকে।

স্বশক্তেশ্চ সমাযোগাৎ অহং বীজাত্মতাং গতা।
স্বাধারাবরণাৎ তস্যা দোষত্বং চ সমাগতম্ ॥—২।৭

আমি নির্গুণ হইয়াও নিজের আশ্রিত মায়াশক্তিযোগে জগতের কারণ স্বরূপ হই। এই মায়া-শক্তির নাম অবিদ্যা, এবং অবিদ্যায় স্বাশ্রয়-আবরণকারিত্ব দোষ বিদ্যমান।

মন্মায়াশক্তিসংক্লপ্তং জগৎ সর্ব্বং চরাচরম্।
সা মতঃ পৃথক্ মায়া নাস্ত্যেব পরমার্থতঃ ॥
ব্যবহারদৃশা সেয়ং বিদ্যা মায়েতি বিশ্রুতা।
তত্ত্বদৃষ্ট্যা তু নাস্ত্যেব তত্ত্বমেবাস্তি কেবলম্ ॥—৩।১-২

সমস্ত চরাচর জগৎ আমার মায়াশক্তি দ্বারা কল্পিত। পরমার্থতঃ সেই মায়া আমা হইতে কোন পৃথক্ বস্তু নহে। ব্যবহারিক দৃষ্টিতেই মায়ার বিদ্যা,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মায়া—এই সব নাম শুনিতে পাও। কিন্তু তত্ত্বদৃষ্টিতে মায়া বা নামরূপ কিছুই নাই, কেবল ব্রহ্মরূপিণী আমিই আছি।

এখানে যে মূলতত্ত্বটী সারগর্ভ সংক্ষিপ্ত কথায় মায়ের মুখ হইতে শুনিলাম, ইহাই বিশুদ্ধ বেদান্তসিদ্ধান্ত। পরে ইহা আমরা বিস্তার পূর্ব্বক বুঝাইতে চেষ্টা করিব এবং দেখিব যে বেদান্ত মতে শক্তি ও ব্রহ্ম একই বস্তু। তৎপূর্ব্বে অন্যান্য প্রসিদ্ধ কয়েকটী দর্শন শক্তি বলিতে কি বুঝাইতে চাহে তাহার কিঞ্চিৎ আভাস দিয়া রাখিতেছি। ইহা আভাস মাত্র, এবং তদপেক্ষা অধিক এস্থলে আবশ্যকও নহে, কারণ বর্ত্তমান প্রসঙ্গে আমাদের মুখ্য আলোচ্য (অদ্বৈত) বেদান্তে শক্তিতত্ত্ব। এই সকল মত যে যে অংশে বেদ-বিরুদ্ধ তাহা বেদান্তসূত্রে ও শঙ্করভাষ্যে খণ্ডিত হইয়াছে। কিন্তু খণ্ডন-মণ্ডন সহ বর্ত্তমানে আমাদের কোন সম্বন্ধ নাই।

মীমংসা।—এক শ্রেণীর মীমাংসকের মতে জড় চৈতন্য সর্ব্বপদার্থে অনুস্যূত এক অখণ্ড শক্তি আছে। ইহাকে বেদান্তের জগৎনিয়ন্ত্রী মায়া বা শাস্ত্রান্তরের মহামায়া বলা যাইতে পারে। অপর শ্রেণীর মীমাংসকেরা বলেন—দেবতা মন্ত্ররূপা, মন্ত্রের রূপই দেবতার রূপ, তদ্ভিন্ন অন্য কোন দেবতা নাই। অতএব মহাদেবীও মন্ত্ররূপাই হইলেন। তন্ত্রমতেও দেবতা মন্ত্ররূপিণী। তবে যিনি মন্ত্ররূপিণী তিনিই চিন্ময়ী, ভক্তানুগ্রহকারিণী এবং তিনিই 'সাধকানাং হিতার্থায়,' 'জগতাম্ উপকারায়' মূর্ত্তি পরিগ্রহ পূর্ব্বক আবির্ভূতা হন। জড়বস্তুগত শক্তি সম্বন্ধে প্রাভাকরী মত সহ নৈয়ায়িক মতের তুলনা করিয়া জনৈক পণ্ডিত লিখিত একটী মন্তব্য পাদটীকায় উদ্ধৃত করিলাম।*

---

* প্রমাণ-প্রমেয়-সংশয়-প্রয়োজন-দৃষ্টান্ত-সিদ্ধান্তাবয়ব-তর্কনির্ণয়-বাদ-জল্প-বিতণ্ডা-হেত্বাভাস-ছল-জাতি-নিগ্রহস্থানানাং • তত্ত্বজ্ঞান্নিঃশ্রেয়সাধিগমঃ এই সূত্রে প্রাচীন নৈয়ায়িক ষোলটী পদার্থ স্বীকার করিয়া ঐ ষোড়শ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ন্যায়।—কোন বস্তুতেই তদ্গত কোন স্বাভাবিক শক্তি ন্যায়মতে স্বীকৃত

পদার্থের যথার্থ জ্ঞানকে মুক্তির কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কোন কোন নৈয়ায়িক সম্প্রদায় আবার দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য, বিশেষ, সমবায়, অভাব এই সাতটী পদার্থ স্বীকার করেন এবং পূর্ব্বোক্ত ষোড়শ পদার্থকে এই সপ্ত পদার্থের অন্তর্ভুক্ত করিয়া থাকেন। প্রাভাকার (মীমাংসক-বিশেষ) এই সপ্ত পদার্থের অতিরিক্ত শক্তি এবং সাদৃশ্য পদার্থ স্বীকার করেন, নৈয়ায়িক শক্তি সাদৃশ্যকে অতিরিক্ত পদার্থ স্বীকার করেন না। এক্ষণে স্বীকার পক্ষ কি যুক্তি এবং অস্বীকার পক্ষেই বা কি যুক্তি তাহা সংক্ষেপে বিবেচনা করা যাইতেছে। যথা—বাঁশ কাঠ প্রভৃতি দাহ্যপদার্থ আগুনে দিলে তাহা পুড়িয়া ভস্ম হয়, কিন্তু যদি চন্দ্রকান্তমণি নিকটে থাকে, তাহা হইলে ঐ বাঁশ প্রভৃতি ভস্ম হয় না, যেমন ছিল তেমনই থাকে। আবার যদি ঐ চন্দ্রকান্তমণি সরাইয়া ফেলা হয় তাহা হইলে ভস্ম হয়। পক্ষান্তরে ঐ চন্দ্রকান্তমণি নিকটে থাকা তত্ত্বেও যদি সূর্য্যকান্তমণি নিকটে আনা হয় তাহা হইলেও ভস্ম হয়। আজকাল আমাদের কাছে ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় হইলেও প্রাচীন যুগে তাহা সাধারণ ছিল, বাদী প্রতিবাদী উভয়পক্ষই এই বিষয়টী স্বীকার করিয়া বিচার করিয়াছেন এইরূপ বহুস্থানে দেখা যায়। সুতরাং আমরাও তাহা স্বীকার করিয়াই যুক্তির অনুসন্ধান করি। প্রাভাকর বলেন—বহ্নির যদি দাহজনকত্ব স্বভাবসিদ্ধ হইত তাহা হইলে চন্দ্রকান্তমণি নিকটে আসিলেও দাহ হইত। অতএব বহ্নির দাহজনকত্ব স্বভাব নয়, বহ্নিতে দাহজনক একটী শক্তি আছে, এই শক্তিটী চন্দ্রকান্তমণি কাছে আসিলে নষ্ট হইয়া যায়, আবার সূর্য্যকান্তমণি কাছে আসিলে ঐ শক্তি জন্মে।

তাহা হইলে চন্দ্রকান্তমণি সান্নিধ্যে পূর্ব্বশক্তির নাশ হইয়া যে শক্তি জন্মে তাহা নূতন শক্তিই হইল। এইভাবে মণির আনয়ন এবং অপসারণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নহে (১৯ পৃষ্ঠার* চিহ্নিত পাদটীকা দ্রষ্টব্য)। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা হয়, অগ্নিতে অগ্নি ভিন্ন আর কিছু যখন প্রতীত হয় না, তখন আবার তাহার কোন শক্তি আছে মানিবার আবশ্যকতা কি?† তবে ভাগবতী শক্তি সম্বন্ধে

হইতে বহ্নিতেই অনন্তশক্তি জন্মে তাহা স্বীকার করিতে হইল। যাহার উৎপত্তি হয় তাহারই প্রাগভাব থাকে, সুতরাং প্রত্যেকটী শক্তির এক একটী প্রাগভাব স্বীকার করিতে হইল, এবং প্রত্যেকটী শক্তিরই যখন এইভাবে নাশ হয় তখন এক একটী নাশও (ধ্বংসাভাব) স্বীকার করিতে হইল। এইভাবে অনন্তশক্তি, অনন্তপ্রাগভাব ও অনন্ত ধ্বংস-স্বীকার গৌরবগ্রস্ত হইলেও গত্যন্তর নাই বলিয়া ফলানুরোধে তাহা স্বীকার করিতে হয়, এই হইল প্রাভাকর মতে সিদ্ধান্ত। নৈয়ায়িক বলেন—উক্ত দৃষ্টান্ত-স্থলে দাহ এবং দাহাভাব উপপন্ন করিবার জন্য এই গৌরবের প্রয়োজন নাই, অর্থাৎ অনন্তশক্তি, অনন্তশক্তি প্রাগভাব, অনন্ত শক্তি-ধ্বংস স্বীকার করা নিষ্প্রয়োজন। চন্দ্রকান্তমণির সান্নিধ্য নাই এইরূপ বহ্নিকে দাহের কারণ স্বীকার করিব। যদি বলেন সূর্য্যকান্তমণি সান্নিধ্যেও দাহাভাবাপত্তি, তাহা হইলে সূর্য্যকান্তমণির সান্নিধ্য নাই এমন যে চন্দ্রকান্তমণি তাহার সান্নিধ্য নাই এইরূপ যে বহ্নি তাহাকে দাহের কারণ বলিব। বহ্নিমাত্রকে দাহের কারণ স্বীকার করিলেই পূর্ব্বোক্ত আপত্তি ও অনুপত্তির সম্ভব ছিল। এতাদৃশ বিশিষ্ট বহ্নিকে দাহের কারণ মানিলে কোন আপত্তিই হইতে পারে না। এই ক্ষেত্রে নৈয়ায়িকের ভাব এইরূপ—সূর্য্যকান্তমণ্যভাব-বিশিষ্টচন্দ্রকান্তমণ্যভাববিশিষ্ট বহ্নি দাহের প্রতি কারণ। তাহা হইলে যেখানে সূর্য্যকান্তমণিও নাই, চন্দ্রকান্তমণিও নাই—শুধু বহ্নি আছে সেখানে দাহ উপপন্ন হইল, যেখানে সূর্য্যকান্তমণি চন্দ্রকান্তমণি এবং বহ্নি আছে সেখানেও দাহ হইল। আর যেখানে শুধু চন্দ্রকান্তমণি এবং বহ্নি আছে সেখানে দাহাভাব উপপন্ন হইল।

†বেদান্তী ইহার উত্তরে বলেন—প্রতিবন্ধক (কোন কোন মণি মন্ত্র ঔষধ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইহা ন্যায় সম্প্রদায়ে স্বীকৃত যে জীব-সমষ্টিগত ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ যে অদৃষ্ট-সমষ্টি তৎযুক্ত পরমাত্মাই জগৎনিয়ন্ত্রী শক্তি বা মহাদেবী।

বৈশেষিক।—ন্যায় ও বৈশেষিক এক পন্থানুগামী। বৈশেষিক মতে পরমাণু হইতেই দ্ব্যণুক ত্র্যণুক ইত্যাদি ক্রমে ঘট-পটাদি সমস্ত সাবয়ব পদার্থের উৎপত্তি, কিন্তু পরমাণুর উৎপত্তি নাই। পরমাণু নিত্য ও নিরবয়ব। কিন্তু পৃথিবী ইত্যাদি এক এক জাতীয় পরমাণু মধ্যেও পরস্পর ভেদ আছে। যে পদার্থ দ্বারা এই ভেদ সিদ্ধ হয় তাহার নাম 'বিশেষ'। সর্ব্বকারণ পরমাণুতেও যাহা এইরূপ ক্রিয়া করে, তাহা শক্তিরূপ বলিয়াই মনে হয়।

সাংখ্য।—সাংখ্যকে প্রকৃতিবাদী বলা যাইতে পারে। প্রকৃতি নিত্য ও স্বতন্ত্র,—স্বীয় পরিণাম দ্বারা স্বতঃই জগৎ সৃষ্টি করে, ইহাতে পুরুষ কর্ত্তৃত্বের কোন অপেক্ষা নাই। ঈশ্বর এ মতে অসিদ্ধ। প্রকৃতি সৃষ্টি করে পুরুষের ভোগ ও মোক্ষের জন্য। প্রকৃতি নিত্য হইলেও জড়, পুরুষ নিত্য ও চেতন। যাঁহাকে মহাদেবী বা মহামায়া বলা হয়, তিনি পুরুষাধিষ্ঠিতা প্রকৃতি।

যোগ (পাতঞ্জল)।—'যোগ্যতাবচ্ছিন্না ধর্ম্মিণঃ শক্তিরেব ধর্ম্মঃ'। যোগ্যতা=কার্য্যরূপে পরিণত হইবার সামর্থ্য। যোগ্যতাবিশিষ্ট দ্রব্য বা ধর্ম্মীর যাহা ধর্ম্ম=শক্তি। যোগ সাংখ্যেরই অনুগামী, কেবল সাংখ্যের 'অসিদ্ধ' ঈশ্বর যোগে অসিদ্ধ ত নহেই, কিন্তু পূর্ণরূপে স্বীকৃত। ঈশ্বর ও ঈশ্বরী একই বস্তু। অথবা প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত ঈশ্বরকেই মহাশক্তি, মহামায়া বা মহাদেবী বলা যাইতে পারে।

যেমন চন্দ্রকান্তমণি) সমীপে অগ্নির দাহিকাশক্তি রুদ্ধ হয়, নষ্ট হয় না। আবার উত্তেজক (কোন কোন মণিমন্ত্র ঔষধ, যেমন সূর্য্যকান্তমণি) সমীপে প্রতিবন্ধক সত্ত্বেও দাহিকাশক্তি উদ্বুদ্ধ হয়, জন্মে না। অগ্নির অস্তিত্ব সত্ত্বেও এইরূপ দৃষ্ট হয় বলিয়া অগ্নির একটা শক্তি মানিতে হয়। প্রত্যেক বস্তুরই একটি শক্তি স্বীকার করিতে হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ (রামানুজ সম্প্রদায়)।—শক্তিতত্ত্ব এই মতের প্রাণ বলিলে চলে। বিষ্ণুপুরাণের যে শ্লোকটীর উপর এই মত প্রতিষ্ঠিত তাহা এই—

বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা।
অবিদ্যা কর্ম্মসংজ্ঞাখ্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে॥

পরাশক্তি=বিষ্ণুশক্তি। অপরা=ক্ষেত্রজ্ঞ অর্থাৎ জীবশক্তি। অবিদ্যা=কর্ম্মশক্তি, যাহা জীবকে নানা যোনি প্রাপ্ত করায়। পরাশক্তিই মহালক্ষ্মী, যিনি বিষ্ণু সহ এই সম্প্রদায়ে উপাস্য। মহালক্ষ্মী বলেন—

ব্যাপরস্তস্য দেবস্য সাহমস্মি ন সংশয়ঃ।
ময়া কৃতং হি যৎ কর্ম্ম তেন তৎ কৃতমুচ্যতে॥ (লক্ষ্মীতন্ত্র)

আমিই নারায়ণের কার্য্যরূপা,—আমার কৃতকর্ম্ম তৎকৃত বলা হয় (অর্থাৎ নারায়ণে আরোপিত হয়)। মোক্ষদানেও কেবল নারায়ণের ক্ষমতা নাই। লক্ষ্মীই মুখ্যরূপে মুক্তিদাত্রী।

দ্বৈতবাদ (মাধ্ব সম্প্রদায়)।—ভগবৎশক্তি তিন প্রকার :—(১) অন্তরঙ্গা বা স্বরূপশক্তি। যে সামর্থ্য শক্তিমানে অর্থাৎ ভগবানে আছে, তাহা পূর্ণরূপে স্বরূপশক্তিতে বিদ্যমান। ভগবানে এই শক্তি সদংশে সন্ধিনী, চিদংশে সংবিৎ, এবং আনন্দাংশে হ্লাদিনী। ইহারা ভগবানেরই ন্যায় পূর্ণাত্মা ও নিত্যা। (২) তটস্থা বা জীবশক্তি। জীবের সংখ্যা নাই, তাই এই শক্তি অনন্ত বলিয়া প্রতিভাত। জীব সচ্চিদানন্দ ভগবানের অংশ,—সিন্ধুর বিন্দুবৎ। (৩) বহিরঙ্গা শক্তি, যাহা প্রকৃতি ও প্রকৃতির বিকারজাত জগৎপ্রপঞ্চ, এবং যাহা ভগবানের সত্তাধীন হইলেও তাঁহা হইতে বিজাতীয়। অপর দুই শক্তি সহ ভগবানের কোন অংশে ভেদ, কোন অংশে অভেদ,—অর্থাৎ ভেদসহিষ্ণু অভেদ,—তাদাত্ম্য সম্বন্ধ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গৌড়ীয় বৈষ্ণব মত।—ইহা প্রধানতঃ মাধ্ব সম্প্রদায়েরই অনুমত। শ্রীকৃষ্ণ ও পরাশক্তি যুগপৎ পূর্ণ, নিত্য ও সত্য। কিন্তু দুইয়ে ভেদও আছে, অভেদও আছে। ভেদ ও অভেদ পরস্পর বিরুদ্ধ, অর্থাৎ কোন একটি বস্তু একই কালে একই অবস্থায়, বা আকারে ভিন্নও হইবে, অভিন্নও হইবে ইহা লৌকিক বুদ্ধিতে আরূঢ় হয় না বলিয়া এই মতের নাম 'অচিন্ত্য ভেদাভেদ'।

জীব গোস্বামী বলেন, স্বরূপ হইতে শক্তিকে অভিন্ন চিন্তা করা যায় না অতএব ভেদ প্রতীত হয়, এবং ভিন্নও চিন্তা করা যায় না অতএব অভেদ প্রতীত হয়। অতএব শক্তি-শক্তিমানে ভেদাভেদ অঙ্গীকার করিতে হইবে, এবং উহা বুদ্ধির বিষয় হয় না বলিয়া অচিন্ত্য বলিতে হইবে।*

শ্রীকৃষ্ণ অদ্বিতীয়। কিন্তু যখন তিনি স্বরূপানন্দ ভোগ করিতে ইচ্ছা করেন তখন জ্ঞানরূপে ভোক্তা ও আনন্দরূপে ভোগ্য,---এই দুই মূর্ত্তিতে প্রকটিত হন,—কৃষ্ণ ও রাধা। †

বৈয়াকরণ।—ইহারা পদ ও পদার্থের দিক দিয়া শক্তির আলোচনা করিয়াছেন। পদের অর্থজ্ঞানজনকতা বা হেতুতা রূপ যে যোগ্যতা তাহাই শক্তি। ‡

---

*স্বরূপাৎ অভিন্নত্বেন চিন্তয়িতুং অশক্যত্বাদ্ ভেদঃ, ভিন্নত্বেন চিন্তয়িতুং অশক্যত্বাৎ অভেদশ্চ প্রতীয়তে ইতি শক্তিশক্তিমতোঃ ভেদাভেদৌ এব অঙ্গীকৃতৌ, তৌ চ অচিন্ত্যৌ ইতি'—জীব গোস্বামী।

† গ্রন্থকার-লিখিত 'Sri Gouranga The Man এবং The Teachings of Sri Gouranga গ্রন্থদ্বয়ে গৌড়ীয় মত এবং তৎসহ অদ্বৈত বেদান্তের কিছু তুলনামূলক আলোচনা করা হইয়াছে।

‡ এ সম্বন্ধে সর্ব্ববস্তুনিহিত শক্তিবাদী বেদান্তী বলেন, সেই যোগ্যতা যদি শক্তিই হয়, তবে কোন বিরোধ নাই। যোগ্যতাকে সামর্থ্য রূপ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বৌদ্ধ।—মহাযানী বৌদ্ধ সম্প্রদায়ে এক জ্ঞানদায়িনী দেবী স্বীকৃত ও গভীর শ্রদ্ধা সহ পূজিত হইয়া থাকেন। ইহার নাম—'প্রজ্ঞাপারমিতা'। ইনি অনন্ত প্রজ্ঞাময়ী, এবং বৌদ্ধদিগের সর্ব্ব-লোকগুরু তথাগত বুদ্ধেরও জননী (সেইজন্য তিনি পিতামহী বলিয়া উক্ত হন), মহাশক্তি, বিভিন্ন সম্প্রদায়গত উপাসনা নির্ব্বিশেষে সর্ব্বজীবের মুক্তিদায়িনী, মহাজ্যোতিঃস্বরূপিণী। ইনি একদিকে নির্গুণা, নির্ব্বিকল্পা, নিরঞ্জনী, অন্যদিকে সর্ব্বরক্ষাকরী জগৎ-পালিকা; 'প্রজ্ঞাপারমিতা সূত্র' নামক গ্রন্থে ইহার যে বর্ণনা আছে তাহার সহিত হিন্দু শাস্ত্রোক্ত ভগবতী দুর্গার কোন পার্থক্য নাই। প্রজ্ঞা-দেবী স্বয়ং যেমন কারুণ্য-বাৎসল্য পূর্ণ, তাঁহার কৃপায় যাঁহারা বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হন তাঁহারাও তেমনি জীবকরুণাবশে নিজ মুক্তি ত্যাগ করিয়া বিশ্বহিতার্থে আত্মবিসর্জ্জন করেন। এই আত্মত্যাগের মহিমাকথায় বৌদ্ধশাস্ত্র মুখরিত,—ইহা বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয়।

পাঠক নানা মত মতান্তরের কথা কিছু শুনিলেন। ইহাতে সহজেই মনে জাগে মাতৃসাধকের সেই উক্তি,—'ষড়দর্শনে যাঁর না পায় দর্শন!' যোগ-সমাধিশূন্য প্রেম-ভক্তিশূন্য কেবল যুক্তিবিচারে চিন্ময়ী মাকে দেখিবার চেষ্টা অন্ধকারে পথের অনুসন্ধান মাত্র। তবে অন্ধকারে থাকা পর্য্যন্ত যুক্তি-

---

মানিয়াও শক্তি বইতে ভিন্ন বলিলে লোকপ্রসিদ্ধির বিরুদ্ধ হয়, কারণ সামর্থ্য অর্থেই শক্তি।

শ্রোতার কর্ণ সহ ঘট শব্দের মিলন মাত্রই ঘট শব্দে কলস অর্থ জ্ঞাপন করিবার যে সামর্থ্য উহাই ঘট শব্দে শক্তিবৃত্তি। ইহাকে 'অভিধা' শক্তিও বলে,—'যস্যোচ্চারণমাত্রেণ সহজাং যৎ প্রতীয়তে। তস্য শব্দস্য যা শক্তিঃ সা অভিধা প্রকীর্ত্তিতা॥' এই শক্তি-লক্ষণ ন্যায়মতে ঈশ্বরের ইচ্ছানুসারে হইয়াছে। (এই মতে বস্তুগত শক্তি স্বীকৃত নহে)। ইহার খণ্ডনে বেদান্তী বলেন—পদের শক্তি অথচ ঈশ্বরের ইচ্ছা, ইহা অসঙ্গত কথা। কারণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিচারেরও (বিশেষতঃ যুক্তিপন্থীদের পক্ষে) উপযোগিতা আছে বলিয়া গ্রন্থমধ্যে তাহা করা হইয়াছে। মা কিন্তু দেখা দেন গুরুকৃপালব্ধ সাধন-সঞ্জাত অনুভূতিতে। তখন তিনি নিজেই স্বস্বরূপটী ভক্ত-সাধকের মানস নেত্রে উদ্ঘাটিত করেন। পুরাণ হইতে ইহার একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি।

মা কি বস্তু, মায়া কি বস্তু, মায়ার সহিত মায়ের কি সম্বন্ধ, শক্তিব্রহ্মতত্ত্ব কি, তাঁহার মন্ত্র-উপাসনাতত্ত্ব কি—এই সকল বিষয়ের কিঞ্চিৎ দিঙ্‌নির্দ্দেশ মা স্বয়ং সুদীর্ঘ তপস্যাফলে দেবরাজ ইন্দ্রের প্রতি প্রসন্না হইয়া (দ্বিতীয় অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য) যে উপদেশ করিয়াছিলেন, তাহাতে আছে। মূলতত্ত্বরূপে সেই কথা কয়টীও তত্ত্বজিজ্ঞাসু পাঠকের জানা আবশ্যক বলিয়া উদ্ধৃত করিতেছি,—

ঈশ্বরের ইচ্ছা ঈশ্বরের ধর্ম্ম ও ঈশ্বরের আশ্রিত। ঈশ্বরের সমীপ বা সম্বন্ধী বলিয়া উহা ঘটের ধর্ম্ম নহে, সমীপও নহে স্বীকার করিতে হইবে। অতএব উহা পদের সহিত অসম্বদ্ধ বলিয়া পদের শক্তি হইতে পারে না। যেমন কুলালের ঘট করিবার ইচ্ছা কুলালেরই ধর্ম্ম, ঘটের নহে। সেইরূপ পদের অর্থরূপ যে সঙ্কেতস্থাপন, উহা ঈশ্বরের সংকল্প বা শক্তি মানিলে পদের শক্তি মানা যায় না।

(মীমাংসক) ভট্ট মতে পদের সহিত অর্থের ভেদাভেদরূপ তাদাত্ম্য, অর্থাৎ দুইয়ে অত্যন্ত ভেদও নাই, অত্যন্ত অভেদও নাই। এইরূপ ভেদ সহ অভেদরূপ তাদাত্ম্যই পদের অর্থ শক্তি। ভেদাভেদরূপ তাদাত্ম্য সম্বন্ধ ভিন্ন অন্য কোন সামর্থ্যরূপ শক্তি নাই। জল পদ সহ তাহার অর্থের অত্যন্ত ভেদ থাকিলে জল অর্থে অগ্নি ইত্যাদি অন্যান্য বস্তুও বুঝাইত, আর অত্যন্ত অভেদ থাকিলে জল পদ উচ্চারণ করিলেই মুখ শীতল হইত। অতএব ভেদাভেদই পদের মধ্যে অর্থরূপ শক্তি। ইহার উত্তরে পদগত শক্তিবাদী বেদান্তী বলেন, ঘট পদের বাচ্য কলস ও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম তদেবাস্থশ্চ হীংময়ং।
দ্বে বীজে মম মন্ত্রৌ স্তো মুখ্যত্বেন সুরোত্তম॥
ভাগদ্বয়বতী যস্মাৎ সৃজামি সকলং জগৎ।
তত্রৈকভাগঃ সম্প্রোক্তঃ সচ্চিদানন্দনামকঃ॥
মায়াপ্রকৃতিসংজ্ঞস্তু দ্বিতীয়ো ভাগ ঈরিতঃ।
সা চ মায়া পরাশক্তিঃ শক্তিমত্যহমীশ্বরী॥
চন্দ্রস্য চন্দ্রিকেবেয়ং মমাভিন্নত্বমাগতা।
সাম্যাবস্থাত্মিকা চৈষা মায়া মম সুরোত্তম॥
প্রলয়ে সর্ব্বজগতো মদভিন্নৈব তিষ্ঠতি।
প্রাণিকর্ম্মপরিপাকবশতঃ পুনরেব হি॥
রূপমেতদেবমব্যক্তং ব্যক্তভাবমুপৈতি চ।
অন্তর্মুখা তু যাবস্থা সা মায়েত্যভিধীয়তে॥

অবাচ্য বস্ত্রাদি, এই উভয়ই ঘট পদ হইতে ভিন্ন হইলেও ঘট পদের কলসরূপ অর্থ বুঝাইবার শক্তি আছে, বস্ত্রাদি বুঝাইবার শক্তি নাই। অতএব বাচ্য-বাচকের ভেদ বলায় দোষ নাই স্বীকার করিলেও ভেদাভেদ (ভেদ সহ অভেদ) স্বীকার্য্য নহে। কারণ এক বস্তুর সহিত অন্য একটী বস্তুর একই সময়ে ভেদও হইবে, অভেদও হইবে, ইহা অসম্ভব। ভট্টের অন্য যুক্তি, পদ মুখে, কিন্তু উহার অর্থ বাহিরে, এই ভেদ লোকদৃষ্ট (যেমন অগ্নি পদ বাণীতে, কিন্তু উহার অর্থ যে অগ্নি বস্তুটী তাহা চুল্লীতে.)। মাণ্ডুক্য উপনিষদের প্রমাণে ওঁকার সম্বন্ধেও পদটী বাণীতে, কিন্তু উহার অর্থ বাণীতে নাই, নিজ মহিমায় আছে, অর্থাৎ ব্যাপক ব্রহ্মেই আছে। অতএব ওঁকারে বাচ্য-বাচকের ভেদ অনুভবসিদ্ধ, কিন্তু বেদপ্রমাণ ('ওমিত্যেতদক্ষরম্ ইদং সর্ব্বং.....সর্ব্বং হি এতৎ ব্রহ্ম।' সমস্ত জগৎ অক্ষরাত্মক ওঁকারের রূপ,.....সমস্তই ব্রহ্ম, অতএব ওঁ এই অক্ষরই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বহির্মুখা তু যা মায়া তমঃশব্দেন সোচ্যতে।
বহির্মুখাৎ তমোরূপাৎ জায়তে সত্ত্বসম্ভবঃ॥
রজোগুণস্তদৈব স্যাৎ সর্গাদৌ সুরসত্তম।
গুণত্রয়াত্মকাঃ প্রোক্তা ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বরাঃ॥
রজোগুণাধিকো ব্রহ্মা বিষ্ণুসত্ত্বাধিকো ভবেৎ।
তমোগুণাধিকো রুদ্রঃ সর্ব্বকারণরূপধৃক্॥
স্থূলদেহো ভবেদ্ ব্রহ্মা লিঙ্গদেহো হরিঃ স্মৃতঃ।
রুদ্রস্তু কারণদেহস্তুরীয়স্তুহমেবহি॥
সাম্যাবস্থা তু যা প্রোক্তা সর্ব্বান্তর্য্যামিরূপিণী।
অত ঊর্দ্ধং পরং ব্রহ্ম মদ্রূপং রূপবর্জ্জিতম্॥
নির্গুণং সগুণং চেতি দ্বিধা মদ্রূপমুচ্যতে।
নির্গুণং মায়য়া হীনং সগুণং মায়য়া যুতম্॥

ব্রহ্ম,—এই শ্রুতিবলে) অভেদ। এই ভেদাভেদ পদ ও অর্থ সম্বন্ধেও খাটে। বেদান্তীর উত্তর—প্রণব ব্রহ্মের প্রতীক বলিয়াই উপাস্য, যেমন শিলারূপ শালগ্রামকে বিষ্ণুরূপে উপাসনা। অতএব প্রণব অক্ষরে ও ব্রহ্মে অভেদ বলা শ্রুতির তাৎপর্য্য নহে। তবে বিচার দৃষ্টিতে অভেদও হইতে পারে অর্থাৎ প্রণব ব্রহ্মের নাম বলিয়া অন্যান্য বস্তুর ন্যায় ব্রহ্মে কল্পিত এবং কল্পিতবস্তু অধিষ্ঠানরূপই হয়। কিন্তু ঘটাদি পদ ও তাহার অর্থ যে জড়রূপ কলসাদি, তাহাদের মধ্যে কখনই অভেদ হইতে পারে না, কারণ কলস ঘট পদের অধিষ্ঠান নহে। অতএব বাচ্য-বাচকের ভেদাভেদরূপ তাদাত্ম্য সম্বন্ধই শক্তি, ভট্টের এই মত অসমীচীন! কিন্তু পদটী শুনিবামাত্র অর্থ জ্ঞাপন করিবার যে সামর্থ্য পদে আছে, তাহাই পদের শক্তি! এই শক্তিকে ভিন্নও বলা যায় না, অভিন্নও বলা যায় না,—এইজন্য উহা অনির্ব্বচনীয়। অর্থাৎ ভেদ ও অভেদ হইতে বিলক্ষণ অনির্ব্বচনীয়রূপ তাদাত্ম্য স্বীকার্য্য।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সাহং সর্ব্বং জগৎ সৃষ্ট্বা তদন্তঃ সম্প্রবিশ্য চ।
প্রেরয়াম্যনিশং জীবং যথাকর্ম্ম যথাশ্রুতম্॥
সৃষ্টি-স্থিতিতিরোধানে প্রেরয়াম্যহমেব হি।
ব্রহ্মাণঞ্চ তথা বিষ্ণুং রুদ্রং বৈ কারণাত্মকম্॥
মদ্ভয়াদ্ বাতি পবনো ভীত্যা সূর্য্যশ্চ গচ্ছতি।
ইন্দ্রাগ্নিমৃত্যবস্তদ্বৎ সাহং সর্ব্বোত্তমা স্মৃতা॥ (দেবী ভাগবত)

অর্থাৎ,—হে সুরোত্তম, ওঁ একাক্ষর ব্রহ্ম। এই ওঁ মন্ত্রটী হ্রীঁ-ময় অর্থাৎ হ্রীঁ মন্ত্রটীও ব্রহ্মবাচক। আমার মন্ত্রের এই দুইটী মুখ্য বীজ (ওঁ হ্রীঁ)। এই দুই বীজ দ্বারা আমিই উপাস্যা হই। আমি ওঁ হ্রীঁ এই দুই ভাগদ্বয়বতী হইয়া সমগ্র জগৎ সৃষ্টি করি। সেইজন্য এক ভাগের নাম সচ্চিদানন্দ। দ্বিতীয় ভাগের নাম মায়া বা প্রকৃতি। সেই মায়া পরাশক্তি এবং আমি শক্তিমতী ঈশ্বরী। জ্যোৎস্না যেমন চন্দ্র হইতে অভিন্ন, সেইরূপ সাম্যাবস্থাত্মিকা মায়া আমা হইতে সর্ব্বদা অভিন্ন (অতএব ওঁ ব্রহ্মবীজ ও হ্রীঁ মায়াবীজ—এই দুইটী অভিন্ন এবং ইহাদের যে কোন একটীকে অবলম্বন করিয়া সগুণ ব্রহ্মরূপিণী ভগবতীর উপাসনা হয়)। সাম্যাবস্থাত্মিকা যে আমার মায়া, তাহা সর্ব্বজগতের প্রলয়কালে আমার সহিত অভিন্নভাবে অবস্থান করে। জীবের কর্ম্মবশতঃ (সঞ্চিত কর্ম্ম ফলোন্মুখ হইলে) পুনরায় ঐ অব্যক্ত রূপটী ব্যক্তভাব প্রাপ্ত হয়। মায়ার যে অন্তর্মুখ অবস্থা তাহাই মায়া নামে উক্ত হয়,(যাহা সাম্যাবস্থায় পরমেশ্বরী ভগবতীতে লীন থাকে)। মায়ার যে বহির্মুখ অবস্থা, তাহার নাম তমঃ (যাহা সৃষ্টির প্রাক্কালে অব্যক্ত হইতে ব্যক্ত দশায় আগমন করে। তাই শ্রুতিতে আছে যে সর্ব্বাগ্রে তমঃ সৃষ্টি হয়)। তমঃ হইতে সত্ত্বের সৃষ্টি এবং সত্ত্ব হইতে রজের সৃষ্টি হয়। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর ত্রিগুণাত্মক। ব্রহ্মাতে রজোগুণের, বিষ্ণুতে সত্ত্বগুণের, এবং সর্ব্বকারণ (ব্রহ্মা বিষ্ণুরও কারণ) রুদ্রে তমোগুণের আধিক্য থাকে। ব্রহ্মা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমার স্থূল দেহ, বিষ্ণু সূক্ষ্ম দেহ, রুদ্র কারণ দেহ। আর আমি তিনের অতীত (কার্য্য-কারণের অতীত) তুরীয়। আমার এই তুরীয় রূপটীই হইতেছে পূর্ব্বোক্ত সাম্যাবস্থাত্মিকা ও সর্ব্বান্তর্য্যামিনী। ইহার (তুরীয়ের) উপরেও আমার আর একটী রূপবর্জ্জিত রূপ আছে, যাহাকে বলে পরব্রহ্ম। অতএব সগুণ নির্গুণভেদে আমার দুই রূপ। নির্গুণ মায়াহীন রূপ, সগুণ মায়াযুক্ত রূপ। সেই সগুণরূপিণী আমি সমস্ত জগৎ সৃষ্টি করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক (অন্তর্য্যামিনীরূপে) সমস্ত জীবকে স্ব স্ব কর্ম্মানুসারে শ্রুতিনির্দ্দিষ্ট ফলভোগের জন্য নিরন্তর প্রবৃত্ত করিতেছি। সৃষ্টি-স্থিতি-লয় কালে আমিই ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও কারণাত্মক রুদ্রকে স্ব স্ব কার্য্যে নিযুক্ত করি। আমার ভয়ে পবন বহিতেছে, আমার ভয়ে সূর্য্য উদিত হয় ও অস্ত গমন করে, আমার ভয়ে ইন্দ্র, অগ্নি, যম প্রভৃতি স্ব স্ব কর্ম্ম সম্পাদন করে। সেই আমিই সর্ব্বোত্তমা—ইহা জানিবে।

যাহারা মাকে মায়া মাত্র বলিয়া ভ্রম করে, উপরোক্ত শাস্ত্র প্রমাণ দ্বারা তাহাদের সেই ভ্রম দূর হওয়া উচিত। এই ভ্রমটী একটী দৃষ্টি-ভ্রম মাত্র। এই দৃষ্টি-ভ্রমের স্বরূপ হইতেছে মাকে ব্রহ্মময়ী-দৃষ্টিতে না দেখিয়া মায়া-দৃষ্টিতে দেখা; কিন্তু মা বলিতেছেন—তাঁহার অতিরিক্ত মায়ার কোন সত্তা নাই। কায়ার ছায়া হয়, কিন্তু কায়া ছায়া নহে। মায়েরই মায়া—এই দৃষ্টিতে বলিতে পার মা-ই মায়া, কিন্তু মায়াই মা এ কথা বলিতে পার না। যাহারা বলে মায়াই মা, তাহারা ছায়াকে কায়া বলে। ইহা বিপরীত বুদ্ধি,—অনিত্যে নিত্য-বুদ্ধি, নিত্যে অনিত্য-বুদ্ধি, মিথ্যাতে সত্য-বুদ্ধি, সত্যে মিথ্যা-বুদ্ধি। বোধ হয় তাহারা ছায়াটিকেই দেখিতে পাইতেছে, কায়ার সন্ধান এখনও পায় নাই। সেইজন্য তাহারা ছায়াটীকে ধরিতে যায়, ছায়ার পশ্চাতে পশ্চাতে ঘুরে; কিন্তু ইহাতে তাহাদের সকল শ্রমই ব্যর্থ হয়। অতএব যিনি কায়ারূপিণী, ব্রহ্মরূপিণী, তোমার আত্মরূপিণী, একবার তাঁহার সন্ধান লও, তাঁহাকে স্পর্শ কর। তাহা হইলে জানিতে পারিবে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মায়েরই মায়া, মায়ের সত্তাধীন বলিয়া মা ভিন্ন, মায়ের অতিরিক্ত মায়া বলিয়া কোন বস্তু নাই। মাকে ব্রহ্মরূপিণী বলিয়া জান। তাহা হইলেই তোমার ভ্রম ঘুচিবে।

দেবী-ভাগবতে দেখিতে পাই, সুমেধা মুনি (ইনিই চণ্ডীর মেধস ঋষি) সুরথ রাজাকে বুঝাইতেছেন,—"সর্ব্বভূতে যে চিন্ময়ী শক্তি বিদ্যমান, তাহাই তাঁহার (দেবীর) চিন্ময়ীরূপ।" এই 'চিন্ময়ী শক্তি' অর্থে চিৎ+শক্তি (মায়া)=মায়াশবল ব্রহ্ম-স্বরূপিণী=সগুণ ব্রহ্মরূপিণী। অথবা চিৎই শক্তি, যাহাকে শাস্ত্রে চিতিশক্তি, চৈতন্যশক্তি বলা হয়, অর্থাৎ এই জগৎ প্রপঞ্চের অধিষ্ঠান শুদ্ধ চেতনই উহার সত্তা-স্ফুরণ-দাতা বলিয়া তিনিই শক্তি। তার পর ঋষি বলিতেছেন,—"পরমাত্মা কিছুই করেন না। তিনি সাক্ষী, দর্শন করেন মাত্র। জগৎ তাঁহার দৃশ্য। কার্য্যকারণরূপিণী দেবী দৃশ্য জগতের সৃষ্টিকারিণী, তাই তিনি জননী।" পূর্ব্বোক্ত অর্থানুসারে চিন্ময়ী শক্তির চিদংশই এই পরমাত্মা, কারণ শুদ্ধ চিদ্রূপে দেবী কিছুই করেন না, তিনি কেবল দ্রষ্টা। শেষোক্ত অর্থানুসারে চিৎ অর্থাৎ পরমাত্মা সহ শক্তির আদৌ কোন ভেদ নাই—যিনি চিন্ময়ীশক্তি তিনিই পরমাত্মা। যে দিক্ দিয়া দেখ, পরমার্থরূপে তিনি ব্রহ্মময়ী বটেন,—'এবং সর্ব্বগতা শক্তিঃ সা ব্রহ্মেতি বিবিচ্যতে' (দেবী, ভা)।

মা শ্রীমুখে বলিয়াছেন (ব্রহ্মার প্রশ্নের উত্তরে)—

সদৈকত্বং ন ভেদোঽস্তি সর্ব্বদেব মমাস্য চ॥
যোঽসৌ সাহমহং যোঽসৌ ভেদোঽস্তি মতিবিভ্রমাৎ॥

(দেবী, ভা)

তন্ত্র বলেন,—

সর্ব্বাদ্যা ত্বং ভবেৎ শক্তিরানন্দঘনগোচরা।
ব্রহ্মরূপচিদানন্দা পরব্রহ্মেতি কেবলম্॥

শ্রুতির কথা দ্বিতীয় অধ্যায়ে বলিব।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অতএব ব্রহ্মশক্তি না শক্তিব্রহ্ম, পাঠক নিজেই এক্ষণে ইহার উত্তর দিতে সমর্থ হইবেন। সারাংশ এই যে ব্রহ্মের শক্তি নহে, ব্রহ্মই শক্তি, দুই অভিন্ন। তবে সুমেধা মুনিই বলিতেছেন,—"তোমাকে (সুরথকে) দেবীতত্ত্ব আমার বুদ্ধি অনুযায়ী বলিলাম, কিন্তু আমিও উহার সীমা জানি না"। এই কথাই বিষ্ণুভাগবতে ব্রহ্মা নারদকে বলিতেছেন,—'আমরা ভগবৎ মায়ায় মুগ্ধ হইয়াই বলি যে জগৎ তাঁহার মায়া রচিত,—ইহা আপন আপন বুদ্ধি অনুসারে বলি মাত্র। মায়ার যথার্থ তত্ত্ব যে কি আমরাও জানি না। (২।৬।৩৭)। তাই পূজ্যপাদ শঙ্করাচার্য্যের সহিত বলিতে হয়,—

মা, তুমি "দূরধিগম-নিঃসীম মহিমা" (আনন্দ লহরী),—তোমার মহিমা অগম্য অপার অসীম।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দ্বিতীয় অধ্যায়

উপনিষদের কথা

বেদের কর্ম্মকাণ্ডে যে শক্তিব্রহ্মের বহু উল্লেখ আছে তাহা আমরা স্থানান্তরে* দেখাইয়াছি। এস্থলে বেদান্তে শক্তিতত্ত্বের আলোচনায় উপনিষদের কথা অবশ্যই আসিয়া পড়ে। কারণ বেদান্ত উপনিষদেরই নামান্তর। বেদের জ্ঞানকাণ্ডাত্মক অন্ত ভাগের নামই বেদান্ত বা উপনিষদ। গভীর রহস্যে পূর্ণ ব্রহ্মবিদ্যা উপনিষদেই রক্ষিত আছে, সেইজন্য উপনিষদকে বেদশীর্ষ বলা হয়। অতএব বর্ত্তমান আলোচনায় উপনিষদের কথা শ্রদ্ধার সহিত শ্রোতব্য।

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের প্রারম্ভেই কতকগুলি জটিল প্রশ্নের অবতারণা করা হইয়াছে,—যে সকল বিষয়ে অনুসন্ধিৎসু প্রায় সকলেরই মনে সংশয় উপস্থিত হয়। পূর্ব্বকালে ব্রহ্ম-বিচারশীল শুদ্ধচেতা ঋষিদিগের মনেও যে এই সকল প্রশ্নের উদয় হইয়াছিল, তাহা 'ওঁ ব্রহ্মবাদিনো বদন্তি' ইত্যাদি প্রথম মন্ত্রটি হইতেই জানা যায়। মন্ত্রটির অর্থ এই—

এক সময়ে ব্রহ্মানুসন্ধান-পরায়ণ ঋষিগণ একত্রিত হইয়া পরস্পরকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে ব্রহ্মবাদিগণ, আপনারা বলুন

(১) 'কিং কারণং ব্রহ্ম?' জগতের কারণ যে ব্রহ্ম, তিনি কিরূপ? অথবা জগতের কারণ কি ব্রহ্মই, না অন্য কিছু? ব্রহ্ম কারণ হইলে তিনি কি নিমিত্ত কারণ, না উপাদান কারণ, না উভয়ই? অথবা আদৌ ব্রহ্ম কারণই নহেন?

---

* 'শক্তি উপাসনা ও বেদান্ত' গ্রন্থে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(২) 'কুতঃ স্ম জাতাঃ ?' এই যে দেহেন্দ্রিয়যুক্ত জীব আমরা, আমাদের জন্ম হইল কোথা হইতে ? শাস্ত্রে দেখি জ্ঞানী জীব জন্মেও না, মরেও না (ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিৎ)।

(৩) 'জীবামঃ কেন ?' কাহার দ্বারা আমরা জীবিত আছি ?

(৪) 'ক্ব চ সম্প্রতিষ্ঠাঃ ?' মৃত্যুর পর কোথায় গিয়া আমরা থাকিব ?

(৫) 'অধিষ্ঠাতাঃ কেন সুখেতরেষু বর্ত্তামহে ?' কে আমাদিগকে সুখ-দুঃখ ভোগের নিমিত্ত নিয়মপরবশ করিয়া চালাইতেছে ?

কালঃ স্বভাবো নিয়তির্যদৃচ্ছা
ভুতানি যোনিঃ পুরুষ ইতি চিন্ত্য।
লংযোগ এষাং ন. ত্বাত্মভাবা-
দাত্মাপ্যনীশঃ সুখ-দুঃখহেতোঃ ॥২

যে কাল সর্ব্বভূতের পরিবর্ত্তন ঘটায়, সেই কালই কি যোনি অর্থাৎ জগতের কারণ ? অথবা স্বভাব অর্থাৎ বস্তুর স্বাভাবিক শক্তি (যেমন অগ্নির উষ্ণতা) জগতের কারণ ? অথবা যদৃচ্ছা অর্থাৎ আকস্মিক ঘটনা জগতেয় কারণ ? অথবা আকাশাদি পঞ্চভূত জগতের কারণ ? অথবা জীবাত্মা জগতের কারণ ? ইহাদের কোন একটী স্বতন্ত্ররূপে যদি কারণ না হয়, তবে কি ইহাদের সমষ্টিই কারণ ?

দৃষ্ট হইবে যে ঈশ্বর-নাস্তিকদের যত প্রকার মত আছে, তাহার প্রায় সবগুলিই উপরোক্ত সংশয়াত্মক প্রশ্নগুলির অন্তর্ভুত করা যাইতে পারে। ঋষিগণ যুক্তি দ্বারা বিচার পূর্ব্বক দেখিলেন যে,কাল প্রভৃতির প্রত্যেকটীকে পৃথক্‌ভাবে কারণ বলিলে প্রত্যক্ষের অপলাপ করা হয়,কারণ সর্ব্বত্রই দেখা যায় দেশ কাল প্রভৃতি মিলিত হইয়াই কোন কার্য্য ঘটায়, অসংহতভাবে কিছু করিতে পারে না। আবার ইহাদের সংযোগকেও কারণ বলা যায় না (সংযোগ এষাং ন)। সমষ্টিকে যদি কারণ বলা যায়, তবে স্বীকার করিতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হয় যে, কাহারও কার্য্যসাধনের জন্য ইহারা সংহত হইয়াছে। কারণ 'সমূহস্য পরার্থত্বাৎ',—জগতে যে সকল পদার্থ সংহত (যেমন গৃহ বা গৃহ-দ্রব্যাদি) অর্থাৎ কতকগুলি অবয়বের সম্মিলনে উৎপন্ন, তাহারা নিজেদের কোন উদ্দেশ্যে সম্মিলিত হয় নাই, কিন্তু মনুষ্যাদি চেতন জীবের উদ্দেশ্য সাধনেই উৎপন্ন হয়। বিচার করিতে করিতে পাওয়া গেল যে, একমাত্র নিরবয়ব যে আত্মা তাহারই কার্য্যার্থ অবয়বসম্পন্ন জড় বস্তুর সংঘাত হইয়া থাকে। তারপর জড় বস্তুর কার্য্যকারিতায় চেতনের প্রেরণা আবশ্যক, যেমন জড় শকটাদির পরিচালনে চেতন মনুষ্যাদির অপেক্ষা আছে। তাহা হইলে আত্মাকেই জগৎ-কারণ বলা যাইতে পারে; কিন্তু জীবাত্মাকে জগদ্ব্যাপার অর্থাৎ সৃষ্টি ইত্যাদি কার্য্যে কারণ বলা যায় না। কারণ জীবাত্মা নিজেই কর্ম্মাধীন হইয়া, অবশ হইয়া স্বীয় পাপ-পুণ্যের ফল সুখ-দুঃখ ভোগ করে। যে নিজে অস্বতন্ত্র, সে যথানিয়মে জগতের সৃষ্টি-স্থিতির কর্ত্তা হইবে কিরূপে? বিশেষতঃ জীব যদি জগতের কর্ত্তা হইত, তাহা হইলে সে এই জগৎটাকে নিজের সুখের আগার করিয়াই গড়িত,—নিজেই নিজের দুঃখ ভোগের স্থান রচনা করিত না।

এক্ষণ সেই তত্ত্বজিজ্ঞাসু ঋষিগণ দেখিলেন যে যুক্তি-তর্কের দ্বারা এ জগৎরহস্যের পার পাওয়া যায় না,—সেই মূল কারণ বস্তুটী যে কি, তাহা জানিবার পক্ষে প্রত্যক্ষ অনুমানাদি কোন প্রমাণই যথেষ্ট নহে। অথচ সত্যনিষ্ঠ ঋষিগণ মূল তত্ত্বটি না জানিয়া নিরস্ত হইবেন না। যোগশাস্ত্র বলেন,—'ধ্যানাৎ প্রত্যক্ষং',—ধ্যান দ্বারা বস্তুতত্ত্ব প্রত্যক্ষ করা যায়। উপায়ান্তর না দেখিয়া তাঁহারা সমস্ত সঙ্কল্প-বিকল্প চিত্ত হইতে দূরীভূত করিয়া ধ্যানযোগে প্রবৃত্ত হইলেন—

তে ধ্যানযোগানুগতা অপশ্যন্
দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈর্নিগূঢ়াম্।
যঃ কারণানি নিখিলানি তানি
কালাত্মযুক্তান্যধিতিষ্ঠত্যেকঃ॥ ৩

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁহারা ধ্যানযোগ অবলম্বন করিয়া, সমাধিস্থ হইয়া, দেখিলেন যে জগতের একমাত্র মূল কারণ হইতেছে একটী মহাশক্তি, যাঁহার নাম দিলেন তাঁহারা 'দেবাত্মশক্তি'। তবে সেই শক্তিকে দেখা যায় না কেন? দেখা না যাইবার কারণ এই যে সেই শক্তি 'স্বগুণৈর্নিগূঢ়া',—নিজ গুণ দ্বারা আবৃত। ভাষ্যকার এই কথা দুইটীর যে পাঁচ প্রকার অর্থ করিয়াছেন, তাহার সংক্ষিপ্ত সার এই—

(১) স্বপ্রকাশ মায়াধীশ পরমাত্মার আত্মভূতা অধীনা (সাংখ্যের পৃথক-ভূতা স্বতন্ত্রা প্রকৃতি নহে) মায়াকে কারণরূপে সেই ঋষিরা দর্শন করিয়াছিলেন। মায়া সত্ত্ব রজ তম স্বকীয় এই তিন গুণ, এবং পঞ্চভূতাদি স্বীয় কার্য্য দ্বারা আবৃতা, অর্থাৎ গুণাদি আবরণ হেতু তাহাকে কারণরূপে ধরা যায় না। এই মায়া যাঁহার শক্তি, তিনিই—সেই মায়া-উপহিত দেবই—পূর্ব্বোক্ত কাল স্বভাব ইত্যাদি বিবিধ কারণের (যঃ কারণানি ইত্যাদি) অধিষ্ঠাতা অর্থাৎ পরিচালক, প্রেরক। অতএব মূল কারণ হইল মায়া, কাল স্বভাবাদি অবান্তর কারণ। প্রমাণ এই শ্বেতাশ্বতর উপনিষদেই আছে, যথা,—'মায়ান্তু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ মায়িনন্তু মহেশ্বরম্' (৪।১০), অর্থাৎ মায়াকে প্রকৃতি (=জগৎকারণ) বলিয়া, এবং মায়ীকে (মায়া-উপহিত চেতনকে) মহেশ্বর বলিয়া জান। গীতাতেও আছে, 'ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্' ইত্যাদি।

(২) প্রকাশময় আত্মারূপেই বা ঈশ্বররূপেই অবস্থিতা শক্তিকে ঋষিরা কারণ বলিয়া জানিলেন। এই শক্তি স্বভাবাদি অর্থাৎ বস্তুর স্বাভাবিক শক্তি ইত্যাদি নহে, কিন্তু মায়া বা অজ্ঞানরূপ এই শক্তি ঈশ্বরীয় সর্ব্বজ্ঞত্বাদি সত্ত্বধর্ম্ম দ্বারা আবৃত এবং সেইজন্য পূর্ণ আনন্দ স্বরূপ অদ্বিতীয় ব্রহ্মরূপে তাহার উপলব্ধি হয় না। প্রমাণ এই উপনিষদের,—'স্বভাবমেকে কবয়ো বদন্তি, কালং তথান্যে পরিমুহ্যমানাঃ' (৬।১) অর্থাৎ কেহ কেহ পূর্ব্বোক্ত কাল, স্বভাব ইত্যাদিকে কারণ বলে। তাহারা অবিবেকী, বিষয়াসক্ত-চিত্ত, তাহারা যথাযথ তত্ত্ব জানে না। প্রকৃত কথা এই যে, সেই জগৎকারণ হইতেছে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্রহ্মেরই মহিমা বা প্রভাব-শক্তি। 'অস্মান্ মায়ী সৃজতে বিশ্বমেতৎ' (৪।৯) ইত্যাদি, অর্থাৎ সেই অক্ষর ব্রহ্ম হইতে মায়ী (মায়াযুক্ত ব্রহ্ম= ঈশ্বর) সৃষ্টি-কার্য্য করেন।

(৩) দেবের অর্থাৎ ব্রহ্মের আত্মভূতা, সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের হেতুভূতা যে শক্তি ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিবাত্মিকা, সেই শক্তিকে ঋষিরা কারণরূপে দর্শন করিয়াছিলেন (অতএব ব্রহ্মা ইত্যাদি ব্রহ্মের শক্তিরূপ)। এই যে ব্রহ্ম-শক্তিরূপ ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব, ইহারা ব্রহ্ম সহ তত্ত্বতঃ এক হইয়াও উপাধিভেদে ভিন্ন ভিন্ন রূপে দৃষ্ট হন, অর্থাৎ ইহারা সত্ত্বাদি গুণ সম্বন্ধ বশতঃ এক অদ্বিতীয় পূর্ণ আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মরূপে উপলব্ধ হন না। প্রমাণ এই উপনিষদের—'য একো জালবান্ ঈশতে ঈশনীভিঃ সর্ব্বান্ লোকান্ ঈশতে ঈশনীভিঃ' (৩।১) অর্থাৎ সেই মায়াবী (মায়োপাধিযুক্ত ব্রহ্ম) এক হইয়াও স্বীয় ঐশী পরাশক্তি দ্বারা শাসন করেন, নিয়মিতরূপে জগৎ পরিচালিত করেন। পরাশক্তি বলায় পরমাত্মারই শক্তি বুঝিতে হইবে, অন্য কাহারও নহে।

(৪) দেব, আত্মা ও শক্তি, অর্থাৎ ঈশ্বর, পুরুষ ও প্রকৃতি যে ব্রহ্মের অবস্থা-ভেদ, প্রকার-ভেদ, সেই ব্রহ্মের স্বরূপভূতা অতএব ব্রহ্মরূপেই অবস্থিতা পরাৎপরতরা শক্তিকে ঋষিরা কারণরূপে জানিতে পারিয়াছিলেন। ঐ প্রকৃতি-পুরুষ-ঈশ্বর নিজ গুণ দ্বারা আবৃত হওয়ায় ব্রহ্ম, সুতরাং ব্রহ্মরূপে অবস্থিতা শক্তি স্বরূপতঃ অনুপলব্ধ, কেবল ঐ গুণ দ্বারাই উপলব্ধ হন। প্রমাণ এই উপনিষদের—'ভোক্তা ভোগ্যং প্রেরিতারঞ্চ মত্বা, সর্ব্বং প্রোক্তং ত্রিবিধং ব্রহ্মেমতৎ' (১।১২), অর্থাৎ ভোক্তা (পুরুষ), ভোগ্য (প্রকৃতি), প্রেরিতা (ঈশ্বর)—এই তিনকে ব্রহ্মরূপে অতএব ব্রহ্মশক্তিরূপে জানিতে হইবে। এখানে স্পষ্টরূপেই বলা হইল যে, যে-ব্রহ্মশক্তিকে ঋষিরা কারণরূপে দর্শন করিয়াছিলেন, তাহা প্রকৃতি-পুরুষ-ঈশ্বর হইতেও পরতরা অর্থাৎ সেই শক্তি পরাৎপরতরা, কারণ ব্রহ্মশক্তিই ঐ তিনের প্রকৃত স্বরূপ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(৫) প্রকাশ-স্বরূপ ব্রহ্মের লয়কারিণী শক্তিকে, অর্থাৎ তদনুরূপ সামর্থ্যকে ঋষিরা কারণরূপে দর্শন করিয়াছিলেন। পরমাত্মার স্বগুণসমূহ অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞত্ব সর্ব্বঈশিতৃত্ব ইত্যাদি, ব্যষ্টিভূত গুণসকল দ্বারা তিনি আবৃত থাকায় শুদ্ধস্বরূপে, শুদ্ধ ব্রহ্মরূপে সেই শক্তি অনুপলব্ধ। অর্থাৎ ব্রহ্মশক্তি একমাত্র শ্রুতি-প্রমাণ-গম্য, অন্য কোন রূপে তাহাকে জানা যায় না। প্রমাণ এই উপনিষদের—'পরাস্য শক্তিঃ বিবিধৈব শ্রূয়তে, স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ' (৬।৮), অর্থাৎ পরমাত্মার শক্তির কথা ('শ্রূয়তে') বেদে শুনা যায় মাত্র, যেমন তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ সর্ববিষয়িণী অপ্রতিহত জ্ঞানশক্তি (জ্ঞানক্রিয়া), এবং কেবল সান্নিধ্যমাত্রে সৃষ্ট্যাদি সর্বকার্য্যকারিণী শক্তি (বল-ক্রিয়া)।

ভাষ্যকার বলিয়াছেন, যতগুলি অর্থভেদ করা হইল, তাহাদের প্রত্যেকটীর প্রমাণ এই উপনিষদ মধ্যেই সন্নিবিষ্ট থাকায় একটী ব্যাখ্যাও শ্রুতিবিরুদ্ধ হইতে পারে না, সুতরাং ব্যাখ্যাগুলি তাঁহার কপোল-কল্পিত নহে। তাহা হইলে স্পষ্ট বুঝা যায়, একদিকে শ্রুতি স্বয়ংই যেন শক্তি-তত্ত্বের দুর্জ্ঞেয়ত্ব জানাইতেছেন, অন্যদিকে কথিত পক্ষ কয়েকটী উপনিষৎ-সম্মত বলিয়া বেদান্ত-সম্মতও স্বীকার করিতে হইবে। কারণ উপনিষদেরই অপর নাম বেদান্ত। সেইজন্য আমরা সুস্পষ্ট দেখিতে পাই যে, যে কয়েক দিক্ দিয়া তত্ত্বটি ব্যাখ্যা করা হইল, তাহার প্রত্যেকটীর মধ্যেই একটী জাজ্বল্যমান বেদান্ত-সম্মত সত্য প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাহা এই যে, ব্রহ্ম এবং ব্রহ্মশক্তি একই, অর্থাৎ ব্রহ্মশক্তি ব্রহ্মই। পরে যোগবাশিষ্ঠের কথায় আমরা এই তত্ত্বের প্রতিধ্বনি পাইব।

কেনোপনিষদ্

কেনোপনিষদে আছে যে একদা দেবগণ অসুর-যুদ্ধে জয়ী হইয়া ভাবিলেন এই বিজয় তাঁহাদেরই শক্তিসঞ্জাত। ভ্রান্তি দূর করিবার জন্য ব্রহ্ম আসিলেন। দেবতারা ব্রহ্মকে চিনিতে পারিলেন না,—বলিলেন এ 'যক্ষ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(বিস্ময়োদ্দীপক ও পূজাস্পদ বস্তুবিশেষ) কে ? প্রথমে অগ্নি, তৎপর বায়ু তথ্য জানিতে অগ্রসর হইলেন। যক্ষ কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া আত্মপরিচয় দিতে গিয়া অগ্নি বলিলেন,—'আমি জগৎ দগ্ধ করিতে পারি', বায়ু বলিলেন,—'আমি জগৎ উড়াইয়া দিতে পারি।' যক্ষরূপী ব্রহ্ম তাঁহাদের নিকট একটা তৃণ রাখিলেন। কিন্তু কেহই তৃণটীকে দগ্ধ বা চালিত করিতে সমর্থ হইলেন না। তাঁহারা লজ্জিত হইয়া ফিরিলেন। তখন স্বয়ং সুরপতি ইন্দ্র আসিলেন, কিন্তু যক্ষ তখন অন্তর্হিত। ইন্দ্র ধ্যানস্থ হইলেন। সুদীর্ঘ সমাধির পর তিনি দেখিলেন অন্তর্হিত ব্রহ্মের স্থান এক পরম শোভাসম্পন্না স্ত্রী অধিকার করিয়া আছেন,—

স তস্মিন্নেবাকাশে স্ত্রিয়মাজগাম বহুশোভমানাং উমাং হৈমবতীম্,—সেই আকাশেই এক নারীমূর্ত্তি হৈমবতী উমারূপে আবির্ভূত হইয়াছেন। ইন্দ্র জিজ্ঞাসু হইয়া তাঁহার নিকট আসিলেন। উমা ইন্দ্রকে কৃপা করিয়া ব্রহ্ম-পরিচয় অর্থাৎ আত্মপরিচয়* দানপূর্ব্বক দেবগণের ভ্রান্তি দূর করিলেন। ইন্দ্র বুঝিলেন ব্রহ্মশক্তি দ্বারাই তাঁহারা বিজয় লাভ করিয়াছেন। এই হৈমবতী উমা সম্বন্ধে ভগবান ভাষ্যকার বলিয়াছেন—

'হৈমবতীং হেমকৃতাভরণবতীং বহুশোভমানাম্ ইত্যর্থঃ। অথবা উমৈব হিমবতো দুহিতা নিত্যমেব সর্ব্বজ্ঞেন ঈশ্বরেণ সহ বর্ত্ততে।'

অর্থাৎ—হৈমবতী অর্থে হেমাভরণভূষিতা, অথবা হিমালয়-কন্যা, যিনি সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরের সহিত নিত্য সংযুক্তা, তিনিই এই উমা (উ+ম+অ, স্ত্রী আ= উমা=ওঁ=ব্রহ্মবিদ্যা বা ব্রহ্মস্বরূপিণী)।

প্রসঙ্গান্তরে সায়নাচার্য্য লিখিয়াছেন—

'হিমবৎ পুত্রা গৌর্য্যা ব্রহ্মবিদ্যাভিমানিরূপত্বাদ্ গৌরীবাচকউমাশব্দ-ব্রহ্মবিদ্যামুপলক্ষয়তি।'

---

* উমাই যে সেই অন্তর্হিত ব্রহ্ম তাহা 'শক্তি উপাসনা ও বেদান্ত' ('শক্তিব্রহ্মের নারী-রূপ কেন ? অধ্যায়) গ্রন্থে প্রদর্শিত হইয়াছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অর্থাৎ হিমালয়-দুহিতা গৌরীর রূপ ব্রহ্মবিদ্যাভিমানী, সেই জন্য গৌরী-বাচক উমা শব্দে ব্রহ্মবিদ্যা লক্ষিত।

অন্যান্য উপনিষদ্

আচার্য্য শঙ্কর যে দশখানি উপনিষদের ভাষ্য করিয়াছেন, সামবেদীয় কেনোপনিষদ্ এবং কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদীয় শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ তাহাদের অন্তর্গত। কেনোপনিষদে আমরা যে রূপে উমা হৈমবতীর দর্শন পাই, অন্য নয়টী উপনিষদে সেই রূপে তাঁহার দর্শন পাই না বটে, কিন্তু হাঁড়ির একটা ভাত টিপিলেই যেমন সব ভাতের মর্ম্ম বুঝা যায়, অবশিষ্ট উপনিষদগুলি সম্বন্ধেও সেইরূপ বুঝিতে হইবে। কারণ সে গুলিতে 'কেন'র বিরুদ্ধ কথা কিছুই নাই, বরং শক্তির প্রকৃতি, অবিদ্যা, মায়া রূপটির বহু উল্লেখ আছে। এবং শক্তির ব্রহ্মবিদ্যা রূপটীর মহিমাও পুনঃপুনঃ ঘোষিত হইয়াছে,—তবে তত্ত্বরূপে, বিগ্রহরূপে নহে। 'কেন'তে এই তত্ত্বই বিগ্রহধারিণী উমা, তাহা পাঠক শঙ্করভাষ্যে দেখিয়াছেন।

ইহা ভিন্ন ১০৮ খানি উপনিষদের অন্তর্গত আরও অনেকগুলি ঋগ্বেদীয় ও অন্যান্য বেদীয় উপনিষদে শক্তিব্রহ্মের স্বরূপ সম্বন্ধে, বা পরতত্ত্বরূপে শক্তি-ব্রহ্মের উপাস্যত্ব সম্বন্ধে উপদেশ আছে। ইহাদের মধ্যে কয়েকটী উপনিষদের, বিশেষতঃ 'তাপনী'গুলির প্রাচীনত্বে যে সংশয় আছে তাহা স্বীকার্য্য হইলেও উহাদের প্রামাণিকতা ও বেদমূলকত্ব সম্বন্ধে কোন সংশয় পোষণ করা উচিত মনে করি না। ষোল আনা বেদপন্থী আচার্য্য শঙ্করও ঐ জাতীয় নৃসিংহতাপনী উপনিষদ্ হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন। সংশয়ের একটী হেতু এই যে উহাদের কতকগুলি সাম্প্রদায়িক উপনিষৎ এবং 'গোপালতাপনীয়', 'কালিকা', 'রুদ্রহৃদয়', নৃসিংহতাপনী' ইত্যাদি নাম হইতেই সাম্প্রদায়িকতা সুস্পষ্ট বলিয়া মনে করা হয়। কিন্তু যাঁহারা এই উপনিষদগুলি পড়িবেন তাঁহারা দেখিবেন যে উহারা নামে সাম্প্রদায়িক হইলেও একেবারেই সাম্প্রদায়িকতা দোষশূন্য। ইহাদের মধ্যে কোন একখানি পাঠ মাত্রই পাঠকের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নে এই দুইটী বিষয় জাগ্রত হইবে,—

(১) উপনিষৎখানি যে নামেই প্রচলিত থাকুক, উহা বর্ণনা ও উপদেশ দ্বারা একমাত্র ব্রহ্মবস্তুকেই লক্ষ্য করিতেছে। পুরাণগুলিও যে এই পথেরই অনুগামী তাহা সত্য। কারণ বিষ্ণুপুরাণ, শিবপুরাণ, দেবীপুরাণ ইত্যাদি যে নামীয় পুরাণই হউক, উহার মূল উদ্দেশ্য একমাত্র কারণ ব্রহ্মের উপাসনা—ইহা এই গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে আলোচনা করিয়া আসিয়াছি।

(২) যে নামীয় উপনিষদ্‌ই হউক উহাতে প্রধানতঃ শ্রুতিসিদ্ধ জীবব্রহ্ম-ঐক্যরূপ অদ্বৈত জ্ঞানের, এবং সঙ্গে সঙ্গে শিব, বিষ্ণু, কালী, দুর্গা, রাম প্রভৃতি দেবতাসকলের সম্পূর্ণ ঐক্য নির্দ্দেশ পরিস্ফুটভাবে প্রদত্ত হইয়াছে। এই বিষয়ে সাম্প্রদায়িক পুরাণগুলির নির্দ্দেশ যে তত পরিস্ফুট নহে এবং পরিস্ফুট নহে বলিয়াই যে সাম্প্রদায়িক কলহ যথেষ্ট অবসর প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কারণ পুরাণগুলিতে দেবতাদের মধ্যে উত্তমতা-অধমতারূপ তারতম্যের কথা বহুল পরিমাণে আছে। অবশ্য এই তারতম্য যে প্রকৃতপক্ষে কোন পুরাণেরই তাৎপর্য্য নহে, কিন্তু উপাসককে নিজ উপাস্য দেবতায় দৃঢ়নিষ্ঠ করাই যে তাৎপর্য্য ইহাও প্রথম অধ্যায়ে দেখাইয়াছি। পক্ষান্তরে, আলোচ্য উপনিষদ্‌গুলিতে ঐক্যভাবই কেবল লক্ষ্য নহে, কিন্তু অবধারিত সত্য বলিয়া সুস্পষ্টরূপে প্রচারিত—ইহা পাঠমাত্র চিত্তে জাগ্রত হয়। কয়েকটী দৃষ্টান্ত দিতেছি—

নৃসিংহতাপনীয় (পূর্ব্ব)—যো বৈ নৃসিংহদেবো ভগবান্ যশ্চ ব্রহ্মা তস্মৈ বৈ নমো নমঃ। যো বৈ নৃসিংহদেবো ভগবান্ যশ্চ মহেশ্বরঃ তস্মৈ বৈ নমো নমঃ। যো বৈ নৃসিংহদেবো ভগবান্ যা চ সরস্বতী তস্মৈ বৈ নমো নমঃ ইত্যাদি। অর্থাৎ যিনি ভগবান নৃসিংহদেব, তিনিই ব্রহ্মা, মহেশ্বর (শিব) দেবী সরস্বতী ইত্যাদি।

শ্রীরামতাপনীয় (উত্তর)—যো বৈ শ্রীরামচন্দ্রঃ স ভগবান্ যো ব্রহ্মা বিষ্ণুরীশ্বরঃ। যো বৈ শ্রীরামচন্দ্রঃ স ভগবান্ যা সরস্বতী। যো বৈ শ্রীরাম-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চন্দ্রঃ স ভগবান্ যা গৌরী, ইত্যাদি।

রুদ্রহৃদয়—উমাশঙ্করয়োর্যোগঃ স যোগো বিষ্ণুরুচ্যতে,—উমা ও শঙ্করের যোগই বিষ্ণু বলিয়া অভিহিত। রুদ্রো বিষ্ণুরুমা লক্ষ্মীঃ,—রুদ্রই বিষ্ণু, উমাই লক্ষ্মী ইত্যাদি।

অথর্ব্বশির—যো বৈ রুদ্র স ভগবান্ যশ্চ বিষ্ণুঃ—যিনি ভগবান্ রুদ্র তিনিই বিষ্ণু, ইত্যাদি।

দেবী—এই উপনিষদে ঋগ্বেদীয় বাক্‌সূক্তের (দেবীসূক্তের) কতকাংশ পঠিত হইয়াছে। তদ্দ্বারা যে দেবীর সর্ব্বাত্মকত্ব বোধিত হয় তাহা উক্ত সূক্তটি পড়িলেই বুঝা যাইবে।

সাম্প্রদায়িক ভাব দূরীকরণ পক্ষে এই উপনিষদ্‌গুলি পরম সহায়। এই দৃষ্টিতে দেখিলে ইহাদের উপদেশ অমূল্য। অতএব পুরাণপাঠীর এই উপনিষদ্‌গুলি পাঠ করা উচিত।

যাহা হউক, এক্ষণ আমাদের বক্তব্যের অনুসরণ করিতেছি। এই সকল উপনিষদের বহু স্থানে শক্তিব্রহ্মের উল্লেখ দেখিতে পাই। উহাদের কয়েকখানি হইতে সংক্ষিপ্ততার অনুরোধে যৎকিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি।

কৌষিতকী উপনিষৎ (ঋগ্বেদীয়)—'শিব নঃ শংতমা ভবসু মূড়ীকা সরস্বতী,'—শিবা সরস্বতী আমাদের মঙ্গলময়ী ও আনন্দদায়িনী হউন। সরস্বতী=ব্রহ্মরূপিণী।

ব্রহ্মা ব্রহ্মলোকগত উপাসককে জিজ্ঞাসা করেন,—'তুমি আমার স্ত্রীলিঙ্গ নামগুলি কি প্রকারে জানিতে পার?' যেমন ব্রহ্মার, তেমনি ব্রহ্মেরও যে স্ত্রী-নাম আছে, তাহা বুঝা যাইতেছে।

কালিকা উপনিষৎ—'অথ হৈনাং ব্রহ্মরন্ধ্রে ব্রহ্মস্বরূপিণীমাপ্নোতি সুভগাম্',—ব্রহ্মস্বরূপিণী নিখিল সৌন্দর্য্যের আধারভূতা কালিকা দেবীকে সহস্রারে ধ্যানযোগে লাভ করা যায়। তিনি 'নীলতোয়দমধ্যস্থাং তড়িল্লেখব ভাস্বরাম্' ইত্যাদি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গোপাল পূর্ব্বতাপনীয় উপনিষৎ—'স্বাহাশ্রিতো জগদ্যোনিঃ সুরেতরঃ',—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মায়াশক্তিকে আশ্রয় করিয়া শক্তিমান হন ও জগৎ সৃষ্টি করেন।

রুদ্রহৃদয় উপনিষৎ—'বামপার্শ্বে উমাদেবী',—রুদ্রের বামপার্শ্বে উমাদেবী বিরাজমানা। 'পুংলিঙ্গং সর্ব্বমীশানং স্ত্রীলিঙ্গং ভগবত্যুমা',—বিশ্বমধ্যে পুংরূপ সমস্তই ঈশান, এবং স্ত্রীরূপ সমস্তই উমা। 'উমারুদ্রাত্মিকা সর্ব্বাঃ প্রজাঃ স্থাবরজঙ্গমাঃ',—স্থাবরজঙ্গম নিখিল জীবজগৎ উমা ও রুদ্রাত্মক।

দেবী উপনিষৎ (অথর্ব্ববেদীয়)—'তামগ্নিবর্ণাং তপসা জ্বলন্তীং বৈরোচনীং কর্ম্মফলেষু জুষ্টাম্। দুর্গাং দেবীং শরণমহং প্রপদ্যে সুতরাং নাশয়তে তমঃ॥'—অজ্ঞানান্ধকার নাশে জ্ঞানাগ্নিস্বরূপা, সংকল্পমাত্রে স্বপ্রকাশ রূপা, নানারূপে বিরাজমানা, জীবের কর্ম্মোচিত ফলদান ব্যাপারে ভক্তগণ-সেবিতা, সম্যক্‌রূপে অবিদ্যানাশিনী দুর্গাদেবীর আমরা (দেবগণ) শরণ গ্রহণ করিলাম।

ভস্মজাবাল উপনিষৎ (কৈলাস শিখরে সমাসীন পরমাত্মরূপী শিবের একটী দীর্ঘ মনোরম বর্ণনায় আছে) মহাদেব 'উমার্দ্ধকৃতশেখরং' ইত্যাদি,—জ্ঞানশক্তিরূপিণী উমাদেবী শিবের মস্তক হইতে সমস্ত দেহার্দ্ধ ব্যাপিয়া আছেন বলিয়া তিনি অর্দ্ধনারীশ্বর রূপে শোভা পাইতেছেন। 'সদাশিবঃ সাম্বঃ সদাশিবসাম্বঃ' ইত্যাদি,—জগজ্জননী উমাদেবী সহ সংযুক্ত সদাশিব। শিব উপদেশ দিতেছেন,—সাম্বং মামেব'—উমাসহিত আমাকেই উপাসনা করিবে।

মণ্ডলব্রাহ্মণ উপনিষৎ—'শীর্ষান্তর্গতমণ্ডলমধ্যগং পঞ্চবক্ত্রং উমা-সহায়ং নীলকণ্ঠং প্রশান্তং অন্তর্লক্ষ্যং'—মস্তকস্থ সহস্রদলকমলে অবস্থিত উমা সহিত পঞ্চানন নীলকণ্ঠ প্রশান্ত শিব অন্তর্লক্ষ্য।

রামরহস্য উপনিষৎ—'রামাভিরামাং সৌন্দর্য্যসীমাং সোমাবতংসিকাম্। পাশাঙ্কুশধরাং ধ্যায়েৎ ত্রিলোচনাম্॥' যিনি রামের মত প্রিয়-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দর্শনা, সৌন্দর্য্যের সীমা, চন্দ্রভূষিতা, সেই পাশাঙ্কুশধারিণী ত্রিলোচনা দেবীকে ধ্যান করিবে।

নৃসিংহতাপনীয় উপনিষৎ (অথর্ব্ববেদীয়) **পূর্ব্ব**—'মায়া বা এষা নারসিংহী সর্ব্বমিদং সৃজতি, সর্ব্বমিদং রক্ষতি, সর্ব্বমিদং সংহরতি',—এই নারসিংহী মায়াই সমস্ত জগৎ সৃজন, পালন, সংহার করেন। 'য এতাং মায়াং শক্তিং বেদ সঃ পাপ্মানং তরতি, স মৃত্যুং তরতি, সঃ সংসারং তরতি, সোঽমৃতত্ত্বং চ গচ্ছতি।.....তাং বিদ্যাং ব্রহ্মযোনিং স্বরূপামিহায়ুষে শরণং প্রপদ্যে',—যিনি এই শক্তির উপসনা করেন তিনি পাপমুক্ত, মৃত্যুঞ্জয়, এবং সংসার হইতে উত্তীর্ণ হন, তিনি মোক্ষ লাভ করেন।.....মাহেশ্বরী শক্তি বিদ্যা ও ব্রহ্মপ্রাপ্তির হেতুভূতা, সেইজন্য আয়ুলাভের নিমিত্ত তাঁহার শরণ লইতেছি। 'তন্নো মহালক্ষ্মীঃ প্রচোদয়াৎ'—সেই ব্রহ্মরূপা মহালক্ষ্মী আমাদিগকে প্রেরিত করুন।

ঐ, উত্তর—অন্ত্য চতুর্থ্যর্ধমাত্রা সোমালোক ওঁকার.....ভাস্বতী স্মৃতা.....',—প্রণবের অন্তে যে চতুর্থ মাত্রাকে অর্দ্ধমাত্রা বলা হয় তাহা ব্রহ্মবিদ্যা উমা সহ মহেশ্বর-লোক (সোমলোক=স+উমা+লোক), ওঁকারস্বরূপ.....জ্যোতির্ম্ময়ী মাত্রা বলিয়া প্রসিদ্ধা।

ত্রিপুরা উপনিষৎ—'একা স (=সা) আসীৎ প্রথমা' একমাত্র ত্রিজগৎপূজ্যা ত্রিপুরা দেবী সৃষ্টির প্রথমে বিদ্যমান ছিলেন। 'ইমাং বিজ্ঞায় সুধয়া.....'—ইঁহাকে জানিলে অমৃতের দ্বারা...ইনি বিশ্বমাতা আদিশক্তি।

ত্রিপুরাতাপনী উপনিষৎ—পূর্ব্বাং কামাখ্যাং তুরীয়রূপাং তুরীয়াতীতাং.....পরাং বিদ্যাং স্পষ্টীকৃত্বা হৃদয়ে নিধায়.....',—এই দেবী (ত্রিপুরাসুন্দরী, শ্রীবিদ্যা) সকলের আদিভূতা, কামাখ্যা নামে খ্যাতা, ইনি তুরীয়া, চৈতন্যস্বরূপিণী, এবং তুরীয়েরও অতীতা।.... এই বিদ্যারূপিণী পরাৎপরাকে নিশ্চয়রূপে (সংশয়রহিত হইয়া) হৃদয়ে ধারণ কর.....।

বৃহৎজাবাল উপনিষৎ—'শিবশ্চোর্দ্ধময়ঃ শক্তিরূর্দ্ধ শক্তিময়ঃ শিবঃ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তদিথং শিবশক্তিভ্যাং নাব্যাপ্তমিহ কিঞ্চন॥' শিব অর্থাৎ প্রকাশস্বরূপ পরমাত্মা শক্তি সহ অভিন্ন, অর্থাৎ শিবই শক্তিরূপে প্রকটিত হন, এবং শক্তিও শিবাত্মিকা। জগতে এমন কিছুই নাই যাহা শিবশক্তি দ্বারা ব্যাপ্ত নহে। অতএব শিব যেমন শক্তিরূপী, শক্তিও তেমনি শিবরূপিণী অর্থাৎ চিন্ময়ী।

এতদ্ভিন্ন শ্রীরামতাপনীয় ইত্যাদি অন্যান্য উপনিষদেও কোথাও স্পষ্টরূপে কোথাও ইঙ্গিতে চিন্ময়ী মহাশক্তির স্বরূপ ও উপাসনা উপদিষ্ট হইয়াছে। বাহুল্যভয়ে প্রমাণোদ্ধার করিলাম না।

অতএব ব্রহ্ম ও ব্রহ্মশক্তির অভিন্নত্ব প্রসিদ্ধ একশত আটখানি উপনিষদের অনেকগুলির উপদেশ হইতেই উত্তমরূপে প্রতীয়মান হয়।

'তদাত্মরূপং চিৎ সংবিৎ পরব্রহ্মৈকনামকম্' পূর্বোদ্ধৃত (১ম অধ্যায়ে) মায়ের এই নিজোক্তির, অর্থাৎ আত্মরূপে তিনি যে শুদ্ধ চিন্ময়ী ইহার প্রতিধ্বনি উপনিষদে পাওয়া গেল।

—:*:—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তৃতীয় অধ্যায়

গীতার কথা

গীতায় সাক্ষাৎ ভাবে বা স্বতন্ত্র ভাবে শক্তিতত্ত্বের উল্লেখ না থাকিলেও শক্তির মায়া দিকটা পুনঃ পুনঃ আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আবার গীতার উপদিষ্ট প্রকৃতি-পুরুষ তত্ত্বের মধ্যে শক্তির অন্যান্য সূক্ষ্মতর রূপেরও গূঢ় নির্দ্দেশ আছে,—না থাকিয়া পারে না, কারণ ব্রহ্মতত্ত্ব, জগৎতত্ত্ব, ঈশ্বরতত্ত্ব বা জীবতত্ত্ব সম্বন্ধে দার্শনিক দৃষ্টি লইয়া কোন কথা বলিতে গেলে শক্তিতত্ত্বকে বাদ দিয়া চলে না। এই সকল তত্ত্ব পরস্পর অবিচ্ছেদ্য ভাবে সম্বদ্ধ, আর এই সকল তত্ত্ব কথা ত গীতারই কথা। কিন্তু গীতার কথা অতি সংক্ষিপ্ত ও গূঢ় বলিয়া উহার রহস্য ভাষ্য-টীকাদির সাহায্যে বোদ্ধব্য, নতুবা বুঝা কঠিন। গীতার নিম্নোদ্ধৃত কয়েটী শ্লোক হইতে পাঠক ইহার সুস্পষ্ট পরিচয় পাইবেন।

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনোবুদ্ধিরেব চ।
অহংকার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা॥ ৭।৪

শ্রীভগবান বলিতেছেন,—ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ এবং মন, বুদ্ধি, অহংকার এই অষ্টরূপে বিভক্ত আমার এক প্রকার প্রকৃতি। প্রকৃতি অর্থে কারণ উপাদান। স্থূলভূত কারণ উপাদান হইতে পারে না, উহারা কার্য্য অর্থাৎ কেবল বিকৃতি। সেই জন্য আচার্য্যপাদ শঙ্কর বলেন ভূমি ইত্যাদি পাঁচটী ভূত এস্থলে স্থূলভূত নহে, কিন্তু সূক্ষ্ম পঞ্চ তন্মাত্রা। সাংখ্য মতে প্রকৃতি=অবিকৃতি অর্থাৎ কাহারও বিকৃতি নহে, কোন কিছুর পরিণাম নহে। এই মূলা প্রকৃতির বিকৃতি মহত্তত্ত্ব। মহত্তত্ত্বের বিকার অহংকার, অহংকারের বিকার মনসহ দশ ইন্দ্রিয় এবং পঞ্চ তন্মাত্র (=তৎ মাত্র অর্থাৎ যাহা মিশ্র নহে)। ইহার মধ্যে মহত্তত্ত্ব, অহংকার ও পঞ্চ তন্মাত্রা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই সাতটী প্রকৃতি-বিকৃতি, অর্থাৎ ইহারা কাহারও কারণ, কাহারও কার্য্য। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, মন, পঞ্চ স্থূলভূত (যাহারা পঞ্চ তন্মাত্র হইতে উৎপন্ন) এই ষোলটী কেবল বিকৃতি, কাহারও কারণ নহে। বেদান্ত মত ইহা হইতে কোন কোন অংশে ভিন্ন। যথা,—তন্মাত্র অর্থাৎ সূক্ষ্ম পঞ্চভূত হইতেই ইন্দ্রিয় সকল ও অন্তঃকরণের উৎপত্তি। আকাশ-বায়ু অগ্নি-জল-পৃথিবীর সত্ত্বাংশ হইতে ক্রমান্বয়ে কর্ণ-ত্বক্-চক্ষু-রসনা-নাসিকা এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের উৎপত্তি। আকাশাদির রজ অংশ হইতে যথাক্রমে বাক্-পাণি-পাদ-উপস্থ-পায়ু এই পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়ের উৎপত্তি। উক্ত পঞ্চভূতের সমষ্টি সত্ত্বাংশ হইতে অন্তঃকরণের (মন-বুদ্ধি-চিত্ত-অহংকার) এবং সমষ্টি রজ অংশ হইতে প্রাণের (প্রাণ-অপান-সমান-উদান-ব্যান) উৎপত্তি।

ভাষ্যকার (টীকাকার শ্রীধরও) শ্লোকোক্ত মন-বুদ্ধি-অহংকারের যথাক্রমে অহংকার মহত্তত্ত্ব ও অব্যক্ত বা অবিদ্যা অর্থ করিয়াছেন এবং এই তিনটী সহ পঞ্চতন্মাত্রাকে অষ্ট প্রকৃতি বলিয়াছেন। বস্তুতঃ গীতারই অন্যত্র ঐ তিনটীকে লক্ষ্য করিয়া 'অহংকারোবুদ্ধিরব্যক্তমেবচ' (১৩।৪ শ্লোক) বলা হইয়াছে। অব্যক্ত অর্থে প্রকৃতি,—সৃষ্টির পূর্ব্বে প্রকৃতি যে অবস্থায় থাকে তাহা অব্যক্ত অনির্দ্দেশ্য বলিয়া। সৃষ্টি সময়ে এই অব্যক্ত হইতেই জগৎ ব্যক্ত হয়,—

অব্যক্তাৎ ব্যক্তয়ঃ সর্ব্বাঃ প্রভবন্ত্যহরাগমে।
রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈবাব্যক্ত সংজ্ঞকে॥ গীতা ৮।১৮

এই প্রকৃতি সাংখ্যের নিরীশ্বর বা ঈশ্বর হইতে স্বতন্ত্র প্রকৃতি নহে, কিন্তু ভাষ্যকারের কথায় 'ঐশ্বরী মায়া শক্তি।' লক্ষ্য করিতে হইবে যে ভূমি আদি বহির্জগৎ এবং মন-বুদ্ধি ইত্যাদি অন্তর্জগৎ উভয়ই এই ঐশ্বরী মায়া শক্তির কার্য্য।

এই মায়া শক্তি ঐশ্বরী বলিয়া উক্ত হইল বটে, কিন্তু ইহাও গীতায় উক্ত হইয়াছে যে ঈশ্বর স্বয়ং লোকের কর্ত্তৃত্ব সৃষ্টি করেন না, কর্ম্মফলও সংযোগ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করেন না। এই সকল ব্যাপার 'স্বভাব' হইতে অর্থাৎ পূর্ব্ব কর্ম্মসংস্কারানুযায়ী অবিদ্যালক্ষণা প্রকৃতি বা মায়া হইতে উৎপন্ন হয়। পূর্ণ-কাম ঈশ্বর কাহারও পাপ বা পুণ্য গ্রহণ করেন না। এই সকল পরিণাম অজ্ঞান দ্বারা মায়ামুগ্ধ লোকের জ্ঞান আবৃত হওয়ার ফল,—

ন কর্ত্তৃত্বং ন কর্ম্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ।
ন কর্ম্মফলসংযোগং স্বভাবস্তু প্রবর্ত্ততে॥
নাদত্তে কস্যচিৎ পাপং ন চায়ং সুকৃতং বিভুঃ।
অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ॥ ৫।১৪-১৫

অতএব জীবের কর্ম্ম প্রবৃত্তি, তৎফলাদি সুখ দুঃখ ও জগৎ প্রপঞ্চ সমস্তই মায়াশক্তির কার্য্য। সেইজন্য ভগবান বলিতেছেন,—

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।—৭।১৪
নাহং প্রকাশো সর্ব্বস্য যোগমায়া সমাবৃতঃ॥—৭।২৫

এই ঐশ্বরী মায়া দুরতিক্রম্যা, অঘটন-ঘটন-পটীয়সী, সত্ত্ব-রজ-তম ত্রিগুণাত্মিকা। রজ্জুতে আরোপিত সর্পের ন্যায় এই মায়া শুদ্ধ চৈতন্যের আশ্রিতা,—এই অর্থে ভগবান বলিতেছেন,—

যে চৈব সাত্ত্বিকা ভাবা রাজসাস্তামসাশ্চ যে।
মত্ত এবেতি তান্ বিদ্ধি ন ত্বহং তেষু তে ময়ি॥ ৭।১২

জীবের কর্ম্মানুসারে সত্ত্ব রজ তম হইতে জাত যাবতীয় পদার্থ আমা হইতেই জাত জানিবে। আরোপিত সর্পদ্বারা যেমন রজ্জুর বিকার হয় না, সেইরূপ উহারা আমাকে আশ্রয় করিয়া থাকে, কিন্তু আমি উহাদের অধীন নহি।

ইহা দ্বারা বুঝা গেল মায়াশক্তি মিথ্যা এবং ত্রিগুণজাত বলিয়া জড়। ইহা হইল পূর্ব্বোক্ত আট প্রকারে বিভক্ত ভগবানের এক প্রকার প্রকৃতি। তৎপর তিনি বলিতেছেন,—

অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥ ৭।৫

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই অষ্টধা প্রকৃতি কিন্তু অপরা অর্থাৎ জড়া বলিয়া নিকৃষ্টা, অশুদ্ধা। ইহা হইতে ভিন্না আমার আর একটী প্রকৃতি আছে যহা পরা অর্থাৎ প্রকৃষ্টা, বিশুদ্ধা, চেতনরূপা, জীবস্বরূপা এবং যাহা পূর্ব্বোক্ত সমস্ত বহির্জগৎ ও অন্তর্জগৎ ধারণ করিয়া রাখিয়াছে, কারণ জড় মাত্রেই চেতনের আশ্রিত ও অধীন। এই প্রকৃতি জীবভূতা বলিয়া চৈতন্যাংশে ভগবানের আত্মভূতা,—

"অনেন জীবেন আত্মনোঽনুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণি", বৃহ,উ

ব্রহ্মই জীবে জীবে আত্মস্বরূপে প্রবিষ্ট হইয়া নামরূপ ব্যক্ত করেন। শঙ্কা উঠিতে পারে যে যদি জড় কারণ-উপাদানকে প্রকৃতি বলা হয় তবে ব্রহ্মের আত্মস্বরূপ চৈতন্যস্বরূপ যে জীব তাহা কিরূপে প্রকৃতি নামে আখ্যেয় বা জড় উপাদান হইতে পারে? উত্তর এই যে জীব কর্ত্তা ভোক্তারূপে প্রকৃতি, ভোগ্যরূপ জড়া প্রকৃতি নহে। আবার বেদান্ত দৃষ্টিতে ব্রহ্ম স্বয়ং উপাদান কারণ। সেইজন্য অর্থাৎ ব্রহ্ম সর্ব্বকারণকারণ বলিয়া এরূপ শঙ্কা হইতে পারে না। বেদান্ত মতে মায়ার পরিণাম ব্যাপারে ব্রহ্ম নিমিত্ত কারণ এবং মায়ার অধিষ্ঠানরূপে ব্রহ্ম উপাদান কারণ। এইরূপে ব্রহ্ম অভিন্ন-নিমেত্তোপাদান কারণ, জড় প্রকৃতিরূপে নহে।

তারপর ভগবান বরিতেছেন—

এতদ্ যোনীনি ভুতানি সর্ব্বানীত্যুপধারয়।
অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা॥
মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।
ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব॥ ৭।৬-৭

স্থাবর জঙ্গম উক্ত দুই প্রকৃতি হইতে সঞ্জাত হইয়াছে জানিবে। ইহারাও এক পরতত্ত্বের দ্বারা চালিত হইয়া সৃষ্টিকার্য্য করিতেছে। আমাকেই সেই পরতত্ত্ব জানিবে। আমা হইতে পরতর আর কিছুই নাই। সূত্রে মণি-গণের ন্যায় নিখিল জগৎ আমাকেই অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে। জগতের একমাত্র নিমিত্তোপাদান কারণ বলিয়া ব্রহ্ম হইতে শ্রেষ্ঠ এবং পরতত্ত্ব

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আর কিছু নাই।

এই দুই প্রকৃতিই অষ্টমাধ্যায়ে অন্য শব্দদ্বয় দ্বারা 'অধিভূত' ও অধ্যাত্ম' বা স্বভাব অধ্যায় অভিহিত হইয়াছে।

'অধিভূতং প্রাণিজাতং অধিকৃত্য ভবতীতি। কোঽসৌ? ক্ষরঃ ক্ষরতীতি ক্ষরো বিনাশী' (শঙ্কর ভাষ্য)—অর্থাৎ জনন-মরণশীল প্রাণি-মাত্রকেই অধিকার করিয়া যাহা আছে ক্ষর হইতেছে সেই বিনশ্বর দেহাদি পদার্থ। অধ্যাত্ম বা স্বভাব=জীবাত্মা বা প্রত্যগাত্মা—

তস্যৈব ব্রহ্মণঃ প্রতিদেহং প্রত্যগাত্মভাবঃ স্বভাবঃ স্বো ভাবঃ স্বভাবঃ অধ্যাত্মমুচ্যতে। আত্মানং দেহং অধিকৃত্য প্রত্যগাত্মতয়া প্রবৃত্তং পরমার্থ ব্রহ্মাবসানং বস্তু স্বভাবোঽধ্যাত্মমুচ্যতে' (ভাষ্য)—অর্থাৎ অক্ষররূপী পরব্রহ্মের প্রতিদেহে যে নিজেরই ভাব প্রত্যগাত্মা অর্থাৎ জীবরূপে অবস্থিত। দেহরূপ মিথ্যা আত্মাকে অধিকৃত করিয়া থাকায় অধ্যাত্ম নাম। প্রত্যেক জীবে আত্মভাবে অবস্থিত সেই বস্তু যাহার পর্য্যবসায় পরমাত্মা পরব্রহ্মে তাহাই স্বভাব বা অধ্যাত্ম শব্দ দ্বারা বর্ণিত হইয়াছে। আবার সপ্তম অধ্যায়ের 'পরতর' বস্তুটীই অষ্টমের 'অক্ষর পরব্রহ্ম', যিনি 'অধিযজ্ঞ'রূপে প্রতিদেহে অধিষ্ঠিত। অধিযজ্ঞ=যাবতীয় কর্ম্মের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, যাবতীয় কর্ম্মপ্রবর্ত্তক ও তৎফলদাতা।

উক্ত জীবভূতা পরা প্রকৃতিই আবার ত্রয়োদশ অধ্যায়ে বর্ণিত 'ক্ষেত্রজ্ঞ', এবং জড়া অপরা প্রকৃতিই তত্রোক্ত 'ক্ষেত্র'। এই দুইয়ের সংযোগ হইতেই স্থাবর জঙ্গম সমস্ত ভূতবর্গ উৎপন্ন—

যাবৎ সংজায়তে কিঞ্চিৎ সত্ত্বং স্থাবর জঙ্গমম্।
ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ সংযোগাৎ তৎবিদ্ধি ভরতর্ষভ॥ ১৩।২৬

ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ, অপরা ও পরা প্রকৃতি পরস্পর বিলক্ষণ স্বভাব বলিয়া উহাদের সংযোগ অর্থে আধ্যাসিক সম্বন্ধ বুঝিতে হইবে, অর্থাৎ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একের ধর্ম্ম অপরে আরোপিত হওয়া রূপ মিথ্যা জ্ঞান হইতেই জগতের উৎপত্তি হইয়া থাকে। ত্রয়োদশ অধ্যায়োক্ত প্রকৃতি ও পুরুষও ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের ন্যায় সপ্তম অধ্যায়ের অপরা প্রকৃতি ও পরা প্রকৃতির রূপ বিশেষ।

কার্য্য কারণ কর্ত্তৃত্বে হেতুঃ প্রকৃতি রুচ্যতে।
পুরুষঃ সুখ-দুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতুরুচ্যতে॥ ১৩।২০

অর্থাৎ প্রকৃতি দেহ ইন্দ্রিয়াদির আরম্ভক বা তদাকার পরিণামে উপাদান কারণ বলিয়া উহাদের হেতু, এবং পুরুষ অর্থাৎ জীব, ক্ষেত্রজ্ঞ বা পরা প্রকৃতি, অবিদ্যা বশতঃ, প্রকৃতি ও প্রকৃতির কার্য্যাদি সহ তাদাত্ম্য বশতঃ ত্রিগুণজনিত সুখ-দুঃখ-মোহের বা ভোগ্যের ভোক্তা। 'প্রকৃতিঃ ঈশ্বরস্য বিকারকারণশক্তি ত্রিগুণাত্মিকা মায়া' (ভাষ্য),—প্রকৃতি ঈশ্বরের ত্রিগুণাত্মিকা মায়া বা জগৎসৃষ্টিকারিণী শক্তি। এই ভোগ্য ও ভোক্তা, প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়ই যাঁহার ঈশীত্বাধীন তিনি হইতেছেন সকলের সাক্ষী, বিধাতা, পরমাত্মা, জ্ঞেয় ব্রহ্ম,—যিনি

জ্ঞেয়ং যৎ তৎ প্রবক্ষ্যামি যজ্ জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ।
অনাদিমৎ পরব্রহ্ম ন সৎ তৎ নাসদুচ্যতে॥ ১৩।১২

ইত্যাদি কয়েকটী শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছেন।

প্রকৃতি-পুরুষের কিরূপ সম্বন্ধ বুঝাইবার জন্য গীতার নানাস্থানে নানা-ভাবে প্রয়াস দৃষ্ট হয়। যথা, নবম অধ্যায়ে ভগবান বলিতেছেন,—

সর্ব্বভূতানি কৌন্তেয় প্রকৃতিং যান্তি মামিকাম্।
কল্পক্ষয়ে পুনস্তানি কল্পাদৌ বিসৃজাম্যহম্॥ ইত্যাদি -১০ শ্লোক

অর্থাৎ,—ভূত সমূহ প্রলয়কালে আমার মায়াখ্য অপরা প্রকৃতিতে লীন হয়। সৃষ্টিকালে পুনরায় তাহাদিগকে উৎপাদন করি। কিরূপে? সেই অপরা প্রকৃতিকে বশীভূত করিয়া সৃজন করি। কিরূপ ভূত সকলকে?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বীয় প্রকৃতি বশেঅবশ হইয়া যাহারা নানা কাম-কর্ম্ম করিয়া বদ্ধ সেই প্রাণী সকলকে। অতএব এখানে অপরা প্রকৃতির দুই মূর্ত্তি, দেখিতেছি—একটি ঈশ্বরাধীন সমষ্টি প্রকৃতি, অন্যটী জীবকে অবশকারিণী ব্যষ্টি প্রকৃতি। ভগবান বলিতেছেন,—কিন্তু আমি প্রকৃতির সমস্ত কার্য্যে উদাসীন, অনাসক্ত দ্রষ্টা মাত্র বলিয়া কর্তৃত্বাভিমান ও ফলাসঙ্গ না থাকায় সৃজন-লয়াদি কর্ম্ম আমাকে বন্ধন করিতে পারে না। কর্তৃত্ব ও উদাসীনত্ব পরস্পর বিরুদ্ধ বলিয়া কিরূপে একাধারে দুই সম্ভব হয়? উত্তর এই যে জগৎ ব্যাপারে ব্রহ্মের কর্তৃত্ব অধ্যক্ষতারূপ নিমিত্ত মাত্র, কিন্তু তাঁহার ত্রিগুণাত্মিকা মায়া বা প্রকৃতিই জগৎব্যাপার সংঘটন করিতেছে। তবে অধ্যক্ষতা স্বীকারের প্রয়োজন কি? প্রয়োজন এই যে যাবতীয় ব্যাপার, যাবতীয় প্রবৃত্তি, কর্ম্ম, ভোগ ইত্যাদি জ্ঞানের বিষয় হয় বলিয়াই দৃষ্ট, শ্রুত, বিজ্ঞাতরূপে অভিমত বা স্বীকৃত হয়, নতুবা নহে। ব্রহ্মই একমাত্র সেই জ্ঞানস্বরূপ ও ব্রহ্ম ভিন্ন চেতনান্তর নাই বলিয়া ব্রহ্ম 'কর্ম্মাধ্যক্ষঃ সাক্ষী কেবলো নির্গুনশ্চ।' ইহাই পূর্ব্বোক্ত 'ঈশ্বরী মায়া শক্তি' কথার তাৎপর্য্য। প্রকৃত পক্ষে মায়া মিথ্যা, অথচ অঘটন-ঘটন-পটীয়সী, এইজন্য আচার্য্য শঙ্কর ভাষ্যে বলিতেছেন,—

'কিং নিমিত্তেয়ং সৃষ্টিঃ ইতি অত্র চ প্রশ্ন প্রতিবচনে অনুপপন্নে'—কোথা হইতে এই সৃষ্টি আসিল—এই প্রশ্ন ও ইহার উত্তর দুই-ই অনুপপন্ন—অর্থাৎ এই মায়াশক্তি অনির্ব্বচনীয়া।

সেই ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ, অপরা-পরা প্রকৃতি আবার গীতার পঞ্চদশ অধ্যায়ে ক্ষর পুরুষ এবং অক্ষর পুরুষ এই দুই পুরুষ নামে অভিহিত।

দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরাশ্চাক্ষর এব চ।
ক্ষরঃ সর্ব্বাণি ভূতানি কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে॥ ১৫।১৬

ক্ষর পুরুষ='ব্রহ্মাদি স্থাবরান্তানি শরীরানি'—ব্রহ্মাদি তৃণ পর্য্যন্ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যাবতীয় শরীর বা জড়ভূত। অক্ষর পুরুষ (যিনি কূটস্থ)='দেহেষু নশ্যৎস্বপি নির্ব্বিকারতয়া তিষ্ঠতি ইতি কূটস্থচেতনো ভোক্তা' (শ্রীধর),—বিনাশশীল সর্ব্বদেহে যিনি অবিনশ্বর চেতন ভোক্তারূপে অবস্থিত। শঙ্কর ভাষ্যে (মধুসূদনী টীকাতেও) অক্ষর পুরুষ অর্থে 'মায়া শক্তি' বলা হইয়াছে। এই মায়াশক্তি আবার যখন ভাষ্যমতেই বিনাশী ক্ষর পুরুষ হইতে 'তদ্বিপরীতঃ' সম্পূর্ণ বিপরীত তখন ইহাকে পূর্ব্বোক্ত জীবভূতা পরা প্রকৃতিই বলিতে হয়। সেইজন্য অব্যবহিত পরেই ভাষ্যে দৃষ্ট হয়,—'অনেক মায়াদি প্রকারেন স্থিতঃ কূটস্থঃ সংসারবীজানন্ত্যাৎ ন ক্ষরতি ইতি অক্ষর উচ্যতে', অর্থাৎ অনন্ত মায়া শক্তির বহু আকারে যাহা স্থিত তাহাই কূটস্থ অক্ষর অবিনাশী—সংসারবীজের অন্ত নাই বলিয়া যাহার ক্ষয় নাই। এই দৃষ্টি লইয়া আচার্য্য শঙ্কর অক্ষর পুরুষকেও শক্তি বলিয়া অভিহিত করিলেন।

তার পর পরবর্ত্তী শ্লোকে এই দুই পুরুষ হইতে শ্রেষ্ঠতম আর এক পুরুষের কথা গীতা বলিতেছেন,—

উত্তমপুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ।
যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ॥ ১৫।১৭

ক্ষর-অক্ষর হইতে বিলক্ষণ অন্য একটী উত্তম অর্থাৎ উৎকৃষ্টতম পুরুষ আছেন, যাঁহাকে লোকে ও বেদে পরমাত্মা পুরুষোত্তম বলা হয়, যিনি ঈশ্বররূপে ত্রিলোকে প্রবিষ্ট হইয়া জগৎ পালন করিতেছেন। ক্ষর পুরুষ=ভূতাত্মা (১)। অক্ষর পুরুষ=জীবাত্মা, প্রত্যাগাত্মা, ক্ষেত্রজ্ঞ। আর উত্তম পুরুষ=পরমাত্মা। এই পুরুষোত্তম বা পরমাত্মা আখ্যা দ্বারা

(১) পঞ্চমহাভূতানি ভূতশব্দেন উচ্যতে। অথ তেষাং সমুদয়ং তৎ শরীরং ইত্যুক্তম্। অথ যো হ থলু বাব শরীরং ইত্যুক্তং স ভূতাত্মা ইত্যুক্তম্। —মৈত্রায়ণী উপনিষৎ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নির্ব্বিকল্প অধিষ্ঠানরূপ শুদ্ধ চৈতন্যকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে, যিনি সমস্ত বস্তুতে অনুস্যূত থাকিয়া সকলের সত্তা ও স্ফুরণ (প্রকাশমানতা) সম্পাদন করিতেছেন, -অর্থাৎ এইরূপেই যিনি জগৎ ধারণ করিয়া আছেন। ইহার সহিত ক্ষেত্রজ্ঞ বা প্রত্যগাত্মার স্বরূপতঃ কোন ভেদ নাই। সেই নির্গুণ নির্ব্বিকল্প ব্রহ্মেও একটী শক্তি স্বীকার না করিলে ঈদৃশ ধারণ পালনও হয় না, সেইজন্য আচার্য্য শঙ্কর এই শ্লোকের ভাষ্যে বলিতেছেন,—

'যো লোক ত্রয়ং ভূর্ভুব স্বরাখ্যং স্বকীয়য়া চৈতন্যবলশক্ত্যা আবিশ্য প্রবিশ্য স্বরূপসদ্ভাবমাত্রেন বিভর্ত্তি ধারয়তি'—অর্থাৎ যিনি নিজ চৈতন্য-বলশক্তি দ্বারা জগতে প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহার নিজ স্বরূপের সত্তা বা বর্ত্তমানতা মাত্র দ্বারাই জগৎ পালন করিতেছেন। স্মরণ রাখা উচিত যে এই শক্তি মায়া শক্তি নহে, কিন্তু শুদ্ধ চৈতন্যময়ী ব্রহ্মময়ী পরাৎপরা শক্তি। তিনিই মায়াশক্তিযোগে সর্ব্বেশ্বর বা সর্ব্বেশ্বরী হন,—'এষো সর্ব্বেশ্বর এষঃ সর্ব্বজ্ঞঃ।' তারপর চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে দেখিতে পাই ভগবান্ বলিতেছেন—

মম যোনির্মহৎ ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্।
সম্ভবঃ সর্ব্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত॥ ১৪৩

ইহা পূর্ব্বেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে (প্রথম অধ্যায় দ্রষ্টব্য)। প্রকৃতি-পুরুষ-সংযোগ হইতেই জীব জগতের উৎপত্তি ইহা আমরা দেখিয়াছি। এক্ষণ ভগবানের কথায় জানা যাইতেছে তিনিই এই সংযোগ ঘটাইয়া থাকেন অর্থাৎ প্রকৃতি-শক্তি ও পুরুষ-শক্তি তাঁহারই শক্তির অধীন, তাঁহারই নিয়ন্ত্রী শক্তির বশীভূত। সেইজন্য ভাষ্যকার বলিতেছেন,—'ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ' প্রকৃতিদ্বয় শক্তিমান ঈশ্বরোঽহং—অবিদ্যা-কামকর্ম্মোপাধি স্বরূপানুবিধায়িনং ক্ষেত্রজ্ঞং ক্ষেত্রেণ সংযোজয়ামি ইত্যর্থঃ'

CC0. In Public Domain, Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

---অর্থাৎ ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ এই যে দ্বিবিধ প্রকৃতি (পূর্ব্বোক্ত পরা-অপরা প্রকৃতি বা ক্ষর-অক্ষর পুরুষ) তাহারা আমার অর্থাৎ ঈশ্বরেরই শক্তিদ্বয়। এই শক্তিদ্বয় দ্বারা শক্তিমান ঈশ্বর আমিই অবিদ্যা-কাম-কর্ম্ম রূপ নিজ নিজ উপাধিবশতঃ জীব সকল যে যে ক্ষেত্রে জন্মগ্রহণ করিবে তাহাদিগকে সেই সেই ক্ষেত্রসহ সংযোজিত করি। তৎপর অধ্যায় শেষে ভগবান বলিতেছেন,—

ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহং অমৃতস্যাব্যয়স্য চ।
শাশ্বতস্য চ ধর্ম্মস্য সুখস্যৈকান্তিকস্য চ॥ ১৪।২৭

আমি ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা, অমৃতস্বরূপ অব্যয়স্বরূপ শাশ্বত ধর্ম্মের ও অখণ্ড সুখেরও আমিই আধার। এক অর্থে ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা বলার তাৎপর্য্য এই যে সোপাধিক ব্রহ্মও নিরুপাধিক ব্রহ্মে প্রতিষ্ঠিত, এবং পরমাত্মদৃষ্টিতে সর্ব্বব্যাপকত্ব হেতু সেই নিরুপাধিক ব্রহ্মও আমি (ভগবান)। ভাষ্যকার শঙ্কর অর্থ করিতেছেন,—

"ময়া চ ঈশ্বরশক্ত্যা ভক্তানুগ্রহাদি প্রয়োজনায় ব্রহ্ম প্রতিষ্ঠতে প্রবর্ত্ততে সা শক্তি ব্রহ্মৈবাহং শক্তি শক্তিমতোরনন্যত্বাৎ ইত্যভিপ্রায়ঃ।" অর্থাৎ ভক্তানুগ্রহাদি প্রয়োজন সাধন জন্য ব্রহ্ম যে ঐশী শক্তি দ্বারা কার্য্য নির্ব্বাহ করেন, সেই শক্তি ব্রহ্মই, সেই শক্তি আমিই অন্য কিছু নহে, কারণ শক্তি ও শক্তিমানে কোন ভেদ নাই।

আমরা ভাষ্যটীকাদির আলোকে দেখিলাম শ্রীগীতা আগাগোড়া শক্তিকথায় মুখর। আবার এই শক্তি ভগবৎ সত্তা হইতে পৃথক্ কোন সত্তারূপে প্রদর্শিত হয় নাই। মায়ারূপে, অবিদ্যারূপে, বিদ্যারূপে, প্রকৃতি-রূপে, পুরুষরূপে, জড়রূপে, চিন্ময়রূপে—যে রূপেই হউক ব্রহ্মের একপাদরূপ সৃষ্টির স্থূল-সূক্ষ্ম-কারণ ভূমিকায়, আবার জগদ্ব্যাপারের অতীত চিদানন্দজ্যোতির্ম্ময় ত্রিপাদরূপ অমৃত ভূমিকায়ও সেই শক্তি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্রহ্ম হইতে অভিন্নরূপে প্রদর্শিত। দৃষ্টিকোনের তারতম্যে বা বিভিন্ন উপাসনাদির অনুরোধে সাধকের রুচি অনুসারে সেই একই পরতত্ত্ব বা চিন্ময়ী শক্তি মায়া উপহিত চৈতন্য দৃষ্টিতে সর্ব্বেশ্বর, এবং চৈতন্যাধিষ্ঠিতা মায়াদৃষ্টিতে, অথবা শুদ্ধা চিচ্ছক্তি দৃষ্টিতে সর্ব্বেশ্বরীরূপে চিন্তনীয়। যেখানে চৈতন্যাধিষ্ঠিতা মায়াদৃষ্টি সেখানেও চিচ্ছায়ার আবেশ হেতু মায়াও চেতন সদৃশা হওয়ায় * উপাসনার হানি হয় না। সর্ব্বশাস্ত্রেই এই শক্তি কি চিন্ময়ী দৃষ্টিতে, কি মায়া দৃষ্টিতে মাতৃরূপে বর্ণিতা। তাই গীতাতেও দেখিলাম ভগবান বলিতেছেন—'মমযোনির্মহৎ ব্রহ্ম।' যোনি অর্থে মাতৃস্থানীয়া। মাতৃরূপে গৃহীতা বলিয়া উপাস্যা শক্তি সর্ব্বত্র বিশুদ্ধসত্ত্বোজ্জিতা জগন্মাতার মূর্ত্তিতে প্রকটিতা।

—(*)—

* পঞ্চদশী ৩।৪০ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY
No. .....
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS.

চতুর্থ অধ্যায়

যোগবাশিষ্ঠের কথা

যোগবাশিষ্ঠ অদ্বৈত বেদান্তজ্ঞান প্রতিপাদক সর্ব্বমান্য শ্রেষ্ঠ প্রামাণিক গ্রন্থ। অতএব বেদান্তে শক্তিতত্ত্ব আলোচনায় যোগবাশিষ্ঠের কথা বাদ দেওয়া চলে না। শক্তি ও ব্রহ্ম সম্বন্ধে যোগবাশিষ্ঠের অভিমত তত্ত্বজিজ্ঞাসুর উপাদেয় হইবে সন্দেহ নাই। যোগবাশিষ্ঠে শক্তি ও ব্রহ্মের অভিন্নত্ব নিঃসংশয়িতরূপে স্থাপিত হইয়াছে এবং উহার যুক্তি-বিন্যাসও অপূর্ব্ব।

বশিষ্ঠদেব রামচন্দ্রকে এই মর্ম্মে বলিতেছেন,—"রাম, শক্তি আর কিছু নয়,—উহা চিৎশক্তি অর্থাৎ চিৎই শক্তি। শক্তি সর্ব্বব্যাপিনী। এমন কোন বস্তু বা ভাব নাই যাহা শক্তির ক্রিয়া নহে,—এমন কি একখণ্ড প্রস্তরেও একটা শক্তি আছে, যাহাকে বলিব জড়শক্তি। তিনিই হর্ষে আনন্দশক্তি, বিষাদে দুঃখশক্তি, সৈন্যে বীরতা শক্তি' সৃষ্টিতে সৃষ্টিশক্তি ইত্যাদি। তারপর কল্পান্তে তিনিই 'সর্বশক্তিতা' অর্থাৎ সর্বশক্তিরূপিণী। অনন্ত আকারে ব্যক্ত ব্রহ্মশক্তির একটী বিশেষ অভিব্যক্তির নাম স্পন্দশক্তি,—ইহা ব্রহ্মের ইচ্ছাশক্তি, যদ্দ্বারা এই দৃশ্যাভাস জগৎ রচিত হয়। সেটা কি প্রকার? 'সাকারস্য নরস্যেচ্ছা যথা বৈ কল্পনাপুরম্'—মানুষ যেমন কল্পনা করিয়া মনে মনে একটী নগর নির্ম্মাণ করিয়া লয় সেইরূপ। এই পারমেশ্বরী শিবেচ্ছাকেই লোকে বলে প্রকৃতি। এই স্পন্দশক্তিই জগন্মাতা। ইনি 'অকৃত্রিমা' অর্থাৎ অনাদি। ইনি 'তথাভাতাত্মনাত্মনি'—নিজেই নিজের ভিতর জগৎরূপে প্রকটিত হন এবং জগৎকে স্বাংশরূপে নিজের ভিতর ধারণ করেন,—যেমন কল্পনা নিজের ভিতর কল্পিত নগরের সৃষ্টি করে অথবা কল্পনা নিজেই যেমন কল্পিত নগরাকারে পরিণত হয়, 'চিৎসত্তৈব জগৎসত্তা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জগৎসত্তৈব চিদ্বপুঃ।' ইনি কি ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন? 'নহি নহি', না—না। বায়ুতরঙ্গ যেমন বায়ু হইতে ভিন্ন নহে, উষ্ণতা যেমন অগ্নি হইতে ভিন্ন নহে, সেইরূপ 'চিন্মাত্রং স্পন্দশক্তিশ্চ তথৈবেকাত্মা সর্ব্বদা'—চিন্মাত্র শিব ও স্পন্দশক্তি সদাই একাত্মক। বায়ুতরঙ্গের অভ্যন্তরেও এমন একটা কেন্দ্রস্থল আছে যেখানে শান্তি বিরাজিত, সেইরূপ মহাশক্তির স্পন্দের কেন্দ্র মধ্যেও প্রশান্তেচ্ছ অবিক্রিয় শিব বর্ত্তমান,—'যথা স্পন্দোঽনিলস্যান্তঃ প্রশান্তেচ্ছস্তথাশিবঃ'। চিতিশক্তিরূপিণী ক্রিয়াদেবীর স্পন্দন যেখানে শান্ত, সেটী তাঁহারই 'প্রতিস্থান', এবং এই প্রতিস্থানকেই শিব বলে,—'চিতিশক্তেঃ ক্রিয়াদেব্যাঃ প্রতিস্থানং যদাত্মনি।.....তথাভূত-স্থিতেরেব তদেব শিব উচ্যতে।' প্রতিস্থানের স্পর্শমাত্র প্রকৃতির স্পন্দন আর থাকে না, অর্থাৎ প্রকৃতি বলিয়া আর কিছু থাকে না,—দুই একাত্মভাব প্রাপ্ত হয়। শিব আর শক্তি এক হইয়া যান কেন? কারণ এই যে, দুই বস্তুতঃ এক। এক না হইলে একাত্মভাব হইতে পারে না। শক্তি নিজেই সংবিদ্রূপিণী, শিবরূপিণী, ব্রহ্মরূপিণী,—'সংবিদ্মাত্রৈকধর্ম্মিত্বাৎ'। এই একাত্মকতাই অপার সুখ সম্বিৎরূপ মুক্তি।

যোগবাশিষ্ঠের এই কথা আর একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝা যাইতে পারে। যেমন সমুদ্রে যে অনন্ত তরঙ্গ-ক্রীড়া সেই ক্রীড়াবস্থাই শক্তির সহিত, আর সমুদ্রের অভ্যন্তরে যে নিস্তরঙ্গ প্রতিস্থান সেই নিষ্ক্রিয়াবস্থাই শিবের সহিত উপমিত হইতে পারে। তরঙ্গক্রীড়া যখন অস্তমিত তখন উহা নিষ্ক্রিয় সমুদ্রই হইয়া গেল, কারণ দুই-ই জল ভিন্ন অন্য কিছু নহে। সেইরূপ শক্তি শিবস্বরূপিণী বলিয়া, অর্থাৎ দুই-ই সংবিৎরূপ বলিয়া নিষ্ক্রিয় অবস্থায় একীভূত হইয়া যায়।

যোগবাশিষ্ঠের কথায় আমরা স্পষ্টতঃ বুঝিলাম যে শক্তিরই নিষ্ক্রিয় প্রতিস্থানটী ব্রহ্ম। আদি স্পন্দরূপে, আদি ইচ্ছারূপে যিনি আদ্যাশক্তি, তিনিই স্পন্দবিরতি অবস্থায় নির্গুণ ব্রহ্ম। ব্রহ্মের ঈক্ষণই চিতিশক্তি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বা জ্ঞানশক্তি। ব্রহ্মের দিক্ দিয়া ঈক্ষা বা ইচ্ছাযুক্ত সৃষ্ট্যাদি ব্যাপারোন্মুখ সক্রিয় ব্রহ্মই শক্তি। শক্তির দিক্ দিয়া---ঈক্ষা বা ইচ্ছাবিরহিত সৃষ্ট্যাদি ব্যাপারবর্জ্জিত নিষ্ক্রিয় শক্তিই ব্রহ্ম।

শঙ্কা হইতে পারে যে প্রশান্ত শিবে স্পন্দ বা ইচ্ছা কিরূপে সম্ভব? উত্তর,---ইহা জীবের অদৃষ্ট অর্থাৎ কর্ম্মসাপেক্ষ। প্রলয়ান্তে জীবের অভুক্ত কর্ম্ম ফলোন্মুখ হইলে ব্রহ্মে এই স্পন্দ, ইচ্ছা, ঈক্ষা, সিসৃক্ষা হয়। ইহাও তদভিন্ন তল্লীন প্রসুপ্ত শক্তিরই উন্মেষ। ব্রহ্মে এই কারণতা শক্তি না মানিলে অভাব হইতে ভাবোৎপত্তিরূপ আপত্তি হয়। জীবাদৃষ্টও মায়াশক্তিরই নামান্তর। যেমন জীব নিষ্ক্রিয় সুষুপ্তি অবস্থা হইতে অদৃষ্টবশতঃ (পুনরায় কর্ম্মভোগের নিমিত্ত) প্রথমতঃ স্বপ্নাবস্থায় আসিয়া সংস্কারানুদায়ী নানা মানস সৃষ্টি করে, পরে জাগ্রতাবস্থায় ফিরিয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, সেইরূপ প্রলয়-সুষুপ্তির অন্তে জীবাদৃষ্ট অনুসারে ব্রহ্মে স্পন্দ বা সিসৃক্ষা হয়, এবং উহা সঙ্কল্পমাত্র সূক্ষ্ম হইতে স্থূলাকারে, জীবজগৎরূপে পরিণত হয়। ইহা চিতিশক্তিরই ক্রীড়া। চিতিশক্তি সত্যসংকল্পা বলিয়া তাঁহার স্পন্দ বা ঈক্ষণ অর্থ্যর্থ। বদ্ধজীব সত্যসংকল্প নহে বলিয়া তাহার মনঃকল্পিত নগর ইত্যাদি কল্পনাতেই পর্য্যবসিত হয়। চিতিশক্তির এই সক্রিয় অবস্থা সত্ত্বেও সমুদ্রের অভ্যন্তর ভাগের ন্যায় তদভ্যন্তরস্থ প্রশান্ততা, নিষ্ক্রিয়তা অক্ষুণ্ণই থাকে। ইহাই শক্তির শিবাবস্থা। কর্ম্মভোগান্তে এই অবস্থাপ্রাপ্তিই জীবের মোক্ষাবস্থা।

চিৎস্বরূপ ব্রহ্ম ও শক্তি এক ও অভিন্ন,- তথাপি চিতের শক্তিরূপেই জীবের যে মহৎ কল্যাণ, চরম প্রয়োজন সিদ্ধ হয়, তৎসম্বন্ধে যোগবশিষ্ঠ বলেন,---"(বায়ু ও বায়ুস্পন্দ এক হইলেও) স্পন্দ দ্বারা যেমন বায়ুর অনুমান হয়, (বহ্নি ও উষ্ণতা এক হইলেও) উষ্ণতা দ্বারা যেমন বহ্নির অনুমান হয়, সেইরূপ শিব নামক নির্ম্মল শান্ত চিদাত্মাও (তাঁহা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইতে অভিন্না তদীয়া) স্পন্দশক্তি মায়া দ্বারাই লক্ষিত হন, অন্য কোন উপায়ে নহে।" (বঙ্গবাসীর অনুবাদ)।

অখণ্ডা অপরিচ্ছিন্না চিতিশক্তি একা ও অদ্বিতীয়া হইয়াও ক্রিয়াত্মিকা অবস্থায় নানা উপাধিযোগে নানা প্রয়োজন সিদ্ধ্যর্থ নানা নামে, রূপে, বিগ্রহে প্রকটিতা হন। যোগবাশিষ্ঠে ইহার এক সুদীর্ঘ বর্ণনা আছে। তাহা হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত হইল,---"উপলবর্গ অপেক্ষাও প্রচণ্ড অর্থাৎ তীক্ষ্ণ বলিয়া তিনি চণ্ডিকা নামে অভিহিত হন। একমাত্র জয়ের অধিষ্ঠান বলিয়া ইঁহার নাম জয়া! সর্ব্বসিদ্ধির আশ্রয় বলিয়া ইহার নাম সিদ্ধা। সর্ব্বত্র বিজয় লাভ করেন বলিয়া ইঁহার নাম বিজয়া, জয়ন্তী, জয়া।.....ইঁহার মহিমা কেহই গ্রহণ (বর্ণন) করিতে পারে না বলিয়া ইঁহার নাম দুর্গা। প্রণবের সারাংশ শক্তিও ইনি, এইজন্য ইঁহার নাম উমা (উ, ম, আ)। গায়ক অর্থাৎ নামজপকারী-দিগের ইনিই পরমার্থস্বরূপ, এইজন্য ইঁহার নাম গায়ত্রী। সর্ব্বজগতের প্রসব করেন বলিয়া ইঁহার নাম সাবিত্রী। স্বর্গ, মোক্ষ প্রভৃতি নিখিল উপাসনার জ্ঞানদৃষ্টিধারা ইঁহা হইতে প্রবাহিত হয় বলিয়া ইঁহার নাম সরস্বতী" ইত্যাদি। (বঙ্গবাসীর অনুবাদ)

উপনিষদের ন্যায় যোগবাশিষ্ঠের কথায়ও মায়ের পূর্ব্বোদ্ধৃত নিজোক্তির—তাঁহার শুদ্ধ চিন্ময়িত্বের—প্রতিধ্বনি পাইলাম। পরবর্ত্তী কয়েক অধ্যায়ে আমরা দেখিব যে মায়ের মায়া-মূর্ত্তিটীও চিৎস্বরূপা।

—:*:—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পঞ্চম অধ্যায়

মায়া (১)

মায়ের স্বরূপটী যে 'নিষ্কল, সূক্ষ্ম, বাচাতীত, সুনির্ম্মল, নির্গুণ, পরাৎপর, জ্যোতিঃ, সর্ব্বব্যাপক, সর্ব্বকারণ-কারণ,' এবং তিনি নির্গুণা হইয়াও 'স্বশক্তেশ্চ সমাযোগাৎ অহং বীজাত্মতাং গতা (আমিই মায়া-যোগে জগৎকারণ সগুণ ব্রহ্মরূপিগী)' ইহা আমরা দেখিয়াছি। এক্ষণ আমরা সেই ব্রহ্মময়ী ও তাঁহার স্বাশ্রিতা মায়াশক্তির অভেদ বিষয়ে ইতিপূর্ব্বে যাহা উপস্থাপিত করা হইয়াছে, যুক্তি ও বিচারের আলোকে সেই তত্ত্বটি পাঠকের নিকট পরিস্ফুট হইবে বলিয়া তৎসম্বন্ধে একটু আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব। এই আলোচনা হইতে প্রতীয়মান হইবে যে মায়ের মহাবিদ্যা রূপটী এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ে শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ হইতে উদ্ধৃত মন্ত্রের প্রথম ও দ্বিতীয় ব্যাখ্যায় যে মায়া ও অজ্ঞানের উল্লেখ আছে, তাহাও স্বরূপতঃ তাঁহারই রূপ। 'সা মত্তঃ পৃথক্ মায়া নাস্ত্যেব পরমার্থতঃ' মায়ের পূর্ব্বোদ্ধৃত এই উক্তির এস্থলে প্রতিধ্বনি শুনিতে পাইব।

মায়া, প্রকৃতি, প্রধান, অবিদ্যা, অজ্ঞান, শক্তি—বেদান্ত মতে ইহারা একই বস্তুর বিভিন্ন নাম। বিভিন্ন নামে উক্ত হইবার কারণ এই—

মায়া—মায়ার একটী উদাহরণ ইন্দ্রজাল। ইন্দ্রজাল দ্বারা দেশ কাল নিরপেক্ষ ভাবে, অর্থাৎ বস্তুসৃষ্টি বিষয়ে স্বাভাবিক যে দেশ ও কালের প্রয়োজন তাহার অপেক্ষা না করিয়াই বস্তুসৃষ্টি হয়। সেইরূপ অসঙ্গ ও অদ্বিতীয় ব্রহ্মে কোন প্রকার ইচ্ছাদি ব্যাপার সম্ভব নহে, অথচ তাদৃশ ব্রহ্মেই ঐ সকল ব্যাপার যাহা দ্বারা সংঘটন হয় তাহা মায়া। এক অচিন্ত্য শক্তির ক্রিয়া দেখিতেছি বটে, কিন্তু উহা কোন যুক্তি দ্বারা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বুঝা যায় না বলিয়া মায়া বলা হয়। দেবী-ভাগবত বলেন—মায়া শুদ্ধ সত্ত্বরূপিণী শক্তি।

প্রকৃতি—প্রকৃষ্টরূপে সর্ব্বজগৎ-উৎপাদনকারিণী, অর্থাৎ সৃষ্টির তমোগুণপ্রধান উপাদান কারণ-স্বরূপ। প্র=সত্ত্বগুণ, কৃ=রজোগুণ, তি=তমোগুণ। সৃষ্টির উপাদানরূপে প্রকৃতি তমোগুণপ্রধান। দেবী ভাগবত বলেন—প্রকৃতি ত্রিগুণাত্মিকা শক্তি। ত্রিগুণাত্মিকাত্ব প্রকৃতির স্বরূপ লক্ষণ। প্র=প্রকৃষ্ট, কৃতি=সৃষ্টি, অর্থাৎ সৃষ্টিরচনায় যিনি উৎকৃষ্ট —ইহা প্রকৃতির তটস্থ লক্ষণ।

প্রধান—প্রলয়ে সর্ব্বকার্য্য আপনাতে লীন করিয়া যাহা নিষ্ক্রিয় অবস্থা প্রাপ্ত হয়।

অবিদ্যা---ব্রহ্মবিদ্যা দ্বারা নষ্ট হয় বলিয়া অবিদ্যা নাম।

অজ্ঞান—স্বরূপকে আচ্ছাদন করে বলিয়া এবং জ্ঞাননাশ্য বলিয়া অজ্ঞান নাম। অজ্ঞানের আকার এইরূপ,---'আমি ব্রহ্মকে জানি না, আত্মাকে জানি না' ইত্যাদি।

শক্তি---যাহা সদাই চেতন সহ অভিন্ন, কদাপি ব্রহ্ম হইতে বিযুক্ত নহে। শক্তি ও শক্তিমানে অভেদ। দেবী ভাগবত বলেন 'শ' (মঙ্গলবাচক বলিয়া) ঐশ্বর্য্যবাচক, ক্তি=পরাক্রম। শক্তি=সমস্ত ঐশ্বর্য্য, শুভ ও পরাক্রমদাত্রী।

যাহা নিষ্ক্রিয় অবস্থায় প্রধান, প্রকৃতি ইত্যাদি তাহারই নাম-রূপ। শক্তিরূপে প্রধান ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহে। অর্থগত এইরূপ কিছু কিছু ভেদ থাকিলেও বেদান্তে অনেক স্থলে মায়া, প্রকৃতি, প্রধান, অবিদ্যা, অজ্ঞান, শক্তি পর্য্যায় শব্দরূপে ব্যবহৃত হয়।

যে নামেই অভিহিত করা হউক, এক মায়া-বিচারে সকলেরই তত্ত্ব বুঝা যাইবে। মায়া সত্ত্ব-রজ-তম ত্রিগুণাত্মক, কারণ মায়া-কার্য্য সমস্ত জগৎ ও প্রত্যেক বস্তুই সুখ-দুঃখ-মোহাত্মক। একই বস্তু হইতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কখন সুখ, কখন দুঃখ, কখন মোহ উৎপন্ন হয়। সুখ-দুঃখ-মোহ যথাক্রমে সত্ত্ব-রজ-তমোগুণের পরিণাম (গীতা, ১৪)। কারণগুণ কার্য্যে বর্ত্তমান থাকে এবং বেদান্তমতে কার্য্য কারণ হইতে ভিন্ন নহে। মায়া-কার্য্য সুখ-দুঃখ-মোহাত্মক এই জগৎ ত্রিগুণাত্মক হওয়ায় তৎকারণ মায়াও ত্রিগুণাত্মক হইবে।

বেদান্তের অনেক স্থানে মায়ার দুইটি রূপের মধ্যে শুদ্ধ সত্ত্বগুণ-প্রধান (যাহা রজস্তম দ্বারা অভিভূত নহে) রূপটীকেই মায়া বলা হয়, এবং মলিন সত্ত্বগুণপ্রধান (যে সত্ত্বগুণ রজস্তম দ্বারা অভিভূত এবং তজ্জন্য মলিন) রূপটীকে অবিদ্যা বলা হয়।

কোন কোন স্থানে শক্তির দিক্ দিয়া বিচার করিয়া মায়ার জ্ঞান-শক্তি ও ক্রিয়াশক্তি, এই দুই শক্তি স্বীকৃত। কারণে যে কার্য্য উৎপাদন করিবার সামর্থ্য তাহার নাম শক্তি। একটি সত্ত্বপ্রধান জ্ঞানশক্তি ('সত্ত্বাৎ সংজায়তে জ্ঞানম্'---গীতা), যাহাতে ব্রহ্ম আছেন ও প্রকাশমান এইরূপ ব্যবহার হয়। অপর ক্রিয়াশক্তি দুই প্রকার। (১) তমঃপ্রাধান্যে আবরণশক্তি, যাহাতে 'ব্রহ্ম নাই' (অসত্ত্বাপাদক আবরণশক্তি), অথবা 'থাকিলেও প্রকাশমান নহেন' (অভানাপাদক আবরণশক্তি) এইরূপ ব্যবহার হয় ('নাস্তি ন প্রকাশতে ইতি ব্যবহারহেতুঃ আবরণশক্তিঃ')। (২) রজঃপ্রাধান্যে বিক্ষেপশক্তি, যাহা সমস্ত প্রপঞ্চসৃষ্টির কারণ ('আকাশাদি প্রপঞ্চোৎপত্তিহেতুর্বিক্ষেপশক্তিঃ')। মায়া আবরণ শক্তিদ্বারা অবিদ্যা বা অজ্ঞানরূপে বস্তুতত্ত্ব আবৃত করিয়া (জানিতে না দিয়া) বিক্ষেপ শক্তিদ্বারা নানাবিধ মিথ্যাসৃষ্টির হেতু হয়। যেমন অজ্ঞান দ্বারা রজ্জুরূপ আবৃত হওয়ায় মিথ্যা সর্পসৃষ্টি ও নানা অনর্থের উৎপত্তি হয়।

কোন কোন স্থানে বলা হইয়াছে যে মায়ার যে রূপটি নিজের আশ্রয় চেতনের মোহোৎপাদন করে না, তাহার নাম মায়া ('স্বাশ্রয়-অব্যামোহকরী মায়া), এবং যে রূপটী নিজের আশ্রয় চেতনের মোহোৎপাদন করে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS.

তাহার নাম অবিদ্যা (স্বাশ্রয়ব্যামোহকরী অবিদ্যা)। এইজন্য মায়ার আশ্রয় ঈশ্বর-চেতন মোহমুক্ত, সর্ব্বজ্ঞ, এবং অবিদ্যার আশ্রয় জীব-চেতন মোহমুগ্ধ, অজ্ঞানী।

ব্রহ্ম এক, অদ্বিতীয়, অপরিচ্ছিন্ন, সর্ব্বভেদশূন্য। ভেদ তিন প্রকার—(১) সজাতীয়, যেমন এক বৃক্ষ হইতে অন্য বৃক্ষের ভেদ, (২) বিজাতীয়, যেমন বৃক্ষ হইতে মানুষের ভেদ, (৩) স্বগত, যেমন এক বৃক্ষেরই শাখা ফল পাতায় ভেদ। ব্রহ্ম অখণ্ড একরস বলিয়া তাঁহাতে স্বগত ও সজাতীয় ভেদ নাই, এবং সর্ব্বব্যাপিত্ব হেতু অর্থাৎ তদতিরিক্ত অন্য কোন বস্তু নাই বলিয়া তাঁহাতে বিজাতীয় ভেদও নাই। তাহা হইলে ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কিছুর সত্তা নাই বলিতে হয়। তবে জীব-জগৎ কি? জীব ব্রহ্মই (জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ), জগৎও ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহে—অর্থাৎ ব্রহ্মই জগৎরূপে প্রতিভাসিত। ইহাই অধ্যাস, যেমন রজ্জুতে সর্প। অজ্ঞান ইহার কারণ। জগৎ মিথ্যা। রজ্জুই যেমন মিথ্যা সর্পরূপে প্রতীত হয়, ব্রহ্মই তেমনি মিথ্যা জগৎরূপে প্রতীত হইতেছেন। এক বস্তুর যে অন্যরূপে প্রতীত হওয়া,—এবং সেই অন্য রূপটীর মিথ্যা হইয়াও যে সত্যরূপে প্রতীত হওয়া, ইহা মায়া বা অজ্ঞানের কার্য্য। রজ্জুকে রজ্জুরূপে না জানা, ব্রহ্মকে ব্রহ্মরূপে না জানা,—ইহাই অর্থাৎ ঐ না জানাই অজ্ঞান। রজ্জুকে রজ্জুরূপে জানিলে আর সর্প থাকে না, ব্রহ্মকে ব্রহ্মরূপে জানিলে আর জগৎ থাকে না। অতএব ঐ মায়া বা অজ্ঞান জ্ঞাননাশ্য, সুতরাং ত্রিকাল সত্য নহে, অর্থাৎ সৎ নহে। আবার রজ্জুজ্ঞান না হওয়া পর্য্যন্ত সর্পের সত্তা, ব্রহ্মজ্ঞান না হওয়া পর্য্যন্ত জগতের সত্ত্বা কেহ অপলাপ করিতে পারে না। অতএব ঐ মায়া বা অজ্ঞান অসৎ নহে, অর্থাৎ একেবারে নাই এমন নহে। যাহা একেবারেই নাই, যাহা প্রতীতও হয় না তাহাই অসৎ, যেমন বন্ধ্যাপুত্র। বন্ধ্যাপুত্র বলিলে শব্দানুযায়ী যে একটী জ্ঞান হয়, তাহা অভাবাত্মক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জ্ঞান,—'নাই' এইরূপ বোধ হওয়া। ইহাকে বিকল্প-জ্ঞান বলা হয় ('শব্দজ্ঞানানুপাতী বস্তুশূন্যো বিকল্পঃ'—যোগসূত্র ১।৯)। রজ্জুসর্প বলিলে যে জ্ঞান হয়, তাহা ভাবাত্মক জ্ঞান,—'আছে' এইরূপ বোধ হওয়া। এই স্থলেই 'অসৎ' ও 'মিথ্যা' এই দুইয়ে প্রভেদ বুঝা যায়। দুইয়েরই বাস্তব সত্তা নাই, কিন্তু অসতের প্রাতিভাসিক সত্তাও নাই। মিথ্যার প্রাতিভাসিক সত্তা আছে,—যেমন রজ্জু-সর্প, শুক্তি-রৌপ্য, মরু-মরীচিকা ইত্যাদি স্থলে প্রতিভাসকালে সর্প, রৌপ্য, মরীচিকা দেখা যায়। এইজন্য ইদং প্রত্যয়ের গোচর জগৎকে অসৎ না বলিয়া মিথ্যা বলা হয়। অতএব দেখা গেল মায়া বা অজ্ঞান সৎও নহে, অসৎও নহে। সেইজন্য মায়াকে বলা হয় সদসৎ বিলক্ষণ। আমরা তিনটী বস্তুর পরিচয় পাইলাম,—সৎ, অসৎ, মিথ্যা। আমরা সাধারণতঃ বুঝি যাহা সৎ তাহা ত্রিকাল-সত্য,—ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান কোন কালেও তাহার নাশ নাই, তাহা অসৎ হইতে পারে না, মিথ্যাও হইতে পারে না,—অর্থাৎ যাহা সর্বকালেই 'আছে', তাহাকে কোন কালেও 'নাই' বলা যাইতে পারে না। যাহার সত্তা প্রাতিভাসিক (যেমন রজ্জু-সর্প), তাহা ত্রিকাল সত্য নহে,—তাহা প্রতিভাস কাল পর্য্যন্ত সত্য। আমরা ইহাও বুঝি, যাহা অসৎ যাহা কোন কালেই নাই, তাহা সৎ হইতে পারে না—বেদান্ত-মতে তাহা মিথ্যাও নহে,—অর্থাৎ যাহা একেবারেই 'নাই', তাহাকে ত্রিকালে বা কোনও কালে 'আছে' বলা যাইতে পারে না। সৎকে যেমন অসৎ বা মিথ্যা বলিতে পারি না, এবং অসৎকে যেমন সৎ বা মিথ্যা বলিতে পারি না, সেইরূপ যাহা সৎ নয়, তাহাকে আমরা অসৎ বা মিথ্যা বলিতে পারি, এবং যাহা অসৎ নয়, তাহাকে আমরা সৎ বা মিথ্যা বলিতে পারি। বেদান্তানুসারে ইহাই বস্তু সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ষষ্ঠ অধ্যায়

মায়া (২)

মায়া অনাদি। জগৎ-প্রপঞ্চ, জীব, ঈশ্বর মায়ার কার্য্য বলিয়া ইহারা মায়ার জনক হইতে পারে না। ঈশ্বর মায়াযুক্ত, কিন্তু ঈশ্বরে মায়ার আবরণ-শক্তি নাই। জগৎ-সৃষ্টির মূলে যে মায়ার বিক্ষেপ শক্তি আছে, তাহাও ঈশ্বরের অধীন। জীবসমষ্টি ঈশ্বরের অন্তর্গত বলিয়া অবিদ্যাও তাঁহাতে আছে, কিন্তু তিনি মায়া ও অবিদ্যা উভয়েরই জ্ঞাতা। যেমন ইন্দ্রজালিক ক্ষণমধ্যে চিত্তচমৎকারক বিচিত্র বস্তু উৎপাদন করে, কিন্তু জানে যে ঐ সমস্তই মিথ্যা, সুতরাং সে নিজে তদ্দ্বারা অভিভূত হয় না, সেইরূপ ঈশ্বর জ্ঞান-স্বরূপ, সুতরাং মায়াধীন নহেন বলিয়া তিনি নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ। ইহা একমাত্র সর্ব্বেশ্বর অর্থাৎ কারণ-ব্রহ্ম সম্বন্ধেই বলা হইল। কারণ-ব্রহ্মের অধীন যে-সকল ঈশ্বর, তাঁহারা কার্য্যব্রহ্ম, সুতরাং মায়াধীন—ইহা পূর্ব্বেই বলিয়া আসিয়াছি। তবে সর্ব্বেশ্বরকেও যে মায়া-কার্য্য বলা হয়, তাহার অর্থ এই যে, তাঁহার ঈশ্বরত্ব মায়ার অধীন অর্থাৎ মায়াযুক্ত না হইলে ঈশ্বরত্ব হয় না। মায়া, জীব ও ঈশ্বর তিনই অনাদি। তিনই অনাদি বলিয়া কে কাহার কারণ হইবে,—এইরূপ আপত্তি হইতে পারে। ইহার উত্তর এই যে, অনাদি হইলেও ইহাদের মধ্যে প্রয়োজক-প্রযোজ্য সম্বন্ধ থাকিতে কোন বাধা নাই। সেই জন্য মায়া দ্বারা জীবত্ব ঈশ্বরত্ব সম্ভব। শুদ্ধ চেতনও মায়ার জনক হইতে পারে না, কারণ তাহা হইলে ব্রহ্মকে বিকারী হইতে হয়। ব্রহ্ম বিকারী হইলে ব্রাহ্মী স্থিতিরূপ যে মোক্ষ, সেই মোক্ষ বস্তুটী মিথ্যা হইয়া যায়, কারণ মোক্ষ-দশায়ও ব্রহ্ম হইতে মায়ার উৎপত্তি স্বীকার করিতে হয়। কাযে-কাযেই মোক্ষের শাস্ত্রোক্ত সাধানাদিও নিস্ফল হইয়া যায়। এইজন্য মায়ার কোনও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জনক-জননী নাই. অতএব মায়াকে অনাদি স্বীকার করিতে হয়। আবার জ্ঞানোদয়ে মায়ার নাশ হয় বলিয়া মায়াকে সান্ত বলিতে হয়। ততএব যুক্তির দ্বারা মায়ার নির্ণয় করা যায় না, এই জন্যও মায়া অনির্ব্বচনীয়া।

এস্থলে শঙ্কা হয় যে অনাদি বস্তুর নাশ যুক্তিযুক্ত নহে,—অনাদি যাহা তাহা অনন্ত হইবে। অনাদির অন্ত আছে, ইহার কোন দৃষ্টান্তও নাই। উত্তরে বেদান্তী বলেন, অনাদি বস্তুর যে অন্ত হয় ইহার দৃষ্টান্ত আছে। যেমন ঘটোৎপত্তির পূর্ব্বে ঘটের অভাব ছিল, এবং সেই অভাবটী আদিশূন্য ছিল—ইহা স্বীকার্য্য। কিন্তু ঘটোৎপত্তি দ্বারা ঘটাভাব নষ্ট হয়।

মায়া অনাদি বলিয়া সাবয়বা হইতে পারে না। মায়া নিরবয়বাও নহে, কারণ উহা হইতে জগৎ-প্রপঞ্চের উৎপত্তি হয়,—মায়াই জগৎরূপে পরিণতা, জগদাকারা। মায়া ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহে. কারণ শক্তি-শক্তিমানে অভেদ। মায়া ব্রহ্ম হইতে অভিন্নও নহে, কারণ উহা জড়, দৃশ্য। এই দিক্ দিয়া দেখিলেও মায়ার অনির্ব্বচনীয়ত্ব প্রতীয়মান হইবে। সেইজন্য বিষ্ণুভাগবত বলেন,—তর্ক-বিচারে বিরুদ্ধ বলিয়া যাহার নির্ণয় হয় না তাহাই মায়া,—'সেয়ং ভগবতো মায়া যন্নয়েন বিরুদ্ধ্যতে' (৩।৭।৯—২১)। নয়েন=তর্ক দ্বারা।

এক্ষণ মায়াকে যদি উক্তরূপ কোন একটা বস্তু বলিয়া স্বীকার করি, তবে অদ্বয় অখণ্ড-ব্রহ্মে দ্বৈতাপত্তি আসিল। মায়া স্বীকার করিলে ব্রহ্মের অদ্বয়ত্ব রহিল কোথায়? ইহার উত্তর এই যে, কল্পিত সর্প দ্বারা যেমন রজ্জুর কোন হানি হয় না, মরু মরীচিকার কল্পিত জল দ্বারা যেমন উষর মরুস্থল সিক্ত হয় না, সেইরূপ মায়া দ্বারা ব্রহ্মে অদ্বৈতহানি হয় না। কেননা মায়া মিথ্যা অর্থাৎ মায়ার বাস্তব সত্তা নাই, কেবল প্রতিভাস হয় মাত্র,—ইহা পূর্ব্বই বলা হইয়াছে।

মায়ার মিথ্যাত্ব, এবং সেই হেতু ব্রহ্মে অদ্বৈতহানি হয় না স্বীকার করিলেও প্রশ্ন এই যে, অখণ্ড অদ্বয় জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মে এই মিথ্যাত্বের অবভাস, এই ভ্রমের, এই অবিদ্যার সম্ভাবনাই বা কেন হইবে এবং কি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রকারে হইবে ? অর্থাৎ এক কথায় প্রশ্ন এই যে, মায়া কোথা হইতে আসিল ? ইহার উত্তর কে দিবে ? অনির্ব্বচনীয় বস্তুর নির্ণয় কে করিবে ? কারণ, কার্য্য ও যুক্তি (=প্রমাণ) দ্বারা মায়া কোথা হইতে আসিল—ইহার কোন নির্ণয় হয় না। মায়ার কোন কারণ নাই, কেননা মায়া অনাদি, অমূল। মায়া নিজে অমূল বটে, কিন্তু জগতের মূল এবং মায়া-কার্য্য যে জগৎ তাহা প্রত্যক্ষ, এবং ঐ কার্য্যই মায়ার অস্তিত্বের অনুমাপক প্রমাণ। অতএব মায়া অনির্ব্বচনীয় হইলেও অস্বীকার করা যায় না। আত্মাতে যে অবিদ্যারূপ দোষ (যাহা পরমার্থতঃ মিথ্যা) আছে, তাহার সাক্ষাৎ শ্রুতি-প্রমাণ এই,—

তদ্ যথা হিরণ্যং নিধিং নিহিতং অক্ষেত্রজ্ঞা উপর্য্যুপরি সঞ্চরন্তো ন বিন্দেয়ুঃ, এবমেব ইমাঃ সর্ব্বাঃ প্রজা অহরহঃ গচ্ছন্তি অত এব ব্রহ্মলোকং ন বিদন্তি অনৃতেন প্রত্যূঢ়াঃ।

মাটীর নীচে সুবর্ণ আছে, ইহা যাহার জানা নাই, সে সেই ভূমির উপর দিয়া বারম্বার যাতায়াত করিলেও সুবর্ণ লাভ করিতে পারে না। সেইরূপ সুষুপ্তি কালে প্রতিদিন জীবসকল ব্রহ্মলোকে গিয়াও অজ্ঞান দ্বারা আবৃত (অনৃতেন প্রত্যূঢ়াঃ) থাকে বলিয়া ব্রহ্মকে জানিতে পারে না (তাহাদের নিকট ব্রহ্মচৈতন্যের প্রকাশ হয় না)। মায়ার অন্য বৈদিক প্রমাণ উঃ নৃঃ তাপনী উপনিষদে ('মায়া জীবেশাবভাসে করোতি, মায়া চ অবিদ্যা চ দ্বয়মেব ভবতি'—৯।৫ *) দ্রষ্টব্য।

মায়া স্বীকার্য্য কেন, তদ্বিষয়ে একটী যুক্তি শ্রীশঙ্করাচার্য্য দেখাইতেছেন,—

ব্রহ্মণি অবিদ্যানুপপত্তিরিতি চেৎ, ন, ব্রহ্মণি বিদ্যা বিধানাৎ (বৃহ,

* অদ্বৈত বেদান্তসম্মত মায়ার স্বরূপ সহ নৃঃ উঃ তাপনীর ষষ্ঠ উপনিষৎ বর্ণিত মায়ার সুস্পষ্ট সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। প্রাচীনতম ঋগ্বেদীয় নাসদীয় সূক্ত (নাসদ্ আসীৎ তদানীং নোসদ্ আসীৎ তদানীং ইত্যাদি) এবং তাঁহার সায়নভাষ্য পাঠে জানা যায় যে মায়াবাদের মূল বেদেই নিহিত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উ, ১।৪।১০ ভাষ্য),—ব্রহ্মে অবিদ্যা থাকিতে পারে না, এইরূপ আপত্তি সঙ্গত নয়, কারণ শাস্ত্রে ব্রহ্মজ্ঞানের আবশ্যকতা উপদিষ্ট হইয়াছে। অর্থাৎ ব্রহ্মে অবিদ্যার আরোপ না মানিলে 'সদেব ইদং সর্ব্বং,' 'ব্রহ্মৈবেদং সর্ব্বং' (এই দৃশ্যমান জগৎ সমস্তই সৎস্বরূপ ব্রহ্ম ;, 'নেদং দ্বৈতমস্তি অব্রহ্ম' (ব্রহ্ম হইতে অতিরিক্ত এই দৃশ্যমান দ্বৈতের অর্থাৎ নানা বিভিন্ন বস্তুর কোন সত্তা নাই) ইত্যাদি ব্রহ্মৈকত্ব জ্ঞানোপদেশের কোন আবশ্যকতাই থাকে না। 'ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি' (যাহার ব্রহ্মজ্ঞান হইয়াছে, তাহার বন্ধন ছিন্ন হয়, সে ব্রহ্মই হয়) —এই সকল শ্রুতিবাক্য দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, যদি বন্ধনের হেতুভূত অজ্ঞান ব্রহ্মে না থাকিত, তাহা হইলে ব্রহ্মজ্ঞান বন্ধনের নাশ করে,—এ কথা যুক্তিহীন হইয়া পড়ে। যাহা যেখানে নাই, তাহার সেখানে নিবৃত্তি কিরূপে হয় ?

মায়া স্বীকার করিলেও জ্ঞানস্বরূপ অদ্বয় ব্রহ্মে মায়া কিরূপে সম্ভব, এই শঙ্কা ত' রহিয়াই গেল। এ সম্বন্ধে শঙ্করের গীতাভাষ্য (১৩।২) হইতে নিম্নে কিছু উদ্ধৃত করিতেছি। ইহা হইতে অবিদ্যা বিষয়ে বেদান্তের দৃষ্টি-কোণ হয়ত কতক পরিমাণে বুঝা যাইতে পারে।

প্রশ্ন—অবিদ্যা যদি ব্রহ্মের না হইল তবে কাহার ?

উত্তর—যাহার দৃষ্ট হয়, তাহার।

প্রশ্ন—কাহার দৃষ্ট হয় ?

উত্তর—এই প্রশ্ন অর্থশূন্য। (এখানে প্রশ্নকর্ত্তা 'ঐ অবিদ্যা কাহার' ইহা দ্বারা যেন অবিদ্যা বস্তুটী দেখিয়াছেন—ইহা স্বীকার করিয়া ভাষ্যকার বলিতেছেন) কারণ অবিদ্যা যদি তুমি দেখিয়া থাক, তবে যাহার অবিদ্যা (অর্থাৎ অবিদ্যা যাহাকে আশ্রয় করিয়া আছে), তাহাকেও নিশ্চয় তুমি দেখিতে পাইয়াছ। গরুগুলির অধিকারীকে দেখিয়াও যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে উহাদের অধিকারী কে, তবে সেরূপ প্রশ্ন অর্থশূন্য।

প্রশ্ন—গরু ও তাহার অধিকারী সকলেরই প্রত্যক্ষের বিষয়, কিন্তু

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অবিদ্যা ও অবিদ্যাবান্ কাহারও প্রত্যক্ষের বিষয় নহে। অতএব প্রশ্নের সার্থকতা আছে।

উত্তর—অবিদ্যা ও অবিদ্যাবান্ যদি প্রত্যক্ষের বিষয়ই না হয়, তবে তাহাকে তোমার জানিবার চেষ্টা করিয়া কি ফল ?

প্রশ্ন—অবিদ্যা সর্বদুঃখের হেতু। অতএব অবিদ্যা কোথা হইতে আসিল, জানিলে উহাকে বিনষ্ট করা যাইতে পারে।

উত্তর—যাহার অবিদ্যা, সেই উহাকে বিনষ্ট করুক।

প্রশ্ন—আমারই ত' অবিদ্যা।

উত্তর—তোমার অবিদ্যা হইলে তুমি অবিদ্যাকে জান, সুতরাং অবিদ্যাবান্ আত্মাকেও জান।

প্রশ্ন—জানি সত্য, কিন্তু প্রত্যক্ষরূপে ত' জানি না।

উত্তর—প্রত্যক্ষ দ্বারা না জানিলে অনুমান দ্বারা জানিয়াছ বলিতে হইবে। যদি তাহাই হয়, তবে অনুমানের হেতু যে সম্বন্ধ-জ্ঞান (=ব্যাপ্তি-জ্ঞান), তাহা তোমার কিরূপে জন্মিল ? তোমার আত্মাই যদি জ্ঞাতা হয়, তাহা হইলে জ্ঞেয় অর্থাৎ জ্ঞানের বিষয় অবিদ্যার সহিত তোমার অর্থাৎ আত্মার যে কোন সম্বন্ধ আছে, তাহা কিছুতেই বুঝা যায় না। * * জ্ঞাতা আত্মা কেবলই জ্ঞাতা, কদাপি জ্ঞেয় নহে। তাহা হইলে অবিদ্যা ও অবিদ্যার পরিণাম যে দুঃখিত্বাদি দোষ, তদ্দ্বারা আত্মা কিছুমাত্র দূষিত হইতে পারে না। জ্ঞেয়-জ্ঞাতৃত্ব-সম্বন্ধ হেতু কোন দোষের আশঙ্কাও হইতে পারে না, কারণ বস্তুতঃ আত্মাকে জ্ঞাতা বলাও ঠিক নহে, কিন্তু আত্মা জ্ঞানস্বরূপ, ইহা বলাই ঠিক। জ্ঞাতৃত্ব আত্মাতে আরোপিত হয় মাত্র। যেমন উষ্ণতা অগ্নির স্বভাব, কিন্তু তাপ ক্রিয়াটী তদুপরি আরোপিত হয়, সেইরূপ জ্ঞান-স্বভাব আত্মাতেও জ্ঞাতৃভাব আরোপিত হয়। ইত্যাদি।

অন্যত্রও শঙ্কর এই কথাই বলিয়াছেন (৪।১।৩ বে, সূ, ভাষ্য)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রশ্ন।—কস্য পুনরয়মপ্রবোধ ইতি চেৎ—সবই যদি ব্রহ্ম, তবে অপ্রবোধ অর্থাৎ অজ্ঞান কাহার ?

উত্তর।—যে তুমি এই প্রশ্ন করিলে সে-ই তোমার।

প্রশ্ন।—তোমার মতে ত আমি ব্রহ্ম, তবে আমার আবার অপ্রবোধ কি ?

উত্তর।—যদি তুমি আপনাকে নিত্য প্রবুদ্ধ বলিয়া জানিয়া থাক, তাহা হইলে কাহারই অপ্রবোধ নাই। তোমার এইরূপ প্রশ্নই অজ্ঞানের ফল। (অর্থাৎ তোমার আত্মবোধ হয় নাই)।

এই সকল প্রশ্নোত্তর হইতে প্রতীয়মান হইবে যে, শুদ্ধ ব্রহ্মে অবিদ্যা কিরূপে আসিল,—এইরূপ প্রশ্নই নিরর্থক। কোন পদার্থের আগমন দেশ-কাল-বস্তু সাপেক্ষ, অর্থাৎ উহা কোনও স্থান, কোনও কাল বা কোনও বস্তু হইতে আসিবে। দেশ-কাল-বস্তু, এই তিনটীও যখন অবিদ্যার রূপ, তখন অবিদ্যা হইতেই অবিদ্যা আসিল—এইরূপ বলিতে হয়। কিন্তু এ কথার কোন সঙ্গতি নাই। অতএব অবিদ্যা কোথা হইতে আসিল, এই প্রশ্নই নিরর্থক। প্রথম কথা শুদ্ধ ব্রহ্মে অবিদ্যার লেশও নাই। অবিদ্যা শুদ্ধ ব্রহ্মকেই আশ্রয় করিয়া আছে সত্য, কারণ মিথ্যা প্রাতিভাসিক সত্তাবান বস্তুর অধিষ্ঠান, আশ্রয় বা আধার কোন সত্য বস্তুই হইবে। অবিদ্যা অনাদি বলিয়া শুদ্ধ ব্রহ্ম ভিন্ন আর কাহারও আশ্রিত হইতে পারে না। কিন্তু এই আশ্রয়ের অর্থ ইহা নহে যে, শুদ্ধ ব্রহ্ম অবিদ্যা দ্বারা লিপ্ত বা বশীকৃত হইয়াছেন, কারণ পূর্ব্বেই বলিয়াছি, অধ্যস্ত বস্তু দ্বারা অধিষ্ঠানের কোন বিকার হইতে পারে না। আবার অবিদ্যা শুদ্ধ ব্রহ্মকেই আবরণ বা আচ্ছাদন করে সত্য, কিন্তু এই আচ্ছাদনের অর্থ ইহা নহে যে, শুদ্ধ ব্রহ্ম স্বয়ং অবিদ্যা-গ্রস্ত হইয়াছেন,—যাহা অসম্ভব। * এই আবরণের ফলে

* কোন মতে (ভামতীকার বাচস্পতি মিশ্র) মায়া ভিন্নাশ্রয় ভিন্নবিষয়, অর্থাৎ মায়ার আশ্রয় জীব, এবং বিষয় (আচ্ছাদ্য) শুদ্ধ চেতনব্রহ্ম, যেমন দাহের আশ্রয় অগ্নি এবং বিষয় কাষ্ঠ। কিন্তু প্রচলিত স্বীকৃত মত এই যে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনাদি মায়া দ্বারা বদ্ধ জীবের দৃষ্টি আচ্ছাদিত হওয়ায় ব্রহ্মকে সে দেখিতে পায় না বলিয়া 'ব্রহ্ম নাই', অথবা 'আমি ব্রহ্মকে জানি না' এইরূপ অভিমান করে। যেমন—

ঘনচ্ছন্নদৃষ্টির্ঘনচ্ছন্নমর্কং
নিষ্প্রভং মন্যতে চাতিমূঢ়ঃ।

মেঘ দ্বারা দৃষ্টি আবৃত হইলে মেঘাবৃত সূর্য্যকে যে দেখা যায় না, তাহাতে লোকে মনে করে সূর্য্য নিষ্প্রভ হইয়াছে, সূর্যের জ্যোতি নাই। কিন্তু ইহা অত্যন্ত মূঢ় লোকের কথা। সূর্য্য-জ্যোতি কি কখনও মেঘাবরণে লুপ্ত হয়? সেইরূপ নিত্য-শুদ্ধ-ব্রহ্ম-জ্যোতি কি কখনও কাহারও আবরণ দ্বারা লুপ্ত হইতে পারে? তাহা হইলে ত' ব্রহ্মের জ্ঞানস্বরূপত্বেরই নাশ হয়। দ্বিতীয় কথা,—শুদ্ধ ব্রহ্মের জ্ঞান হইলে অবিদ্যা বলিয়া যে কোন বস্তু কস্মিন্‌কালে ছিল বা আছে এইরূপ প্রতীতি ভ্রম মাত্র বলিয়া বোধ হইবে। তৃতীয় কথা,—অবিদ্যার গণ্ডীতে আবদ্ধ থাকিয়া অবিদ্যার উৎপত্তি, অর্থাৎ অবিদ্যা কোথা হইতে বা কেন আসিল ইত্যাদি জানিবার চেষ্টা পণ্ডশ্রম মাত্র। অবিদ্যার গর্ভে বাস করিয়া অবিদ্যাকে জানা যায় না। আবার ব্রহ্মাত্মজ্ঞান হইলে অবিদ্যার কোন অবসরই থাকে না,—এমন কি অবিদ্যা কোন কালে ছিল, এইরূপ ভ্রমই নষ্ট হইয়া যায়। এইজন্য অবিদ্যাকে,

---

মায়া স্বাশ্রয় সবিষয়, অর্থাৎ মায়ার যাহা আশ্রয় তাহাই বিষয়, যেমন অন্ধকার গৃহকে আশ্রয় করিয়া বিষয়ও (আচ্ছাদন, আবরণ) করে, অথবা যেমন কাষ্ঠের আশ্রয় অগ্নি কাষ্ঠকে দগ্ধ করে। জীবভাব ও ঈশ্বরভাব মায়াকৃত বলিয়া শুদ্ধ চেতনকেই মায়ার আশ্রয় বলিতে হয়। 'মায়ান্তু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ মায়িনন্তু মহেশ্বরম্'—মায়া-উপহিত চেতনকে ঈশ্বর বলিয়া জান—এই শ্রুতি প্রমাণেও শুদ্ধ চেতনই মায়ার আশ্রয়রূপে নিশ্চিত হন। মায়ার বিষয় যে শুদ্ধ চেতন ইহা উভয় মতেই স্বীকৃত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মায়াকে অনির্ব্বচনীয়া বলা ছাড়া আর কোন উপায় নাই,—অর্থাৎ অবিদ্যা কোথা হইতে কেন আসিল,—ইহা কোন কালে কেহ নির্ণয় করিতে পারিবে না। মায়া বস্তুটী এতই গূঢ় যে উহার রহস্য অজ্ঞেয়। সেইজন্য এবং পূর্ব্বোদ্ধৃত প্রশ্নোত্তরগুলি হইতে ইহা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, শঙ্কর যেন বলিতেছেন,—মায়ার সন্ধানে যাইয়া তোমার কোন লাভ নাই, মায়া কোথা হইতে কেন আসিল, ইহা জানিবার চেষ্টায় তোমার কোন ইষ্টসিদ্ধি হইবে না। তোমার প্রয়োজন ব্রহ্মাত্মজ্ঞান, যাহা লাভ করিলে জানিবে যে, মায়ার সহিত তোমার কোন সম্বন্ধ নাই এবং কোন কালে ছিলও না। অতএব শঙ্করবেদান্তে মায়াবাদ মুখ্য কথা নহে, কিন্তু শুদ্ধ ব্রহ্মবাদই মুখ্য বস্তু।†

---

†কোন কোন সম্প্রদায় মায়াবাদটী ভগবান শঙ্করাচার্য্যের স্কন্ধে চাপাইয়াছেন,—অর্থাৎ তিনিই নাকি জগৎমিথ্যাবাদরূপ মায়াবাদের প্রবর্ত্তক, তাঁহার পূর্ব্বে মায়াবাদ ছিল না। কিন্তু এ কথার কোন ভিত্তি নাই। মায়াবাদের উল্লেখ বেদে আছে—ইহা আমরা পূর্ব্বে দেখাইয়াছি। মহাভারতেও মায়াবাদের উল্লেখ আছে। অন্যান্য শাস্ত্রের কথা ছাড়িয়া দিয়া এ স্থলে সকলের, বিশেষতঃ উক্ত আক্ষেপকারীদিগের, অতিমান্য গ্রন্থ বিষ্ণু-ভাগবত (শ্রীমদ্ভাগবত) হইতে ইহার কিছু প্রমাণ দিতেছি,—

(১) বিতথমনোবিলাসমৃতমিত্যবয়ন্ত্যবুধাঃ (১০।৮৭।৩৭) অর্থাৎ মনোবিলাস মাত্র, স্বরূপতঃ মিথ্যা এই জগৎকে যাহারা সত্য বলিয়া মনে করে, তাহারা অজ্ঞ। টীকায় শ্রীধর স্বামী বলিতেছেন,—'অত্রৈবং প্রয়োগঃ। বিবাদধ্যাসিতং ন সৎ। আদ্যন্তয়োরবিদ্যমানত্বাদ্ বিকারিত্বাদ্ দৃশ্যত্বাৎ চ শুক্তিরজতাদিবৎ' ইত্যাদি। অর্থাৎ ব্রহ্মে অধ্যস্ত এই জগৎ সৎ নহে, কারণ সৃষ্টির পূর্ব্বে জগৎ ছিল না, অন্তেও থাকিবে না, অতএব মধ্য সময়েও (বর্ত্তমান সময়েও) উহা মিথ্যা। বিকারিত্ব ও দৃশ্যত্ব হেতুও উহা মিথ্যা। দৃষ্টান্ত—যেমন শুক্তিতে অধ্যস্ত রজত মিথ্যা।

(২) দৃশ্যত্বাব্যতিরেকাভ্যামাদ্যন্তবদবস্তু যৎ (১২।৪)২৩) দৃশ্যত্ব ও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কারণ হইতে অভিন্নত্ব হেতু, এবং আদি ও অন্ত আছে বলিয়া জগৎ অবস্তু অর্থাৎ মিথ্যা। (দৃষ্টান্ত—যেমন রজ্জু-সর্প।)

(৩) সত্ত্বং রজস্তম ইতি ত্রিবিদেকমাদৌ

* * *

ব্রহ্মৈব ভাতি সদসচ্চ তয়োঃ পরং যৎ ॥১১।৩।৩৭

সৃষ্টির পূর্ব্বে একমাত্র ব্রহ্মই ছিলেন। তিনি সত্ত্ব-রজ-তম এই ত্রিগুণাত্মক প্রধানরূপে অবভাসিত হন। স্থূল, সূক্ষ্ম ও তাহাদের কারণরূপেও একমাত্র ব্রহ্মই প্রকাশিত হইতেছেন।

সৃষ্টির পূর্ব্বে জগৎ ছিল না। ব্রহ্মই মায়ারূপে দৃষ্ট হইলেন, এবং এখনও ব্রহ্মই জগৎরূপে প্রতীত হইতেছেন। অতএব জগৎ কোন কালেই ছিল না, এখনও নাই।

(৪) অবিদ্যমানোঽপ্যবভাতি হি দ্বয়ো,
ধাতুর্ধিয়া স্বপ্নমনোরথো যথা। ১১।২।৩৮

দ্বৈত প্রপঞ্চের কোন অস্তিত্ব নাই, অথচ প্রতীত হয়, যেমন স্বপ্নে দৃষ্ট দৃশ্য মিথ্যা হইলেও অবভাসিত হয় এবং জাগ্রতেও মনোরথ যেমন মিথ্যা কল্পনামাত্র।

(৫) অর্থে হ্যবিদ্যমানেঽপি সংসৃতির্ন নিবর্ত্ততে।
ধ্যায়তো বিষয়ানস্য স্বপ্নেঽনর্থাগমো যথা ॥ ৩।২৭।২৪

সংসারের অবাস্তবত্ব সিদ্ধ হইলেও সংসার-নিবৃত্তি হয় না। কেন? কারণ এই যে, বিষয়ী পুরুষ সংসারকে সত্য বলিয়া মনে করে, যেমন স্বপ্নে বস্তুসমাগম মিথ্যা হইলেও সত্য মনে হয়।

জাগ্রতাদি তিন অবস্থাই স্বপ্ন, অর্থাৎ স্বপ্নবৎ মিথ্যা—

(৬) লোকে বিততমাত্মানং লোকঞ্চাত্মনি সন্ততম্।
উভয়ঞ্চ ময়া ব্যাপ্তং ময়ি চৈবোভয়ং কৃতম্ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যথা সুষুপ্তঃ পুরুষো বিশ্বং পশ্যতি চাত্মনি।
আত্মানমেকদেশস্থং মন্যতে স্বপ্ন উত্থিতঃ।
এবং জাগরণাদীনি জীবস্থানানি চাত্মনঃ।
মায়ামাত্রাণি বিজ্ঞায় তদ্দ্রষ্টারং পরং স্মরেৎ॥ ৬।১৬।৫২-৫৪

ভগবান বিদ্যাধরপতি চিত্রকেতুকে বলিতেছেন,—এই ভোক্তৃভোগ্য প্রপঞ্চ জগৎ আমা দ্বারা ব্যাপ্ত এবং আমাতেই কল্পিত। যেমন স্বপ্নমধ্যেও কেহ সুষুপ্তি ও স্বপ্ন দর্শন করে, আবার জাগরিত হইয়া আপনাকে একদেশস্থ (যেমন শয্যার এক পার্শ্বে) মনে করে, সেইরূপ জাগ্রৎ স্বপ্ন ও সুষুপ্তি,—বুদ্ধির এই যে প্রসিদ্ধ তিনটি অবস্থা, উহারাও আত্মার মায়া মাত্র, অর্থাৎ এই তিনটিই স্বপ্নসদৃশ। ইহা জানিয়া তিন অবস্থার সাক্ষী ও অবস্থাত্রয়ের অতীত আত্মাকে স্মরণ করিবে।

অন্যত্র, 'ত্রীন্ স্বপ্নান্ ধুনুতে মুনিঃ' (৭।১৫।৬২, 'ত্রয় অবসথাঃ স্বপ্নাঃ', ঐতরেয় শ্রুতি)

ইহাই ত মায়াবাদ। অদ্বৈত বেদান্তের মায়াবাদ হইতে ভাগবতোক্ত মায়াবাদের ভিন্নত্ব কোথায়? আর যে যাহাই বলুক (অনেকে ভাগবত গ্রন্থকে আধুনিক বলেন), আক্ষেপকারী সম্প্রদায় অবশ্য ইহা কখনই স্বীকার করিবেন না যে ভাগবত শঙ্করাচার্য্যের পরবর্ত্তী গ্রন্থ।

জীব সম্বন্ধেও ভাগবতের স্পষ্ট উপদেশ এইরূপ—জীব স্বরূপতঃ ব্রহ্ম বলিয়া তাহাতে যে মায়া-বিকার দৃষ্ট হয়, তাহা অন্তঃকরণ ধর্ম্মের আরোপ জন্য। জীব ব্রহ্মস্বরূপ, সুতরাং তাহার দুঃখাদি মিথ্যা। মিথ্যা হইলেও স্বপ্নে আপন শিরশ্ছেদের ন্যায় প্রতীত হয়। যে জলে চন্দ্র প্রতিবিম্বিত, সেই জলের কম্পনাদি ধর্ম্ম যেমন আকাশস্থ চন্দ্রে থাকে না, জলস্থ চন্দ্র প্রতিবিম্বেও থাকে না, কিন্তু প্রতিবিম্বে প্রতীত হয় মাত্র, সেইরূপ উপাধির ধর্ম্ম ব্রহ্মস্বরূপ জীবে আরোপিত হয়। (৩।৭।৯-১১ শ্লোক)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শঙ্কর মতের ন্যায় এখানেও জীবত্ব মিথ্যা বলিয়াই সিদ্ধ হইল। অতএব জীব ব্রহ্মের অংশ বলিয়া যে ভাগবতের নানা স্থানে উক্ত হইয়াছে, তাহাও কল্পিত অর্থেই বুঝিতে হইবে। সেইজন্য শ্রীধর স্বামী অংশের ব্যাখ্যায় বলেন,—'অংশ ইব অংশঃ,' যেন অংশ, অর্থাৎ অংশের ন্যায় দেখায়, প্রকৃত-পক্ষে অংশ নহে, কারণ নিরংশ ব্রহ্ম বস্তুর অংশ হইতে পারে না।

জীবের স্বরূপ কি ?—

এষ নিত্যোঽব্যয়ঃ সূক্ষ্ম এষ সর্ব্বাশ্রয় স্বদৃক্।
আত্মমায়াগুণৈর্বিশ্বমাত্মানং সৃজতে প্রভুঃ॥

অর্থাৎ জীব নিত্য, অব্যয়, জন্মাদিশূন্য, সকলের আশ্রয়, স্বপ্রকাশ। জীব আপনার মায়াগুণ দ্বারা আপনাকে বিশ্বরূপে সৃজন করে ('তদাত্মানং স্বয়মকুরুত'—শ্রুতি)। 'জীবস্তু বস্তুতো ব্রহ্মত্বাৎ ব্রহ্মণ এব চিচ্ছক্তিবিশিষ্টস্য ঈশ্বরত্বেন স্রষ্টৃত্বাৎ জীবোসৃজতি ইতি বাচো যুক্তঃ' (শ্রীধর) অর্থাৎ জীব বস্তুতঃ ব্রহ্মস্বরূপ, আবার ব্রহ্মই চিৎশক্তিবিশিষ্ট ঈশ্বররূপে জগৎ সৃষ্টি করেন, অতএব জীব সৃষ্টি করে ইহা বলা যুক্তিযুক্ত।

এতদ্দ্বারা সিদ্ধ হইতেছে যে স্বরূপতঃ ব্রহ্ম, ঈশ্বর ও জীবে কোন ভেদ নাই, এবং উপাধিযোগেই জীবত্ব তথা ঈশ্বরত্ব কল্পিত হয়। অদ্বৈত বেদান্তের সিদ্ধান্তও তাই।

অতএব আচার্য্য শঙ্করকে মায়াবাদের উদ্ভাবক বলা অসঙ্গত।

—:*:—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সপ্তম অধ্যায়

মায়া ও ব্রহ্মে অভেদ (১)

পূর্ব্বের আলোচনা হইতে এক্ষণ বিচার্য্য এই যে, মায়া বস্তুটীর যদি বাস্তব সত্তা না থাকে, অর্থাৎ উহা নাই কিন্তু কেবল প্রতীত হয়, এবং অদ্বয় ব্রহ্মই যদি একমাত্র সদ্বস্তু হয়, তবে মায়াকে ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন বলা যাইতে পারে কি ? না। যাহা আমি মায়া বলিয়া দেখিতেছি, তাহা ব্রহ্মই। অতএব মায়াতে ও ব্রহ্মে কোন ভেদ নাই। কল্পিত বস্তুর সত্তা উহার অধিষ্ঠান হইতে ভিন্ন নহে। রজ্জু-সর্প-ভ্রম স্থলে সর্পটী রজ্জু দ্বারাই গঠিত, রজ্জুতেই উহার স্থিতি এবং রজ্জুজ্ঞান হইলে রজ্জুতেই উহার লয় হয়; ইহা হইতে অপরিহার্য্য সিদ্ধান্ত এই হয় যে রজ্জুরূপ অধিষ্ঠান হইতে কল্পিত সর্প অতিরিক্ত বা ভিন্ন নহে। সেইরূপ ব্রহ্মে আরোপিত কল্পিত জগৎ ব্রহ্ম-সত্তা দ্বারাই গঠিত, ব্রহ্মেই উহার স্থিতি, এবং ব্রহ্মজ্ঞান হইলে ব্রহ্মেই উহার লয় হয়। সেইজন্য ব্রহ্মরূপ অধিষ্ঠান হইতে জগৎ অতিরিক্ত বা ভিন্ন নহে। অতএব মায়া ব্রহ্ম হইতে অতিরিক্ত বা ভিন্ন বস্তু নহে, অর্থাৎ ব্রহ্মমায়া বা ব্রহ্মশক্তি ব্রহ্মই।

প্রশ্ন হইতে পারে, মায়া যে ব্রহ্মেই অধ্যস্ত বা কল্পিত তাহার প্রমাণ কি ? উহা অন্য কোনও জড় বস্তুতেও কল্পিত হইতে পারে। অথবা এক মিথ্যা বস্তু অন্য কোন মিথ্যা বস্তুতেও কল্পিত হইতে পারে—যেমন বেদান্ত-মতে পরমার্থতঃ রজ্জু ও সর্প উভয়ই মিথ্যা সত্ত্বেও মিথ্যা রজ্জুতেই মিথ্যা সর্পাধ্যাস হয়। আবার কখনও রজ্জুকে একটা মালা বা দণ্ডের ন্যায় দেখায়। এ স্থলে এক জড় বস্তুতে অন্য একটী জড় বস্তুর অধ্যাস দৃষ্ট হইতেছে। অতএব চেতন ব্রহ্মই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যে মায়া অধ্যস্ত, ইহা কেহ বলিতে পারে না। আর ব্রহ্মে মায়া অধ্যস্ত না হইলে ব্রহ্মসহ শক্তির অভেদের কথাই উঠিতে পারে না। ইহার উত্তর এই,—এক বস্তুকে অন্যরূপে দেখাকে অধ্যাস বলে ('অতস্মিন্ তদ্‌বুদ্ধিঃ'=অধ্যাস,—শঙ্কর)। অতএব অধ্যাস ভ্রম, যেমন রজ্জুকে সর্পরূপে দেখা ভ্রমজন্য। বেদান্তমতে বস্তুজ্ঞানের রীতি এইরূপ,—অন্তঃকরণ-প্রবাহ নেত্র দ্বারা বাহিরে গিয়া রজ্জুতে সংলগ্ন হইলে উহা তদাকার প্রাপ্ত হয়। রজ্জুর আকারে অন্তঃকরণের আকারিত হওয়াকে বৃত্তি বলে। অন্তঃকরণ-বৃত্তি সহ চিদাভাসও থাকে। অন্তঃকরণে যে কূটস্থ চৈতন্যের প্রতিবিম্ব, তাহার নাম চিদাভাস। অন্তঃকরণ-বৃত্তি বলিলে সাভাস অন্তঃকরণ-বৃত্তিই বুঝিতে হইবে। অন্তঃকরণ-বৃত্তি রজ্জুর আবরণ ভঙ্গ করে, চিদাভাস রজ্জুকে প্রকাশ করে,—যাহার ফলে রজ্জুজ্ঞান হয়। বৃত্তি স্বয়ং জড় বলিয়া রজ্জুর আবরণ ভঙ্গ করিলেও প্রকাশ করিতে পারে না। যেমন অন্ধকার গৃহে একটী ঘট আছে, সেই ঘটটি আবার একটী হাঁড়ি দিয়া ঢাকা আছে। লাঠি দ্বারা আবরণরূপ হাঁড়িটী ভাঙ্গিয়া ফেলিলেও ঘটের প্রকাশের জন্য যেমন আলোকের প্রয়োজন, সেইরূপ বস্তু-প্রকাশে চিদাভাসের প্রয়োজন। তবে চিদাভাস কর্ত্তৃক রজ্জুর প্রকাশেও দর্শনেন্দ্রিয় চক্ষুর উপকারক সূর্য্যপ্রকাশ বা অন্য স্পষ্ট আলোকের প্রয়োজন আছে—অর্থাৎ স্পষ্ট আলোকময় স্থানেই (বিষয়-জ্ঞানস্থলে) অন্তঃকরণ-বৃত্তির উৎপত্তি ও তৎকার্য্য সম্ভব। ইহাই হইল বস্তু-জ্ঞানের সাধারণ রীতি। কিন্তু অধ্যাস বা ভ্রম স্পষ্ট আলোকেও হয় না, ঘনান্ধকারেও হয় না,—মন্দান্ধকারেই (অল্প অল্প আঁধার) উহা সম্ভব। মন্দান্ধকারে কি হয়? বস্তুটীকে বিশেষরূপে জানা যায় না, কিন্তু সামান্যরূপে জানা যায়। রজ্জুকে উহা যে রজ্জুই, এই বিশেষ-রূপে জানা যায় না, কিন্তু 'ইদং' অর্থাৎ ইহা একটা কিছু, এই সামান্যরূপে জানা যায়। মন্দান্ধকারে অন্তঃকরণ রজ্জুসহ সংযুক্ত হওয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সত্ত্বেও রজ্জুর আকারে আকারিত হইতে না পারায় রজ্জুর আবরণ ভঙ্গ হইল না,—রজ্জুকে রজ্জুরূপে জানা গেল না। তখন রজ্জু-চেতনস্থিত অবিদ্যার তমঃ অংশে ক্ষোভ হইয়া সেই অবিদ্যাই সর্পপরিণাম প্রাপ্ত হইল, এবং সমসময়েই অন্তরস্থ সাক্ষী-চেতনস্থিত * অবিদ্যার সত্ত্বাংশে ক্ষোভ হইয়া সেই অবিদ্যাই বৃত্তিজ্ঞান অর্থাৎ সর্পজ্ঞানরূপ পরিণাম প্রাপ্ত হইল। অতএব ভ্রমস্থলে সর্প ও তৎজ্ঞান উভয়ই অবিদ্যার কার্য্য। রজ্জুস্থিত অবিদ্যা সর্পের, এবং সাক্ষীস্থিত অবিদ্যা সর্পজ্ঞানের উপাদান কারণ,—অর্থাৎ উহারা অবিদ্যার (=অজ্ঞানের) পরিণাম। এবং মিথ্যা সর্পটী রজ্জুর অধিষ্ঠান-চেতনের, ও সর্পজ্ঞানটি অন্তরস্থ সাক্ষী-চেতনের বিবর্ত্ত (বিবর্ত্ত=যাহা অধিষ্ঠান হইতে বিষমসত্তাযুক্ত,—অন্যরূপ)। উক্তরূপ প্রক্রিয়া হইতে মনে হইতে পারে যে, রজ্জুই কল্পিত সর্পের অধিষ্ঠান। কিন্তু ইহা ঠিক নহে। রজ্জুকে সর্পের অধিষ্ঠান বলা হয় স্থূল দৃষ্টিতে। প্রকৃতপক্ষে রজ্জু অধিষ্ঠান হইতে পারে না। বেদান্ত-মতে সমস্ত জগৎই ব্রহ্মে কল্পিত, অধ্যস্ত। সুতরাং রজ্জুও কল্পিত,—উহার বাস্তব সত্তা নাই। যাহার বাস্তব সত্তা নাই, যাহা মিথ্যা, তাহা কি অন্য কিছুর অধিষ্ঠান বা আশ্রয় হইতে পারে? মায়া যে ব্রহ্মেই অধ্যস্ত ইহার প্রমাণ কি? পূর্ব্বোত্থাপিত এই প্রশ্নের উত্তর এক্ষণ পাওয়া গেল। এস্থলে শঙ্কা হইতে পারে যে, অধিষ্ঠানজ্ঞান ভিন্ন যখন মিথ্যার অর্থাৎ অধ্যস্তের নিবৃত্তি হয় না এবং রজ্জুজ্ঞানেই যখন সর্প-নিবৃত্তি হয়, তখন রজ্জুকে অধিষ্ঠান বলিব না কেন? উত্তর এই যে, রজ্জুরূপ, অন্তঃকরণ-বৃত্তির কার্য্য যে রজ্জুর আবরণ ভঙ্গ, সেই আবরণ অবিদ্যার (অজ্ঞানের) কার্য্য এবং অবিদ্যা জড় রজ্জুর আশ্রিত নহে (হইতে পারে না), কিন্তু রজ্জুর অধিষ্ঠান-চেতনের আশ্রিত। সুতরাং

*সাক্ষীচৈতন্য = অন্তঃকরণ উপহিত চৈতন্য, দ্রষ্টা। জীবচৈতন্য = অন্তঃকরণবিশিষ্ট চৈতন্য, কর্ত্তা ভোক্তা। উপাধি ও বিশেষণে প্রভেদ পূর্ব্বেপ্রদর্শিত হইয়াছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রজ্জুরূপ অন্তঃকরণ-বৃত্তি রজ্জু-উপহিত চেতনেরই আবরণ ভঙ্গ করে, এবং বৃত্তিস্থিত চিদাভাস (=বৃত্তিতে যে চৈতন্যের আভাস) রজ্জুকে প্রকাশ করে। সাভাস বৃত্তির বিষয় কেবল রজ্জু নহে, কিন্তু অধিষ্ঠান-চেতন সহ রজ্জু। বিষয় প্রত্যক্ষের বেদান্ত-সম্মত প্রক্রিয়ান্তর এইরূপ,—অন্তঃকরণ চক্ষু দ্বারা বহির্গত হইয়া বিষয়ে (যেমন রজ্জুতে) সংলগ্ন হইয়া বিষয়াকার প্রাপ্ত হয়। অন্তঃকরণের এইরূপ পরিণামই যে বৃত্তি, তাহা বলিয়াছি। তখন প্রমাতৃ-চৈতন্য সহ বিষয়-চৈতন্য অভিন্ন হইয়া যায় (চৈতন্যের তিনরূপ—বিষয়-চৈতন্য=বিষয় দ্বারা অবচ্ছিন্ন যে চৈতন্য, প্রমাণ-চৈতন্য=অন্তঃকরণবৃত্তিবিশিষ্ট যে চৈতন্য, এবং প্রমাতৃ-চৈতন্য=অন্তঃকরণবিশিষ্ট যে চৈতন্য। অন্তঃকরণ একাংশে বহির্গত হইয়া বৃত্তিরূপে পরিণত হয়, সুতরাং অন্তরেও থাকে)। সুতরাং যে বিষয়টী বিষয়-চৈতন্যে কল্পিত বা আরোপিত ছিল, তাহা অন্তরস্থ প্রমাতৃ-চৈতন্যেও কল্পিত বা আরোপিত হইয়া যায়, এবং তৎফলে বিষয় প্রত্যক্ষ হয়। প্রমাতৃ-চৈতন্যে বিষয়ের এইরূপে আরোপ হওয়ায় প্রকৃতপক্ষে প্রমাতৃর অস্তিত্ব হইতে বিষয়ের অস্তিত্বের আর কোন অতিরিক্ত বা পৃথক্ সত্তা থাকিল না, কেন না অধ্যস্ত বস্তু অধিষ্ঠানেরই স্বরূপ। আরোপিত সত্তা ও অধিষ্ঠিত সত্তার পৃথক্ অস্তিত্ব নাই। অতএব প্রমাতৃসত্তাই বিষয়সত্তা। এতদ্দ্বারা সিদ্ধ হয় যে, চৈতন্যের প্রকাশেই বিষয়ও প্রকাশিত হয়। যদি কেহ এরূপ শঙ্কা করেন যে চৈতন্যের প্রকাশে অবিদ্যার নাশ হওয়ায় আত্মজ্ঞান হওয়া উচিত, তাহার উত্তর এই যে; এ স্থলে জড়-বিষয়-উপহিত চৈতন্যের কথা হইতেছে, শুদ্ধ চৈতন্যের নহে। যে অবিদ্যা ঘটাদি বিষয়-উপহিত চৈতন্যকে আবরণ করে, তাহাকে বলে কার্য্যরূপা তুলা-অবিদ্যা, এবং যে অবিদ্যা শুদ্ধ চৈতন্যকে আবৃত করে, তাহা কারণরূপা মূলা-অবিদ্যা। ঘটাদি বিষয় জ্ঞানে তত্তৎ আবরক তুলা-অবিদ্যার নাশ হয়, সুতরাং তুলা-অবিদ্যার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নাশে ব্রহ্মস্বরূপ প্রকাশ হয় না, এবং আত্মজ্ঞান তাহার ফলও হইতে পারে না। মূলা-অবিদ্যা ব্রহ্মজ্ঞান না হওয়া পর্য্যন্ত বিদ্যমান থাকে।

অজ্ঞান বা অবিদ্যা চেতনকেই (নিজের অধিষ্ঠান বলিয়া) আশ্রয় করে, এবং (আবরণ করে বলিয়া) বিষয় করে,—রজ্জুরূপ জড় বস্তুকে আবরণ করে না। জড় বস্তু ত' স্বরূপতঃই আবৃত, তাহার আর অজ্ঞানকৃত আবরণ কি হইবে? যাহা স্বরূপতঃ জড়,—যেমন রজ্জু প্রভৃতি,—তাহা তমোগুণপ্রধান প্রকৃতি অর্থাৎ অজ্ঞান হইতে জন্মে বলিয়া অন্ধের ন্যায় সদাই আবৃত। অধিষ্ঠান চেতনকে তদাশ্রিত অজ্ঞান আবৃত করে, এবং সঙ্গে সঙ্গে চেতনের অবচ্ছেদক রজ্জুকেও আবৃত করে বলা হয়,—যেমন অন্ধকার উহার আশ্রয় গৃহকে আবরণ করে বলিয়া গৃহমধ্যস্থ ঘটকেও আবরণ করে। অজ্ঞানকে জীবাশ্রিত বা ঈশ্বরাশ্রিত (ঈশ্বর=মায়া উপাধিযুক্ত ব্রহ্ম) বলা ঠিক নহে। কারণ জীবভাব ও ঈশ্বরভাব উভয়ই মায়াকল্পিত—ইহা পূর্ব্বেই প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। যে যাহার কার্য্য, সে তাহার আশ্রয় বা অধিষ্ঠান হইতে পারে না। দুইটী মাত্র বস্তু-বিভাগ আছে—চেতন ও জড়। চেতন বস্তু ও আত্মবস্তু একই, এবং উহাই ব্রহ্ম। তদ্ভিন্ন সমস্তই জড়। অবিদ্যা যে জড় বস্তুর আশ্রিত হইতে পারে না, ইহাও বলা হইয়াছে। এতদ্দ্বারা সিদ্ধ হইল যে মায়া ব্রহ্মেই অধ্যস্ত, অন্য কোন বস্তুতে নহে। অতএব ব্রহ্মসহ শক্তির অভেদ। যেটী যাহার বিবর্ত্ত, সেটী বস্তুতঃ তাহার স্বরূপই হয়, যেমন শুক্তিরজত (ঝিনুকে যে রূপার ভ্রম), রজ্জু-সর্প, ইত্যাদি। অতএব মায়া এবং তৎকার্য্য সমস্ত নানারূপময় জগৎ ব্রহ্মই।

মায়ার দুই দিক—একটী বিদ্যা, অপরটী অবিদ্যা। এই দুইটী দিক পরস্পর সম্পূর্ণ বিভিন্ন। অবিদ্যার দিকটা ভোগসাক্তিরূপ 'প্রেয়'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অভিমুখে ধাবিত, আর বিদ্যার দিকটা মোক্ষরূপ 'শ্রেয়ঃ' অভিমুখে ধাবিত। প্রেয়মুখে মায়া অবিদ্যারূপে বন্ধনের উপর বন্ধন ঘটায়, শ্রেয়মুখে মায়া বিদ্যারূপে একটী একটী করিয়া বন্ধন খুলিয়া দেয়। অতএব এই দুই প্রকার মায়া-কার্য্য সম্পূর্ণ বিপরীত, যাহা কঠশ্রুতি বলিয়াছেন—

দূরমেতে বিপরীতে বিষুচী।
অবিদ্যা যা চ বিদ্যেতি জ্ঞাতা॥

অর্থাৎ, যাহা প্রেয়মুখী অবিদ্যা এবং যাহা শ্রেয়মুখী বিদ্যা বলিয়া পণ্ডিতেরা জানেন, তাহারা পরস্পর অত্যন্ত বিপরীত, বিভিন্ন, ও বিষুচী অর্থাৎ বিরুদ্ধ ফলদায়িনী, কারণ অবিদ্যা ভোগবন্ধনদায়িনী, বিদ্যা মোক্ষদায়িনী। ষট্‌কোণ যন্ত্রে (ইহা বাহ্য পূজাদিতে ব্যবহৃত হয়) দুইটী ত্রিভুজ পরস্পরকে আলিঙ্গন করিয়া থাকে, একটী অধোমুখ, একটী ঊর্দ্ধমুখ। ইহাকে জীব-প্রকৃতির প্রতীক বলা যাইতে পারে। অধোমুখী প্রকৃতি জীবকে কাম্য ও নিষিদ্ধ কর্ম্মের দিকে, প্রবৃত্তির দিকে, বন্ধনের দিকে টানিতেছে। ঊর্দ্ধমুখী প্রকৃতি জীবকে নিষ্কাম কর্ম্মের দিকে, উপাসনার দিকে, জ্ঞানভক্তির দিকে, নিবৃত্তির দিকে টানিতেছে। যাহার মধ্যে যে প্রকৃতি বলবতী, সে সেই দিকেই আকৃষ্ট হয়। শ্রীচণ্ডীতে এই দুইটী দিক 'মহাবিদ্যা' ও 'মহামোহা' নামে উক্ত হইয়াছে। কারণের গুণ কার্য্যে থাকে। মায়া হইতে বুদ্ধির জন্ম। মায়ার দুইটা দিক আছে বলিয়া বুদ্ধির, সুতরাং মনেরও দুইটা দিক থাকিবে।

মনো হি দ্বিবিধং প্রোক্তং শুদ্ধ চাশুদ্ধমেব চ।
অশুদ্ধং কামসংকল্পং শুদ্ধং কামবিবর্জিতম্॥
মন এব মনুষ্যাণাং কারণং বন্ধমোক্ষয়োঃ।
বন্ধায় বিষয়াসক্তং শুদ্ধং নির্ব্বিষয়ং স্মৃতম্॥

—ব্রহ্মবিন্দু উপনিষৎ, ১।১-২

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তমঃপ্রধান অবিদ্যা-সৃষ্টিতে প্রবৃত্তির দিকটাই অবশ্য প্রবল। কাজেই মন বুদ্ধি স্বভাবতঃ প্রবৃত্তির দিকে ধাবিত হয়। আবার সময়ে সময়ে নিবৃত্তির দিকে গমন করে। তবে রজঃ ও তমোগুণপ্রধান জীবে নিবৃত্তির দিকটা স্বভাবতঃই দুর্ব্বল। শাস্ত্র ও গুরু উপদেশ দ্বারা সেই মন-বুদ্ধিকেই নিবৃত্তির দিকে ফিরাইতে পারিলে, বহু জন্মের সাধনফলে উহারা ক্রমশঃ ঊর্দ্ধমুখী হয় এবং প্রবৃত্তি-স্রোত ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া শেষে লুপ্ত হইয়া যায়। বুদ্ধিরই সূক্ষ্ম অবস্থা অহংকার বলিয়া বুদ্ধিকে অনেক স্থলে (পঞ্চদশী ইত্যাদি গ্রন্থে) 'অহং'রূপ এবং মনকে 'ইদং' রূপ বলা হইয়াছে। অর্থাৎ বুদ্ধি চালক, মন চালিত। মন যাহা সংকল্প-বিকল্প করে—এই কার্য্য করিব কি করিব না ইত্যাকার,—বুদ্ধি তাহার অর্থাৎ করা না করার একটা নিশ্চয় করিয়া দেয়। তদনুসারে মন কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। অতএব বুদ্ধিই আমাদের কর্ম্মের এক প্রকার নিয়ন্তা। মায়ার পরিণাম একই বুদ্ধি—উত্তম ও অধম ভেদে বন্ধ ও মোক্ষের মূল। একই বুদ্ধি মহাবিদ্যা ও মহামোহারূপে প্রকটিত হয়। একই বুদ্ধিকে বন্ধনকারিণীরূপে বলি মায়া, মোক্ষদায়িনী-রূপে বলি মহামায়া, মহাবিদ্যা। সাংখ্য শাস্ত্রও সেই কথা বলেন,—'ভোগাপবর্গার্থং দৃশ্যম্' (পা, ২।৪৮)—একই বুদ্ধি পুরুষের সুখ-দুঃখাদি-ভোগ ও অপবর্গ (=মোক্ষ) রূপ দুই প্রকার অর্থ (=প্রয়োজন) সাধন করে। ইহা কিরূপে হয়? বুদ্ধি একই কিন্তু উহার দুই প্রকার বৃত্তি পরস্পর সম্পূর্ণ বিপরীত। এক বৃত্তিতে বুদ্ধি বিষয়াকারা, যাহার ফল বিষয়ানুভব, সুখ-দুঃখ-ভোগ, বন্ধন। অন্য বৃত্তিতে বুদ্ধি পুরুষাকারা—বেদান্ত সংজ্ঞায় আত্মাকারা, ব্রহ্মাকারা—যাহার ফল বিষয়ানুভবের নিবৃত্তি, ভোগের শান্তি, মোক্ষ। বুদ্ধি বিষয়াকারা হইলে সুখ-দুঃখ-ভোগ হয় ইহা বুঝা যায়। কিন্তু মোক্ষের জন্য বুদ্ধির অন্যতর বৃত্তির কি প্রয়োজন? প্রয়োজন এই যে বৃত্তি বিনা বস্তুর আবরণ ভঙ্গ হয় না, বস্তুকে জানা যায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

না। যে অজ্ঞানবৃত্তি দ্বারা আত্মতত্ত্ব আবৃত, তাহা জ্ঞানবৃত্তি দ্বারাই অপসারিত হইতে পারে, অন্য উপায়ে নহে ('নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়' —শ্রুতি)। সেইজন্য বলা হইয়াছে—'সর্ব্বং প্রত্যুপভোগং যস্মাৎ সাধয়তি বুদ্ধিঃ। সৈব চ বিশিনষ্টি পুনঃ পুরুষান্তরং সূক্ষ্মম্॥ (সা, কা, ৩৭), অর্থাৎ বুদ্ধি পুরুষের শব্দস্পর্শাদি বিষয়ভোগ জন্মায়, আবার সেই বুদ্ধি প্রকৃতি-পুরুষের সূক্ষ্ম ভেদ প্রদর্শন করে। অতএব বুদ্ধি ভোগ মোক্ষ দুই-ই সাধন করে, মোক্ষ দিয়া তবে বুদ্ধির কার্য্য শেষ হয়,—

রঙ্গস্য দর্শয়িত্বা নিবর্ত্ততে নর্ত্তকী যথা নৃত্যাৎ।
পুরুষস্য তথাত্মানং প্রকাশ্য নিবর্ত্ততে প্রকৃতিঃ॥ (সা, কা, ৫৯)

যিনি সর্ব্বভূতে 'বুদ্ধিরূপেণ সংস্থিতা' বলিয়া শ্রীচণ্ডীতে স্তুতা হইয়াছেন, তাহার এই বুদ্ধি-রূপের দুইটা দিক নরহরি প্রণীত 'বোধসার' নামক একখানি প্রাচীন বেদান্তগ্রন্থে (কাশী 'রত্নপিটক' গ্রন্থমালার সম্পাদক বেদান্তপ্রচারনিরত পণ্ডিত দুর্গাচরণ চট্টোপাধ্যায় এম্-এ কৃত অনুবাদ সহ) এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে,—

ব্যবহারস্য সর্ব্বস্য বুদ্ধির্মূলং যথা ভবেৎ।
তদ্বত্তু পরমার্থস্য নিদানং বুদ্ধিরেব হি॥

যেমন লৌকিক ও বৈদিক উভয় প্রকার ব্যবহারেরই মূল কারণ বুদ্ধি, সেইরূপ পরমার্থের অর্থাৎ মোক্ষেরও মূল কারণ বুদ্ধিই।

শঙ্কা—ভাল, আত্মা ত' বোধ স্বরূপ। আত্মা বুদ্ধির অপেক্ষা রাখেন না, তবে বুদ্ধির মাহাত্ম্য কিসে?

সমাধান—বুদ্ধির সাহায্যে বুদ্ধ হইলেই আত্মা বুদ্ধ হন। বুদ্ধি সাহায্য না করিলে আত্মা অবুদ্ধ থাকিয়া যান। এই হেতু বুদ্ধির মাহাত্ম্য।

যদ্বুদ্ধমপ্যবুদ্ধং তদ্বুদ্ধ্যা বুদ্ধং ন চেত্তদা।
বুদ্ধ্যা বুদ্ধং তু যৎ বুদ্ধং তন্নাবুদ্ধং কদাপি চ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যে আত্মচৈতন্য স্বভাবতঃ বোধস্বরূপ হইলেও যদি অজ্ঞান নিবর্ত্তিকা 'অহং ব্রহ্মাস্মি' এই প্রমাবৃত্তি দ্বারা অনাবৃত স্বরূপে (আবরণ দূর হইবার ফলে) সাক্ষাৎ প্রকাশিত না হয়, তাহা হইলে সেই আত্ম-চৈতন্য অজ্ঞাতই থাকিয়া যায়। (এবং সেইরূপে সংসারদর্শন ঘটায়)।

শঙ্কা—আচ্ছা, বুদ্ধিবৃত্তি ত' ক্ষণিক। সেইহেতু বুদ্ধিবৃত্তিজনিত আত্মপ্রকাশও ক্ষণিক। সেই আত্মপ্রকাশ তিরোহিত হইলে আবার ত' সংসার-দর্শন ?

সমাধান—না, যে আত্মচৈতন্য একবার বুদ্ধিবৃত্তিদ্বারা অনাবৃতভাবে প্রকাশিত হইল, তাহা পরে বুদ্ধিবৃত্তি থাকুক না থাকুক, আর কোন কালে অপ্রকাশিত থাকিবে না।

বুদ্ধ্যা ন বুদ্ধো যো বোধো দ্বৈতবোধবুধৈরপি।
বুদ্ধ্যা বুদ্ধমিমং বিদ্ধি বুদ্ধিসাক্ষিতয়া বুধৈঃ॥

সংসারী পণ্ডিতগণ বুদ্ধির সাহায্যে যে চিন্ময়স্বরূপ আত্মাকে বুঝিতে পারিলেন না, জ্ঞানিগণ বোধস্বরূপ সেই আত্মাকে 'অহং ব্রহ্মাস্মি' এই বৃত্তির প্রকাশকরূপে বুদ্ধির সাহায্যেই বুঝিলেন। বুদ্ধির মাহাত্ম্য কত বুঝ। অনাত্ম বিষয়ে যাঁহাদের বুদ্ধি খেলে, তাঁহাদের সেই বুদ্ধি তাঁহাদের নিকট যে বোধস্বরূপ আত্মাকে প্রকাশিত করিতে পারিল না, আত্মজ্ঞানিগণের বুদ্ধি তাঁহাদের নিকট সেই বোধস্বরূপ আত্মাকে প্রকাশিত করিয়া দেয়।

'কেন' উপনিষদ বলেন—

প্রতিবোধবিদিতং অমৃতত্বং হি বিন্দতে।

অর্থাৎ, ব্রহ্মকে যিনি জ্ঞানী অজ্ঞানী সকলের প্রত্যেক বুদ্ধিবৃত্তিতে নিত্য বিরাজমান জ্ঞানরূপে জানিয়াছেন তাঁহার দ্বারাই ব্রহ্ম 'মতম্' অর্থাৎ চৈতন্যরূপে জ্ঞাত হন, এবং তিনিই 'অমৃতত্বম্' অর্থাৎ মুক্তি লাভ করেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্রহ্ম কেবল জ্ঞানী অজ্ঞানী নির্ব্বিশেষে সকলের প্রত্যেক বুদ্ধিবৃত্তিতে বিরাজমান নহেন, কিন্তু উত্তম অধম প্রত্যেক বুদ্ধিবৃত্তিই ব্রহ্মস্বরূপ, কারণ তাহাদের জননী মায়া ব্রহ্মস্বরূপা। এই রহস্যটি বুঝিতে পারিলে প্রবৃত্তি নিবৃত্তি উভয়ই ব্রহ্ম হইতে জন্মে, শাস্ত্রোক্ত এই তত্ত্বটির—যাহা আপাততঃ বিরুদ্ধ ও অযৌক্তিক বলিয়া মনে হয়,—তাহার মর্ম্ম বুঝা যায়। আপাততঃ বিরুদ্ধ এইজন্য যে 'শুদ্ধম্ অপাপবিদ্ধম্' ব্রহ্ম হইতে শুদ্ধ প্রবৃত্তিই সম্ভূত হওয়া উচিত,—অশুদ্ধ প্রবৃত্তি কেন জন্মিবে।

বহদারণ্যক শ্রুতি বলিলেন,—"কামঃ সংকল্পো বিচিকিৎসা শ্রদ্ধাশ্রদ্ধা ধৃতিরধৃতির্ধীর্হ্রীর্ভীরেতৎ সর্ব্বং মন এব", অর্থাৎ কাম, সংকল্প, সংশয় শ্রদ্ধা, অশ্রদ্ধা, ধৃতি (=ধারণশক্তি), অধৃতি, ধী (=বৃত্তিরূপ জ্ঞান), লজ্জা, ভয়,---এ সকলই মনোধর্ম্ম। মন তৎকারণ মায়াসহ ব্রহ্মে অধ্যস্ত হওয়ায় উক্ত সমস্ত বৃত্তিই ব্রহ্ম হইতে জাত, বা ব্রহ্মরূপই।

গীতায় ভগবান বলিতেছেন ঃ---

যতঃ প্রবৃত্তিঃ প্রসৃতা পুরাণী,---ব্রহ্ম হইতেই চিরন্তনী সংসার-প্রবৃত্তি বিস্তৃত হইয়াছে।

মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনঞ্চ,---স্মৃতি, বিষয়-ইন্দ্রিয়-সংযোগজন্য জ্ঞান, আবার তাহাদের বিলোপও আমা হইতেই হয়।

দ্যূতং ছলয়তামস্মি তেজস্তেজস্বিনামহং।
জয়োঽস্মি ব্যবসায়োঽস্মি সত্ত্বং সত্ত্ববতামহম্॥

পরস্পর বঞ্চনাকারীদের মধ্যে আমি দ্যূত (পাশা খেলা), তেজস্বীদের তেজ, উদ্যমকারীদের জয়, আবার সাত্ত্বিক পুরুষদের সত্ত্ব আমিই।

শ্রীচণ্ডীতেও সেই কথা 'যা দেবী সর্ব্বভূতেষু বিষ্ণুমায়েতি শব্দিতা' ইত্যাদি কয়েকটী শ্লোকে* বিবৃত হইয়াছে। তথায় দৃষ্ট হইবে

*'শ্রীচণ্ডীর চারিটী স্তোত্র' গ্রন্থে শ্লোকগুলির রহস্য ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যে যিনি জ্ঞানরূপা, তিনিই ভ্রান্তিরূপা। তথাপি চিন্ময়ী দেবী সদাই শুদ্ধা, কারণ মায়া তাঁহাতে অধ্যস্ত বলিয়া মায়াগুণ তাঁহাতে আরোপিত মাত্র। তাই শ্রীভগবান বলেন,---'মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ', 'ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্'---সর্ব্বভূত আমাতে স্থিত, অথচ স্থিত নহে, আমিও তাহাদের মধ্যে স্থিত নহি,---ইহাই আমার যোগমায়া।

ঐতরেয় উপনিষদে (তৃতীয় অধ্যায়) ইহার সুস্পষ্ট প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ব্রহ্মজ্ঞানেন্বেষী মুমুক্ষুগণ পরস্পরকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন---

কোঽয়মাত্মা ইতি বয়মুপাস্মহে কতরঃ স আত্মা যেন রূপং পশ্যতি, যেন বা গন্ধানাজিঘ্রতি, যেন বা বাচং ব্যকরোতি, যেন স্বাদু চাস্বাদু বিজানাতি। ১ ॥

আমরা আত্মারই উপাসনা করি সত্য, কিন্তু সেই আত্মা কিংস্বরূপ? দেখিতেছি যেন দুই প্রকার আত্মা। একটী করণাত্মক,—যে নিজেই যেন চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, মুখ ও জিহ্বা হইয়া দেখে, শুনে, ঘ্রাণ লয় বাক্য বলে, এবং ভালমন্দ দ্রব্যের আস্বাদ গ্রহণ করে। অপরটি অনুভবাত্মক,—অনুভব-কর্ত্তা। শ্রুতিতে যে এই দুই প্রকার আত্মার কথা দেখিতে পাই, তাহাদের মধ্যে কোন্‌টী আত্মা,—অর্থাৎ আমাদের উপাস্য আত্মা সোপাধিক না নিরুপাধিক? পরস্পর বিচার পূর্ব্বক তাঁহারা বুঝিলেন যে, ইন্দ্রিয়গণ আত্মা হইতে পারে না। কেন না, এক ইন্দ্রিয় যাহা করে, অন্য ইন্দ্রিয় তাহা উপলব্ধি করিতে পারে না, সুতরাং স্মরণও করিতে পারে না। যে যাহা উপলব্ধি করে সেই তাহা স্মরণ করিতে পারে, অন্যে নহে। অথচ এমন একজন আছেন, যিনি সকল ইন্দ্রিয়ের সকল ব্যাপার স্মরণ করিয়া থাকেন। সুতরাং তিনিই একমাত্র উপলব্ধা বা অনুভব-কর্ত্তা। তবে যে চক্ষু-কর্ণাদি ইন্দ্রিয়রূপে যেন তিনি দেখেন, শুনেন, তাহার কারণ বিষয় গ্রহণকালে তত্তৎ ইন্দ্রিয়সহ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁহার তাদাত্ম্য হয় বলিয়া,—অর্থাৎ যখন তিনি চক্ষু দ্বারা দেখেন, তখন যেন চক্ষুই হইয়া যান, ইত্যাদি।

এইরূপ কথা বৃহদারণ্যক উপনিষদেও আছে, যথা—'প্রাণস্নেব প্রাণ নাম ভবতি, বদন্ বাক্, পশ্যন্ চক্ষুঃ, শৃণ্বন্ শ্রোত্রং, মন্বানঃ মনঃ',—অর্থাৎ প্রাণক্রিয়ায় তাঁহার নাম হয় প্রাণ, বাক্য বলায় বাক্ নাম, শ্রবণে কর্ণ নাম, মননে মন নাম হয়। 'তানি এতানি কর্ম্মনামানি এব'—অর্থাৎ, এগুলি কিন্তু আত্মার কর্ম্মনাম মাত্র।

যাহা হউক এইরূপ বিচার করিতে করিতে সেই ঐতরেয় উপনিষদোক্ত ব্রহ্মজিজ্ঞাসু ঋষিগণ যে মহাসত্যে উপনীত হইলেন, তাহা এই—

যদেতৎ হৃদয়ং মনশ্চৈতৎ। সংজ্ঞানং আজ্ঞানং বিজ্ঞানং প্রজ্ঞানং মেধা-দৃষ্টি-ধৃতি-র্মনীষা জুতিঃ স্মৃতিঃ সংকল্পঃ ক্রতুঃ অসুঃ কামোবশ ইতি। সর্ব্বাণ্যেব এতানি প্রজ্ঞানস্য নামধেয়ানি ভবন্তি। ২॥

এষ ব্রহ্ম এষ ইন্দ্র এষ প্রজাপতিঃ এতে সর্ব্বে দেবা ইমানি চ পঞ্চমহাভূতানি পৃথিবী বায়ুরাকাশ আপো জ্যোতীংষি ইত্যেতানি ইমানি চ ক্ষুদ্র মিশ্রাণী চ। বীজানীতরাণি চেতরাণি চাণ্ডজানি জারুজানি চ স্বেদজানি চ উদ্ভিজ্জানি চ অশ্বা গাবঃ পুরুষাঃ হস্তিনো যৎকিঞ্চ ইদং প্রাণিজঙ্গমঞ্চ পতত্রি চ যচ্চ স্থাবরম্। সর্ব্বং তৎ প্রজ্ঞানেত্রং প্রজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিতং প্রজ্ঞানেত্রো লোকঃ প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠা প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম। ৩॥

বহিরিন্দ্রিয় অত্মা নয়, পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। তবে কি মন বুদ্ধি ইত্যাদি অন্তরেন্দ্রিয়গুলি আত্মা? না, তাহারাও আত্মা হইতে পারে না, কারণ তাহারা নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল, সদা পরিণামী, কিন্তু

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আত্মা অপরিণামী কূটস্থ চৈতন্যস্বরূপ। বুদ্ধি ও মন অন্তঃকরণেরই দুই নাম,—বিষয়ানুভব কালে উহাদের সহিত আত্মা অভিন্ন ভাব প্রাপ্ত হয় বলিয়া উহাদিগকে আত্মা বলিয়া ভ্রম হয়। সেইজন্য শ্রুতি বলিতেছেন,—চেতনভাব, প্রভুভাব, নৃত্যগীতাদি কলা সম্বন্ধে জ্ঞান, প্রতিভা, শাস্ত্রার্থ ধারণ ক্ষমতা, ইন্দ্রিয়জন্য বিষয় জ্ঞান, ধৈর্য্য, মনন, মননক্রিয়ার স্বাতন্ত্র্য, পীড়াদি জন্য দুঃখ, স্মরণ, নীলপীতাদি বর্ণ বিষয়ে বিতর্ক, অধ্যবসায়, শ্বাসপ্রশ্বাসাদি প্রাণব্যাপার, তৃষ্ণা, ভোগ্য বস্তু বিষয়ক কামনা,—এগুলি সবই অন্তঃকরণের বৃত্তি এবং এই বৃত্তি সমূহ প্রজ্ঞানের অর্থাৎ শুদ্ধ জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মের ঔপাধিক নাম মাত্র, কিন্তু সাক্ষাৎ নাম নহে। অর্থাৎ প্রত্যেক বৃত্তিতে আরূঢ় এক আত্মাই সেই সেই বিষয়ের উপলব্ধি করেন বলিয়া সেই সেই নামে উক্ত হন। অথবা,

"ইত্যেবমাত্মা অন্তঃকরণবৃত্তয়ঃ উপলব্ধৃরুপলব্ধ্যর্থত্বাৎ" (শঙ্কর), অর্থাৎ এই সকল অন্তঃকরণবৃত্তি উপলব্ধা আত্মার উপলব্ধির নিমিত্তই উৎপন্ন হয়, যেমন বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে আছে—

'শ্রবনায় চক্ষুঃ, গন্ধায় ঘ্রাণম্' ইত্যাদি।

সেই প্রজ্ঞাস্বরূপ আত্মাই সগুণ ব্রহ্ম (=ঈশ্বর), ইন্দ্র, প্রজাপতি, সমস্ত দেবতা, পৃথিব্যাদি পঞ্চভূত, মশকাদি ক্ষুদ্র প্রাণী সহ সর্পাদি সমস্ত অণ্ডজ-জরায়ুজ-স্বেদজ-উদ্ভিজ্জ প্রাণী, অশ্ব, গো, পুরুষ, যাহা কিছু স্থাবর ও জঙ্গম—এই সমস্তই 'প্রজ্ঞানেত্র' অর্থাৎ জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মই ইহাদের সত্তার হেতু (ইহাদের পৃথক অস্তিত্ব নাই), 'প্রজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত' অর্থাৎ ব্রহ্মে আশ্রিত। ভূর্ভুবঃ ইত্যাদি লোকও প্রজ্ঞানেত্র। প্রজ্ঞাই সমস্ত জগতের প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ আশ্রয় বা অধিষ্ঠান। অতএব প্রজ্ঞানই ব্রহ্ম।

এই মন্ত্রদ্বয়ে শ্রুতি নিঃসন্দিগ্ধভাবে বলিতেছেন যে, স্থাবর-জঙ্গম সকলের সত্তা দান করিতেছেন একমাত্র ব্রহ্ম,—যাঁহার ভিন্ন ভিন্ন নামরূপ কেবল উপাধিভেদ জন্য।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তদেতৎ প্রত্যস্তমিত সর্ব্বোপাধি বিশেষং সৎ নিরঞ্জনং নির্ম্মলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং একং অদ্বয়ং * * * অত্যন্ত বিশুদ্ধ প্রজ্ঞোপাধি সম্বন্ধেন সর্ব্বজ্ঞং ঈশ্বরং * * * ব্রহ্মাদি স্তম্বপর্য্যন্তেষু তত্তৎ নামরূপ লাভো ব্রহ্মণঃ ॥ (শঙ্কর ভাষ্য)

সেই ব্রহ্ম সর্ব্বোপাধিশূন্য, সত্য, নিরঞ্জন নির্ম্মল নিষ্ক্রিয়, শান্ত, এক, অদ্বিতীয়। * * * তিনিই অত্যন্ত বিশুদ্ধ বুদ্ধিসত্ত্বরূপ উপাধিযোগে সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর বলিয়া কথিত। * * * এই প্রকারে ব্রহ্মাদি তৃণ পর্য্যন্ত সেই সেই শরীর উপাধি বশতঃ এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মই নানা নামে প্রকটিত।

উপরে যে সকল অন্তঃকরণ-বৃত্তির কথা বলা হইয়াছে, দৃষ্ট হইবে যে তাহাদের মধ্যে 'অহং কর্ত্তা, অহং ভোক্তা' ইত্যাদি রাজস তামস বৃত্তি হইতে আরম্ভ করিয়া 'অহং ব্রহ্মাস্মি' এই ব্রহ্মাকারা বৃত্তি পর্য্যন্ত সমস্তই প্রজ্ঞানেত্র, ব্রহ্মস্বরূপ ও ব্রহ্মে অধিষ্ঠিত। শঙ্কর বলেন, 'অহং ব্রহ্মবৃত্ত্যৈব গম্যং তুরীয়ং,' সেই তুরীয় ব্রহ্ম একমাত্র 'অহং ব্রহ্ম' এই বৃত্তি দ্বারা লভ্য। এই বৃত্তিই বিদ্যারূপা। অতএব ইহার অর্থ এই যে মহাবিদ্যাকে, মহামায়াকে আশ্রয় না করিয়া অন্য কোনরূপে ব্রহ্মাত্মজ্ঞান লাভ হয় না। আবার অভেদ জ্ঞানের উদয় হইলে যখন বৃত্তিসহ অন্তঃকরণ ব্রহ্মে লীন হইয়া যায়, তখন সেই মহাবিদ্যায় ও ব্রহ্মে কোন ভেদ থাকে না।

শ্রুতিতে ব্রহ্মের ঐ যে নানা নামরূপে অভিব্যক্তির কথা, ইহা কি তাঁহার পরিণাম,—যেমন দুগ্ধের পরিণাম দধি? পরিণাম অর্থে বিকার, কিন্তু ব্রহ্ম অবিকারী। এমন কোন বস্তু দেখা যায় না যাহার পরিণাম হয়, অথচ সেটী দৃশ্যতঃ বা অদৃশ্যতঃ অবিকারী থাকে। অতএব এই নামরূপময় জগৎ ব্রহ্মের বিবর্ত্তই বলিতে হয়, অর্থাৎ অজ্ঞান বশতঃ ব্রহ্মই ঐ রূপে প্রতীত হন। জগৎ মনের সংকল্প মাত্র,—'মনমাত্র বিলসিতং' ইত্যাদি (বিষ্ণু. ভা, ১০।৮৭।২৬ শ্লোকের টীকা)। বিষ্ণুভাগবতে শ্রুতিগণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভগবানের স্তুতি করিতেছেন—

বৃহদুপলব্ধমেতদবযন্ত্যবশেষতয়া,
যত উদয়াস্তময়ো বিকৃতেমৃ দিবাবিকৃতাৎ। (১০।৮৭।১৫)

ইন্দ্রাদি দেবগণের সত্তা নেতি নেতি করিয়া অবশেষরূপে আপনারই ব্রহ্মস্বরূপ সত্তার স্ফূরণ,—ইহা বেদের উপদেশ, কেন না আপনি সকলের উপাদান কারণ। যেমন ঘটের উপাদান মৃত্তিকা হইতে ঘট পৃথক্ নহে, অর্থাৎ ঘট যেমন মৃত্তিকাই, অন্য কিছু নহে, ঘটাদি নামরূপ-বিকার কেবল কথামাত্র (বাচারম্ভনং বিকারনামধেয়ং মৃত্তিকা ইত্যেব সত্যং—ছা. উ)।

তর্হি কিং বিকারিত্বং বৃহতঃ, ন, অবিকৃতাৎ বিবর্ত্তাধিষ্ঠানত্বেন অবিকারাৎ ইত্যর্থঃ' (শ্রীধর)। তবে কি ব্রহ্ম বিকারী? (ঘট যেমন মৃত্তিকার পরিণাম)? না, যে হেতু ব্রহ্ম পরিণামী উপাদান নহেন, কিন্তু অধিষ্ঠানরূপ বিবর্ত্ত উপাদান (যেমন রজ্জুর বিবর্ত্ত অর্থাৎ রজ্জুতে কল্পিত সর্পের দ্বারা অধিষ্ঠান রজ্জুর কোন বিকার হয় না সেইরূপ)।

১০।৮৭।৩১ শ্লোকের টীকায় শ্রীধর বলিতেছেন—

ন চ বিকারিত্বং পরিণামং অনঙ্গীকারাৎ'—পরিণামবাদ স্বীকৃত নহে বলিয়া ব্রহ্মে বিকারিত্ব দোষ আসিতে পারে না। ব্রহ্মই জগৎ রূপে দৃষ্ট হইতেছেন, ইহাই মায়া। মায়া ব্রহ্মে অধ্যস্ত বলিয়া ব্রহ্মস্বরূপই। তাই উদ্ধৃত ঐতরেয় শ্রুতি বলিলেন সমস্ত নামরূপ, সমস্ত অন্তঃকরণবৃত্তি ব্রহ্মস্বরূপ।

—:*:—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অষ্টম অধ্যায়

মায়া ও ব্রহ্মে অভেদ (২)

মায়া মহাবিদ্যাও বটে, মহামোহাও বটে। সুতরাং মহাবিদ্যাও ব্রহ্মস্বরূপিণী, মহামোহাও ব্রহ্মস্বরূপিণী। তথাপি দুই রূপে দৃষ্ট হইবার কারণ হইতেছে জীবের দৃষ্টিভেদ—

"এবং মায়া মহাবিষ্ণোর্ভিন্না সংসারদায়িনী।
অভেদবুদ্ধ্যা দৃষ্টা চেৎ সংসারক্ষয়কারিণী॥"—ভেদবুদ্ধি থাকিলে অর্থাৎ জীবজগৎ ব্রহ্ম হইতে পৃথক বুদ্ধিতে দেখিলে মায়া সংসার-বন্ধনকারিণী, এবং অভেদ বুদ্ধিতে দেখিলে মায়া মোক্ষদায়িনী। আবার মায়াযোগেই যখন ব্রহ্মের ঈশ্বরত্ব, তখন ঈশ্বরের যাবতীয় নাম ও রূপ মায়ারই মূর্ত্তি এবং মায়াই সগুণ ব্রহ্মাকারে প্রকটিত। পরন্তু ব্রহ্মজ্ঞানে, মহাবিদ্যা-রূপিণীর প্রকাশে, মায়া যখন শুদ্ধ ব্রহ্মে লীন হইয়া যায়, তখন মায়া সর্ব্বোপাধি-বিনির্মুক্ত অদ্বিতীয় নির্গুণ ব্রহ্মই হইয়া গেল।

বিষ্ণুভাগবত বলেন,—অবিদ্যাই উপরত হইয়া বিদ্যারূপে পরিণত হয় (যদ্যযোপরতা দেবী মায়া বৈশরদী মতিঃ)। সেই বিদ্যাই উপাধি নাশ করিয়া মুক্তিদাত্রী হয়। লক্ষ্মী-অলক্ষ্মী, সম্পৎ-বিপদ, সুখ-দুঃখ, দয়া-নিষ্ঠুরতা, মিলন-বিরহ, হাসি-কান্না, সৃষ্টি-সংহার, পালন-বিনাশ, আলোক-অন্ধকার, জ্ঞান-অজ্ঞান,—সকলই সেই একই মায়াশক্তির রূপ। তিনি 'অতিসৌম্যা', আবার 'অতিরৌদ্রা'। শ্রীচণ্ডী বলেন তিনি জ্ঞানীদেরও চিত্ত যেন বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিয়া মোহমুগ্ধ করেন—

জ্ঞানিনামপি চেতাংসি দেবী ভগবতী হি সা।
বলাৎ আকৃষ্য মোহায় মহামায়া প্রযচ্ছতি॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তিনিই আবার প্রসন্ন হইলে মুক্তির হেতু হয়েন, কেন না তিনি সনাতনী মহাবিদ্যা বলিয়া মোহের নাশিনী,—আরাধনায় তুষ্ট হইলে তিনি ঐহিক সুখ, স্বর্গসুখ এবং পরম শ্রেয়োরূপ মোক্ষও প্রদান করেন—

সা বিদ্যা পরমা মুক্তের্হেতুভূতা সনাতনী।
আরাধিতা সৈব নৃণাং ভোগস্বর্গাপবর্গদা॥

শ্রীচণ্ডী আরও বলেন—সৎ-অসৎ, নিত্য-অনিত্য সর্ব্ববস্তুতেই যিনি শক্তিরূপে অবস্থিতা, তিনিই আবার শুদ্ধ চিতিরূপে, চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্মরূপে জগৎ ব্যাপিয়া আছেন—

চিতিরূপেণ যা কৃৎস্নমিদং ব্যাপ্য স্থিতা জগৎ।

জগৎ যাহা মায়ার কার্য্য, তাহা ব্রহ্মেরই বিবর্ত্ত বলিয়া যে ব্রহ্মস্বরূপই ইহা বলিয়াছি। আরও একটু ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিব এইরূপে বিবর্ত্তিত হওয়ার যে একটা শক্তি ব্রহ্মেই আছে, তাহা স্বীকার না করিলে বিবর্ত্তন অসম্ভব হয়। অবশ্য অবিদ্যা উপাধিবশতঃ মিথ্যা জগৎভ্রম হইতেছে, অতএব অবিদ্যাই ভ্রমজনয়িত্রী এবং অবিদ্যাতেই ভ্রমোৎপাদিকা শক্তি বর্ত্তমান। ইহা সত্য বটে, এবং ইহাও সত্য যে উষ্ণতা যেমন অগ্নির স্বাভাবিক শক্তি, সেইরূপ মিথ্যা অবিদ্যা কখনও ব্রহ্মের স্বাভাবিক শক্তি হইতে পারে না, কিন্তু উপাধি মাত্র। কিন্তু অবিদ্যাও ব্রহ্মেই কল্পিত, ব্রহ্মাধিষ্ঠানের অতিরিক্ত অবিদ্যার অস্তিত্ব নাই। সুতরাং এই জগৎ-বিবর্ত্তন-শক্তি পরিশেষে অধিষ্ঠানরূপী ব্রহ্মেরই বলিতে হয়। সেইজন্য বেদান্তমতে বলা হয় যে, অধিষ্ঠানব্রহ্ম জগতের সাধক (জনক, কারণ), বাধক (নাশক) নহে। অতএব কারণরূপ ব্রহ্মে সাধকতা শক্তি এবং কার্য্যরূপ জগতে সাধ্যতাশক্তি স্বীকার করিতে হয়। আমরা 'যোগবাশিষ্ঠের কথা'য় (৪র্থ অধ্যায়) দেখিয়াছি যে ব্রহ্মে এই কারণতা-শক্তি না মানিলে অভাব হইতে ভাবোৎপত্তিরূপ আপত্তি হয়। প্রসিদ্ধ বেদান্তগ্রন্থ 'পঞ্চদশী'তেও (তৃতীয় পরিচ্ছেদ) দেখিতে পাই—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শক্তিরস্যৈশ্বরী কাচিৎ সর্ব্ববস্তুনিয়ামিকা।
আনন্দময়মারভ্য গূঢ়া সর্ব্বেষু বস্তুষু॥ ৩৮

সর্ব্ববস্তুর নিয়ামিকা এমন একটী অনির্ব্বচনীয়া ঐশ্বরী শক্তি আছে, যাহা আনন্দময় কোশ হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বত্রই অর্থাৎ কার্য্য-কারণাত্মক সর্ব্ববস্তুতেই বিদ্যমান, কিন্তু গুপ্তভাবে বিদ্যমান, সেইজন্য প্রতীয়মান হয় না। টীকাকার 'সর্ব্ববস্তুনিয়ামিকা' অর্থে লিখিতেছেন,—'সর্বেষাং অন্তর্য্যামিব্রাহ্মণোক্তাং পৃথিব্যাদীনাং নিয়ম্যবস্তূনাং নিয়মকর্ত্রী শক্তিরস্তি'—অর্থাৎ বৃহদারণ্যক উপনিষদের অন্তর্য্যামী ব্রাহ্মণ (৩।৭) নামক প্রকরণে যিনি পৃথিব্যাদি সর্ব নিয়ম্য বস্তুর নিয়মন (=সংযমন, আপন আপন কর্ত্তব্যপালনে নিয়োজন) করেন বলিয়া উক্ত হইয়াছেন, তিনিই অত্রোক্ত সর্বনিয়ামিকা শক্তি। অন্তর্য্যামী ব্রাহ্মণ বলেন,—

যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ পৃথিব্যা অন্তরো যং পৃথিবী ন বেদ যস্য পৃথিবী শরীরং, যঃ পৃথিবীমন্তরো যময়তি এষ ত আত্মান্তর্য্যাম্যমৃতঃ।

অর্থাৎ—যিনি পৃথিবীতে আছেন, অথচ পৃথিবী হইতে দূরে, পৃথিবী যাঁহাকে জানে না, পৃথিবী যাঁহার শরীর, যিনি পৃথিবীর অন্তর্দেশে থাকিয়া পৃথিবীকে নিয়মিত করেন, সেই তিনিই তোমার অবিনাশী অন্তর্যামী আত্মা।

পৃথিবীর ন্যায় জল, তেজ, বায়ু, আকাশ ইত্যাদি সর্ববস্তু সম্বন্ধেই অনুরূপ মন্ত্র অন্তর্য্যামী ব্রাহ্মণে আছে,—যাহার তাৎপর্য্য এই যে আত্মাই, ব্রহ্মই সর্ববস্তুর নিয়ামক। তাহা হইলে 'পঞ্চদশী'র সর্বনিয়ামিকা শক্তিতে ও উপনিষদের পরমাত্মায় কোন ভেদ রহিল না। তাৎপর্য্য এই যে ব্রহ্মা-ভিন্না ব্রহ্মের মায়াশক্তিই সর্ব্বকর্ত্রী। যদি বল মায়া জড়া, তাহার জগৎ-নিয়ামকত্ব সম্ভব নহে, ইহার উত্তর—

চিচ্ছায়াবেশতঃ শক্তিঃ চেতনেব বিভাতি সা।
তচ্ছক্ত্যুপাধিসংযোগাৎ ব্রহ্মৈবেশ্বরতাং ব্রজেৎ॥ ৪০

CC0. In Public Domain, Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চিদাভাসযুক্ত হইয়া মায়া চেতনসদৃশা হয়, অতএব তাহার নিয়ামকত্ব সম্ভব। এই মায়া উপাধিযোগে সত্যজ্ঞানাদিলক্ষণ ব্রহ্ম সর্বজ্ঞত্বাদি-ধর্ম্মযুক্ত ঈশ্বরভাব প্রাপ্ত হন।

শক্তি গূঢ়া, দেখা যায় না (শক্তিকার্য্যই লোকে দেখে)। যাহা প্রতীতিগোচর নহে, তাহা স্বীকার করিব কেন? উত্তর—

বস্তুধর্ম্মা নিযম্যেরন্ শক্ত্যা নৈব যদা তদা।
অন্যোন্যধর্ম্মসাংকর্য্যাৎ বিপ্লবেত জগৎ খলু॥ ৩৯

পৃথিবীর কাঠিন্য বা জলের দ্রবত্বের ন্যায় প্রত্যেক বস্তুগত ধর্ম্মের যদি কোন নিয়ামিকা শক্তি না থাকে, তবে ধর্ম্মসাংকর্য্য অর্থাৎ পরস্পরের ধর্ম্মের মিশ্রণ হইবে, ফলে জগতে বিপ্লব উপস্থিত হইবে, শৃঙ্খলা নষ্ট হইবে, বস্তুধর্ম্মের উপর কাহারও আস্থা থাকিবে না।

অতএব শক্তি অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়, এবং উপনিষদের সর্বান্তর্য্যামী আত্মাই সর্বনিয়ামিকা শক্তি হইলেন।

উপকরণ ব্যতীত কাহারও কোন কার্য্যে কর্তৃত্ব দেখা যায় না, যেমন কুম্ভকারের ঘটাদি নির্ম্মাণে মৃত্তিকা, দণ্ড, চক্র, সূত্র ইত্যাদি কারণকূট সংগ্রহ আবশ্যক। ব্রহ্ম এক ও অদ্বিতীয় বলিয়া উপকরণহীন, সুতরাং তাঁহার সৃষ্টি-কর্তৃত্ব অসম্ভব। এইরূপ শঙ্কার উত্তরে (২।১।২৫ ব্রঃ সূত্রে) বলা হইয়াছে যে, এককেরও বহুভাবিত্ব হয়,—যেমন দুগ্ধ দধিরূপে পরিণত হয়। যদি বলা যায় দুগ্ধের দধি হওয়ায় উষ্মা ও আতঞ্চনের (দম্বল, দধিবীজ) সহায়তা আছে, তাহার উত্তর এই—

যদি চ স্বয়ং দধিভাবশীলতা ন স্যাৎ, নৈব ঔষ্ণ্যাদিনাপি বলাৎ দধিভাবমাপদ্যতে। সাধনসম্পত্ত্যা চ তস্য পূর্ণতা সম্পদ্যতে। পরিপূর্ণশক্তিকস্তু ব্রহ্ম ন তস্য অন্যেন কেনচিৎ পূর্ণতা সম্পাদয়িতব্যা (শঙ্করভাষ্য), অর্থাৎ দুগ্ধ যদি নিজে দধিত্বভাব না হইত, তাহা হইলে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঔষ্ণ্যাদি উহাকে বলপূর্ব্বক দধিরূপে পরিণত করিতে পারিত না। উষ্মা ও আতঞ্চন বায়ু ও আকাশকে দধিরূপে পরিণত করিতে পারে কি? উপকরণ বস্তুর পূর্ণতা সম্পাদন করে মাত্র। ব্রহ্ম যখন পরিপূর্ণ শক্তিমান তখন তাঁহার অন্য সাধনের প্রয়োজন নাই—'ন তস্য কার্য্যকরণঞ্চ বিদ্যতে, পরাস্য শক্তিঃ বিবিধৈব শ্রূয়তে' (শ্বে, উ), ইত্যাদি। অতএব ব্রহ্মের জগৎরূপে বিবর্ত্তিত হইবার শক্তি তাঁহাতে আছে। ইহাতে মায়া তাঁহার সহায় (শক্তি ব্রহ্মরূপিণী হইয়াও জগৎরূপে প্রতিভাত হইতেছেন—ইহাই মায়া)। জগৎ ব্রহ্মের বিবর্ত্ত, এবং মায়ার পরিণাম। যদি বলা যায় যে (ইহাও বেদান্তমতানুসারেই), এস্থলেও শুদ্ধ ব্রহ্ম জগৎ-কল্পনার অধিষ্ঠানরূপে বিবর্ত্ত উপাদান হন না, কিন্তু মায়াসহায় ব্রহ্মই অধিষ্ঠান,—উপাধির ধর্ম্ম উপহিতে আরোপ করিয়া ব্রহ্মকে জগতের সাধক বলা হয়, তাহা হইলে পরম বৈদান্তিক 'বোধসার' রচয়িতার (নিম্নে উদ্ধৃত তাঁহার 'শিবশক্তি পরাক্রম' বর্ণনায়) সহিত সমস্বরে বলিতে পারি,—'স্বানন্দ-লীলাময়ী' চিতিশক্তিই সেই' পরাৎপরতরা', যাঁহাকে শুদ্ধ ব্রহ্ম বলা হয়।

একই শক্তি মহামোহা, মহাবিদ্যা, সগুণ ব্রহ্মরূপা, নির্গুণ ব্রহ্মস্বরূপা, ইহা কি আশ্চর্য্য নহে? অথচ একমাত্র শক্তিব্রহ্মতত্ত্বের মধ্য দিয়াই এই আপাততঃ বিরুদ্ধ ভাবগুলি, সাম্প্রদায়িক বিবাদের বিষয়ীভূত দ্বৈত, দ্বৈতাদ্বৈত, অদ্বৈত সমস্ত মতগুলি মহাসমন্বয় লাভ করিতে পারিয়াছে। নরহরি সত্যই বলিয়াছেন,—সেই মহাশক্তির অঘটন-ঘটন-পটুতা জানিলে আশ্চর্য্য কি আছে? উপরে যে সকল তত্ত্ব ব্যাখ্যাত হইল, তাহার সার সংকলন নিম্নোদ্ধৃত কয়েকটী উপাদেয় শ্লোকে দৃষ্ট হইবে। বিদ্বদ্বর্য্য নরহরি বলিতেছেন—

অথ বক্ষ্যে স্তুতিব্যাজাৎ শিবশক্তিপরাক্রমম্।
শোধিতে সূক্ষ্ময়া দৃষ্ট্যা যস্মিন্নির্বিস্ময়ো ভবেৎ॥

অনন্তর স্তব করিবার ছলে শিবশক্তির (শিব=পরম শিব=পরব্রহ্ম, শিবশক্তি=পরব্রহ্মময়ী শক্তি) প্রভাব বর্ণন করিব। বিচারশীল পাঠক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সূক্ষ্ম বুদ্ধির সাহায্যে বিচার করিলে শিবশক্তির অঘটন-ঘটন-পটুতা হৃদয়ঙ্গম করিয়া আর আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন না।

অঘটন-ঘটন ব্যাপার কিরূপ, তাহাই পরে বলিতেছেন,—

তাং দ্বৈতরূপিণীমেব দ্বৈতাদ্বৈতস্বরূপিণীম্।
অদ্বৈতরূপিণীং শক্তিং স্মরামি পরমাত্মনঃ॥

আমি পরমাত্মার সেই শক্তিকেই বহুমানপূর্ব্বক স্মরণ করিতেছি। সেই শক্তি দ্বৈতরূপিণী, অর্থাৎ জগৎরূপ কার্য্যে অনেকরূপে অভিব্যক্ত। তিনি দ্বৈতাদ্বৈতস্বরূপিণী, অর্থাৎ সাধনকালে মহাবাক্যার্থ ('তত্ত্বমসি' ইত্যাদি) জ্ঞানের সাধন স্বরূপে গুরু, শিষ্য, শাস্ত্র, শ্রবণ, মনন ইত্যাদি রূপে দ্বৈতরূপা, এবং মহাবাক্যের লক্ষ্যার্থরূপে (ব্রহ্মাত্মৈক্য) অদ্বৈতরূপা,—অর্থাৎ কার্য্য ও ফল এই উভয়রূপা। সেই শক্তি আবার অদ্বৈত-রূপিণী, অর্থাৎ মুক্তিদশায় (জীবব্রহ্মে) ঐক্যরূপ। যে শিবশক্তি লৌকিক ব্যবহারে সত্যরূপা প্রতীয়মান হন, বৈদিক ব্যবহারে সাধ্য ও সাধন এই উভয়রূপে, এবং মোক্ষদশায় অখণ্ডৈক্যরূপে প্রতিভাত হন, আমি সেই শক্তিকেই পরমাত্মা হইতে অভিন্ন বলিয়া চিন্তা করি।

কেয়ং কস্য কুতঃ কেন কস্মৈ কং প্রতি কুত্র বা।
কথং কদেত্যনির্ণীতা তাং বন্দে শক্তিমদ্ভুতাম্॥

শক্তিরূপা মায়া কি (কা ইয়ং) অর্থাৎ কারণরূপা না কার্যরূপা, অথবা দ্বিবিধা, সৎ বা অসৎ বা সদসৎ,—ইহার কিছুই নির্ণয় হয় না। ইহার সহিত কাহার (কস্য) সম্বন্ধ, কোন্ কারণ হইতে (কুতঃ) ইহার উৎপত্তি, কি নিমিত্ত (কেন), কোন্ প্রয়োজনে (কস্মৈ), কোন্ বিষয়কে প্রাপ্ত হইবার জন্য (কং প্রতি) ইহার ক্রিয়া, কোন্ আধারে (কুত্র) এই শক্তি আহিতা, ইহার প্রকার কিরূপ (কথং), কোন্ কালে (কদা) শক্তির অস্তিতা,—ইহার কিছুই নির্ণয় করা যায় না। অতএব আশ্চর্য্যরূপা শক্তিকে প্রণাম করি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শিবঃ কর্ত্তা শিবো ভোক্তা শিবো বেত্তা শিবঃ প্রভুঃ।
উপসর্জ্জনমাত্রং যা তাং বন্দে শক্তিমদ্ভুতাম্॥

(একদিকে পরম শিব অসঙ্গ বলিয়া তাঁহার কর্ত্তা ইত্যাদি হওয়া অসম্ভব, অপরদিকে শক্তি জড়রূপা বলিয়া তাঁহার সেইরূপ কর্ত্রী ইত্যাদি হওয়া অসম্ভব, সুতরাং পরমশিব চৈতন্যস্বরূপ বলিয়া তাঁহাতে কর্তৃত্ব আরোপিত হইয়া থাকে) শিবই জগতের উৎপত্তি-স্থিতি-লয়াদি সকল ক্রিয়ার কর্ত্তা, তিনিই ভোক্তা, তিনিই জ্ঞাতা, তিনিই নিয়ন্তা, কেন না তিনিই চেতন। আর জড়রূপা শিবশক্তি সৃষ্ট্যাদি কার্য্যে নিমিত্ত মাত্র। সেই শিবশক্তিকে প্রণাম করি।

স্বয়ং কর্ত্রী স্বয়ং ভোক্ত্রী স্বয়ং বেত্রী স্বয়ং প্রভুঃ।
সাক্ষী মাত্রং শিবো যস্যাস্তাং বন্দে শক্তিমদ্ভুতাম্॥

(আবার শিব চিন্মাত্র স্বরূপ হইলেও সাক্ষীমাত্র। কর্তৃত্বাদি তাঁহার অসম্ভব। এই হেতু) শক্তি সচ্চিদ্রূপ অধিষ্ঠানের আশ্রিতারূপে সচ্চিদ্রূপা হইয়া কর্তৃত্বধর্ম্মবতী, ভোক্তৃত্বধর্ম্মবতী, জ্ঞাত্রী ও নিয়ন্ত্রী হন। শিব সেই শক্তির সাক্ষী মাত্র, অর্থাৎ অব্যবহিতভাবে প্রকাশক। আমি সেই অদ্ভুত শক্তিকে প্রণাম করি।

স্বলক্ষণে মহাদেবে স্বলক্ষণতয়া স্থিতাম্।
বিত্তাং স্বলক্ষণৈরেব তাং বন্দে শক্তিমদ্ভুতাম্॥

মহাদেব বা অপরিচ্ছিন্ন চৈতন্যকে (সাধক তটস্থ লক্ষণ পরিত্যাগ করিয়া) স্বরূপ লক্ষণ দ্বারা নির্দ্দেশ করিতে চাহিলে যিনি সেই স্বরূপলক্ষণরূপে অবস্থান করেন, এবং যাঁহাকে মুমুক্ষুগণ স্বরূপভূত লক্ষণসমূহ দ্বারা অবগত হইয়া থাকেন, আমি সেই অদ্ভুত শক্তিকে প্রণাম করি।

সলক্ষণে মহাদেবে সলক্ষণতয়া স্থিতাম্।
বিত্তাং সলক্ষণৈরেব তাং বন্দে শক্তিমদ্ভুতাম্॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বস্তুতঃ সর্বপরিচ্ছেদশূন্য সেই মহাদেবকে সাকার রূপে সাধক সাক্ষাৎ করিতে চাহিলে **যিনি মহাদেবের আকার ধারণ করিয়া অবস্থিত হন*** এবং সাধক যাঁহাকে সেই আকারেই লাভ করেন, আমি সেই অদ্ভুত শক্তিকে প্রণাম করি।

বিলক্ষণে মহাদেবে বিলক্ষণতয়া স্থিতাম্।
বিত্তাং বিলক্ষণৈরেব তাং বন্দে শক্তিমদ্ভুতাম্॥

যিনি নির্গুণ অপরিচ্ছিন্ন চৈতন্যরূপ মহাদেবে নির্গুণরূপে অবস্থিতা, এবং মুমুক্ষুগণ যাঁহাকে সকল প্রকার লক্ষণের পরিবর্জ্জন দ্বারা অবগত হইয়া থাকেন, আমি সেই অদ্ভুত শক্তিকে প্রণাম করি।

অচেত্যচিৎস্বরূপত্বাৎ অচেতন ইব স্থিতে।
চৈতন্যে চেতনাহেতুস্তাং বন্দে শক্তিমদ্ভুতাম্॥

চেতনাগ্রাহ্য সর্বপ্রকার বিষয়পরিশূন্য চিৎস্বরূপ মাত্র হওয়াতে যাঁহাকে অচেতন জড় বলিয়া প্রতীতি হয়, সেই চৈতন্যে যিনি বিষয় প্রকাশনরূপ চেতনার হেতু, আমি সেই অদ্ভুত শক্তিকে প্রণাম করি।

চেতিতা চেতনেনেতি সবিকল্পস্বরূপতঃ।
চৈতন্যে চেতনাহেতুস্তাং বন্দে শক্তিমদ্ভুতাম্॥

সবিকল্পরূপধারী আত্মার দ্বারা প্রকাশিত হন বলিয়া যিনি চেত্যরহিত চৈতন্যে ব্যবহারিক বিষয় প্রকাশের হেতু, আমি সেই অদ্ভুত শক্তিকে প্রণাম করি।

শক্তিরেব ন যস্যাস্তি সোঽশক্তঃ কিং করিষ্যতি।
শক্ত্যা যয়া শিবঃ শক্তস্তাং বন্দে শক্তিমদ্ভুতাম্॥

যাঁহার শক্তি বা সামর্থ্য নাই, সেই শিব সামর্থ্যহীন হইয়া কি করিতে পারেন? এই হেতু যে শক্তিবিশিষ্ট হইয়া শিব জগজ্জননে সমর্থ হন, আমি সেই অদ্ভুত শক্তিকে প্রণাম করি।

---

*ইহা উপলক্ষণ। বস্তুতঃ যে সাধক যে আকারে নিজ ইষ্টদর্শন ইচ্ছা করেন, শক্তিই সেই আকার ধারণ করিয়া সেই সাধকের নিকট আবির্ভূত হন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শক্তিশক্তিমতোর্যস্মাৎ নির্ব্বিকল্পে ন বস্তুতা।
সামরস্যং শিবে যাতা তাং বন্দে শক্তিমদ্ভুতাম্॥

জাতি ইত্যাদি সর্ব বিকল্পশূন্য শিবচৈতন্যে পরমাত্মনিষ্ঠা জগজ্জননসমর্থা শক্তির এবং মায়াশবল আত্মা বা অব্যাকৃতের বাস্তবিক সত্তা নাই, সেই হেতু যিনি শক্তিমানকে লইয়া ভূমানন্দরূপ পরমাত্মাসহ সামরস্য বা একতানতা লাভ করিয়াছেন, আমি সেই অদ্ভুত শক্তিকে প্রণাম করি।

ভাবিতে ভাবুকৈরেবং শিবশক্তিপরাক্রমে।
স্বয়মুল্লসিত স্বান্তে সামরস্যরসার্ণবঃ॥

পরমার্থ স্বরূপ শিবের জগজ্জননরূপা শক্তির বা মায়ার পরাক্রম বলা হইল। যে সকল আত্মপ্রেমিক পূর্বোক্ত প্রকারে মায়ার পরাক্রম ধ্যান করেন, তাঁহাদের হৃদয়ে অখণ্ডৈকসুখস্বরূপ পরমার্থভাব (স্বয়ং উদ্বেলিত) সমুদ্রের ন্যায় আপনা হইতে উল্লসিত হয়।

ভক্তে ভক্তিময়ীং পশৌ পশুময়ীং বিদ্বৎসু বিদ্যাময়ীম্।
স্রষ্টৌ ব্রহ্মময়ীং স্থিতৌ হরিময়ীং কল্পান্ত পুরশ্চিন্ময়ীম্॥
জীবে জীবময়ীং জড়ে জড়ময়ীং শক্তিং শিবস্যাদ্ভুতাম্।
তাং ধ্যায়ামি পদে পরাৎপরে স্বানন্দলীলাময়ীম্॥

শিবশক্তি অতীব অদ্ভুতা, যেহেতু সেই শক্তি ভক্তজনহৃদয়ে ভক্তি অর্থাৎ ভজন বিষয়ে স্নেহরূপ অন্তঃকরণবৃত্তিরূপে আবির্ভূতা হন। তিনি (পশু) মূঢ়জনের হৃদয়ে অজ্ঞানরূপা। তিনি জ্ঞানী জনে বিদ্যারূপা, অর্থাৎ জীবব্রহ্মের একতা যিনি উপলব্ধি করিয়াছেন, তাঁহার হৃদয়ে আত্মভিন্ন যাবতীয় বস্তু মিথ্যা এইরূপ নিশ্চয়রূপ অন্তঃকরণবৃত্তি। * * সেই শক্তি জগৎ-সৃজন ক্রিয়ায় বিরিঞ্চিরূপা। জগৎপালনেচ্ছারূপ চিত্তবৃত্তি সমূহে সেই শক্তি হরিরূপা। সেই শক্তি ঈশ্বরে সৃজন সংকল্প হইবার পূর্বে স্বয়ংপ্রকাশ চিন্মাত্ররূপে ছিলেন। সেই শক্তি জীবে অর্থাৎ প্রাণোপাধিক চৈতন্যে অন্তঃকরণবৃত্তিরূপা, এবং কাষ্ঠলোষ্ট্রাদি জড় সমূহে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জাড্যরূপা। আমি সেই শিবশক্তিকে ধ্যান করিয়া তাঁহাকেই পরমশুদ্ধ চৈতন্য নিরাময় স্বাত্মভূত আনন্দ বলিয়া উপলব্ধি করিতেছি। সেই পরম বিশুদ্ধ চৈতন্য পরাৎপরতর, অর্থাৎ কারণস্বরূপ অব্যাকৃত হইতে যে অধিষ্ঠান চৈতন্য পর বা শ্রেষ্ঠ, তাহা অপেক্ষাও যিনি পর,—অর্থাৎ অধ্যস্তের মিথ্যাত্ব হেতু যাঁহার অধিষ্ঠানতাও মিথ্যা, সেই চৈতন্যই পরমবিশুদ্ধ শিবশক্তি সেই পরম বিশুদ্ধ চৈতন্য স্বরূপা। *

আনন্দানপি সংবিহায় বিষয়ানন্দানমন্দাদরা-
দাদানার্থিভিরর্থিতানপি জড়ৈরানন্দলেশানমূন্।
আনন্দোপনিষৎ প্রমাণপঠিতামানন্দসীমাশিখা-
মানন্দামৃতবাহিনীং ভগবতীমানন্দরূপাং ভজে॥

আনন্দলিপ্সু অজ্ঞলোক যে বিষয়ানন্দ সকল তীব্র আদরের সহিত প্রার্থনা করিয়া থাকে, সেই বিষয়ানন্দ সকল (স্বরূপতঃ) ব্রহ্মানন্দ হইলেও সেই ব্রহ্মানন্দের কণামাত্র। আমি সেই বিষয়ানন্দকে সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিয়া সেই আনন্দরূপিণী আনন্দামৃতবাহিনী ভগবতীকে ভজন করি যাঁহাকে আনন্দরহস্য প্রতিপাদক উপনিষদ্ (বেদ বচন) আনন্দের চরম সীমা বলিয়া প্রতিপাদন করিয়াছেন।

বিদ্বদ্বর নরহরি মহাশক্তিকে অধিষ্ঠান চৈতন্য হইতেও পরাৎপরতরা বিশুদ্ধ চৈতন্যরূপিণী পরমানন্দস্বরূপিণী বলিয়া স্তুতি করিলেন। ইহার তাৎপর্য্য এই যে সেই মহাশক্তি জীবে জীবময়ী, জড়ে জড়ময়ী ইত্যাদি নানারূপিণী হইয়াও অখণ্ডৈকরসস্বরূপিণী পরমব্রহ্মরূপিণী,—তাহাতে ও পরব্রহ্মে, পরমশিবে কোন ভেদ নাই। শিবাদ্বৈত দর্শনের 'বিমর্শ' বাদটী এই শিবশক্তি ঐক্যরূপ তত্ত্ব সহ তুলনীয়। সেই জন্য বিমর্শবাদের কিঞ্চিৎ আভাস পরে দিব।

—(:০:)—

*ইহা যেন ভগবান শঙ্করাচার্য্যের কথারই প্রতিধ্বনি, যথা—'তত্ত্বাতীত-ময়ী পরাৎপরময়ী মায়াময়ী শ্রীময়ী' ইত্যাদি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নবম অধ্যায়

সূত সংহিতায় শক্তি-বিজ্ঞান

সূত সংহিতা ব্যাসকৃত স্কন্দমহাপুরাণান্তর্গত। গরুড় পুরাণে শ্রীমদ্ ভাগবত পুরাণকে ব্রহ্মসূত্রের (বেদান্ত দর্শনের) ব্যাসরচিত—ভাষ্য বলা হইয়াছে। আবার সূত সংহিতাকেও ব্রহ্মসূত্রের ব্যসরচিত ভাষ্য বলা হয়। ভাগবতের বিভিন্ন টীকাকারদের অদ্বৈতপর, দ্বৈতপর নানাপ্রকার ব্যাখ্যা আছে, সুতরাং সংশয় হইতে পারে কোনটী ঠিক্। কিন্তু সূত সংহিতায় একমাত্র অদ্বৈতপর ব্যাখ্যাই দৃষ্ট হয়, এবং মতান্তর নাই। এ সকল বিষয় এস্থলে আলোচ্য নহে। কেবল সূত সংহিতার উপাদেয়ত্ব প্রদর্শন করিবার জন্য ইহা উল্লেখ করিলাম। 'সর্ব্বদর্শন সংগ্রহ'কার স্বনামধন্য মাধবাচার্য্য সূত সংহিতার টীকাকার। এই সূত সংহিতায় (যজ্ঞ বৈভব খণ্ড, পূর্ব্বভাগ, ১৩ অধ্যায়) নিম্নোধৃত শ্লোকগুলিতে শক্তিতত্ত্ব সম্বন্ধে যাহা কথিত হইয়াছে তাহা প্রণিধানযোগ্য। ব্যাসশিষ্য সূত শৌনকাদি মুণিগণকে বলিতেছেন—

চিন্মাত্রাশ্রয় মায়ায়াঃ শক্ত্যাকারে দ্বিজোত্তমাঃ।
অনুপ্রবিষ্টা যা সংবিন্নির্বিকল্পা স্বয়ম্প্রভা॥

পরাশক্তি সংবিৎ রূপিণী, কিন্তু মায়া জ্ঞাননাশ্যা। জড়ে ও চৈতন্যে যে প্রভেদ মায়া ও চিতিশক্তিতে সেইরূপ প্রভেদ। তথাপি চিন্মাত্ররূপ শিবের মায়াই পরাশক্তি কোন কোন লোকের ইত্যাকার ভ্রম দূর করিবার জন্য এই শ্লোকের অবতারণা। মহামনীষী মাধবাচার্য্য (পরে যিনি সন্ন্যাস-গ্রহণ পূর্ব্বক শৃঙ্গরী মঠাধীশ 'পঞ্চদশী' প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা বিদ্যারণ্য মুনি নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন) স্বকৃত টীকায় এই মর্ম্মে বলিতেছেন,—প্রলয়ে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মায়া ও তৎকার্য্য জীবজগৎ প্রপঞ্চ পরশিবে (ব্রহ্মে) বিকল্পরহিত স্বপ্রতিষ্ঠ অবস্থায় থাকে। জীবকর্ম্ম পরিপাকবশে মায়া ঈষৎ বিকল্পিত হয়, কিন্তু তখনও শিব-শক্তি বিভাগ না হওয়ায় তদুভয়রূপ চিন্মাত্রকেই মায়া আশ্রয় করিয়া থাকে। মায়াসম্বন্ধ বশতঃ চিন্মাত্র শিব স্বপ্রতিষ্ঠা কিঞ্চিৎ ত্যাগ করিয়া মায়াভিমুখী হন। তিনি স্বতন্ত্র, মায়াধীন নহেন, জীবের কর্ম্মফল প্রদানের সংকল্প করিয়া তিনি নিজ মায়াবশে সৃষ্ট্যাদি লীলায় প্রবৃত্ত হন ("লোকবৎ তু লীলাকৈবল্যম্"—বে, সূত্র)। ইহাতে তাঁহার কর্ম্মপরতন্ত্রতা নাই, কারণ কর্ম্মফলজন্য সুখ-দুঃখাদি যে নিয়মে হয় তাহা তাঁহারই সংকল্পপ্রসূত।....জলবায়ু সহযোগে বীজের যেমন অঙ্কুর হয়, সেইরূপ প্রাণিকর্ম্ম পরিপাকবশে মায়ার অঙ্কুরাবস্থা-রূপ শক্তি দ্বারা অবচ্ছিন্ন যে চৈতন্য সেই চৈতন্যের যিনি সংবিদ্রূপিণী তিনি পরাশক্তি। এইরূপ উপাধিভেদে উপধেয় একই চৈতন্যের শিব-শক্তিরূপে বিভাগ হয়। পরশিবই উপাধি দ্বারা অবচ্ছিন্ন হইয়া পর-শক্তিরূপা হন। অতএব পরাশক্তি সচ্চিদানন্দরূপিণী হইলেন বলিয়া এবং তাঁহাতে স্বভাবতঃ কোন বিকল্প নাই বলিয়া তিনি 'নির্ব্বিকল্পা' এবং অপর কাহারও প্রকাশ্যা নহেন বলিয়া 'স্বয়ম্প্রভা'।

সদাকারা পরানন্দা সংসারোচ্ছেদ কারিণী।
সা শিবা পরমা দেবী শিবাভিন্না শিবংকরী॥

ব্রহ্মাকারাবৃত্তিরূপে যিনি মুমুক্ষুদের সংসারনিবর্ত্তিকা সেই পরমাদেবী শিবা শিব সহ অভিন্না এবং শিবংকরী অর্থাৎ চিন্মাত্ররূপাহেতু সুখদাত্রী।

জগৎকারণ মাপন্নঃ শিবো যো মুনিসত্তমাঃ।
সা তস্যাপি ভবেৎ শক্তি স্তয়াহীনো নিরর্থকঃ॥

জগদঙ্কুর রূপ শক্তির অবস্থাবিশেষের পরে জগতের বিবর্ত্তাধিষ্ঠান-রূপ কারণ যে শিব, পূর্ব্বোক্ত পরা শক্তিই সেই শিবের জগৎনির্ম্মাণ-শক্তিরূপা। শক্তি-বিহীন শিব নিরর্থক অর্থাৎ সৃষ্ট্যাদি কার্য্যে অসমর্থ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সর্ব্বজ্ঞত্বং গতো যস্তু শিবসাক্ষাদুপাধিনা।
সা তস্যাপি ভবেৎ শক্তি স্তুয়াহীনো নিরর্থকঃ॥

জ্ঞানাধিক্য শক্তিরূপ উপাধিযোগে যে শিব সর্ব্বজ্ঞ, পরাশক্তিই সেই শিবের সর্ব্বজ্ঞাতৃত্ব শক্তিরূপা।

ঈক্ষিতৃত্বং গতো যস্তু শিবঃ সাক্ষাদুপাধিনা।
সা তস্যাপি ভবেৎ শক্তি স্তুয়াহীনো নিরর্থকঃ॥

ক্রিয়াধিক্য শক্তিরূপ উপাধিযোগে যে শিব ঈক্ষিতা ("তদৈক্ষত, ইত্যাদি শ্রুতি), পরা শক্তিই সেই শিবের ঈক্ষিতৃত্ব শক্তিরূপা। শক্তি-বিহীন শিব ইত্যাদি।

যস্তু রুদ্রত্বমাপন্নঃ শিবঃ সাক্ষাদুপাধিনা।
সা তস্যাপি.....॥
যস্তু বিষ্ণুত্বমাপন্নঃ শিবঃ সাক্ষাদুপাধিনা।
সা তস্যাপি.....॥
যস্তু ব্রহ্মত্বমাপন্নঃ শিবঃ সাক্ষাদুপাধিনা।
সা তস্যাপি.....॥

ঈক্ষণের পর সৃষ্ট্যাদি চিকীর্ষা হেতু মায়ার সাম্যাবস্থা গত হয়। তখন মায়া তিন গুণে বিভক্ত হয়, এবং তত্তদুপাধিযোগে শিব ব্রহ্মা-বিষ্ণু-রুদ্ররূপে প্রকটিত হন। অতএব শক্তিই শিবের রুদ্রত্ব-বিষ্ণুত্ব-ব্রহ্মত্ব রূপা। গুণবিভাগের পর শব্দস্পর্শাদি তন্মাত্রার উৎপত্তি।

অনেকের মনে এইরূপ একটা সংশয় উত্থিত হইয়া থাকে যে জগদ্গুরু জ্ঞানমূর্ত্তি শিব রুদ্ররূপে তমগুণ অবলম্বন করিয়া লয় করেন কিরূপে? এ সম্বন্ধে টীকায় উক্ত হইয়াছে যে রুদ্র বহিস্তমোযুক্ত, কিন্তু অন্তঃসত্ত্ব-গুণোপাধিক, বিষ্ণু সত্ত্বগুণাবৃত অন্তস্তমোপাধিক, ব্রহ্মা অন্তর্বাহ্য উভয়তঃ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রজগুণোপাধিক। শিব পুরাণেও ঠিক এই কথাই আছে।(১) লয় মুক্তির দ্বার স্বরূপ। জ্ঞানেই মায়ামুগ্ধ জীবের এই সংসার প্রপঞ্চের লয় হয় এবং মুক্তি হয়। সেইজন্য রুদ্ররূপী শিব অন্তঃসত্ত্বগুণোপাধিক। লয়ের উল্টা হইতেছে সংসারস্থিতি যাহা বন্ধনরূপ ও মোক্ষের প্রতিবন্ধক। সেইজন্য বিষ্ণু অন্তস্তমগুণোপাধিক। ব্রহ্মার কার্য্য বন্ধন-মুক্তি সম্বন্ধহীন কেবল সৃষ্টি, যাহা রজগুণহেতুক। সেইজন্য ব্রহ্মা বহিরন্তঃ উভয়তঃ রজগুণোপাধিক।

এইপ্রকার হিরণ্যগর্ভত্ব, সূত্রাত্মত্ব, বিড়াররূপ,সম্রাড়রূপ,ইন্দ্রাদি,দেবাদি মনুষ্যাদি, ওষধি, বনস্পতি ইত্যাদি, ভক্ষ্যভোজ্যাদি, নদী-নদাদি, পর্ব্বতাদি যে নানারূপে তত্তৎ উপাধিযোগে শিব প্রকটিত হন সে সকলই শক্তির কৃতি।

এষাস্য সাক্ষিণীশক্তিঃ শঙ্করাস্যাপি শঙ্করী।
শিবাভিন্না তয়া হীনঃ শিবঃ সাক্ষাৎ নিরর্থকঃ॥

সেই সাক্ষিণী শক্তি উপাধিযোগে নানা লীলা হেতু শঙ্করেরও শঙ্করী অথাৎ সুখকরী। পরমার্থতঃ শিবশক্তি উভয়ই চিন্ময়রূপ, অতএব অভিন্ন। চিন্মাত্ররূপা শক্তি রহিত হইলে তদতিরিক্ত সকল বস্তুর মিথ্যাত্ব হেতু, অর্থাৎ তদতিরিক্ত অন্য কিছু নাই বলিয়া শিব স্বয়ংই নিঃস্বরূপ হইয়া যান। সেইজন্য—

ন শিবেন বিনা শক্তির্নশক্তিরহিতঃ শিবঃ।
উমা শঙ্করয়ো রৈক্যং যঃ পশ্যতি স পশ্যতি॥

---

(১) অন্তস্তমা বহিঃ সত্ত্বঃ ত্রিজগৎপালকো হরিঃ।
অন্তঃসত্ত্বস্তমোবাহ্যঃ ত্রিজগৎ লয়কৃৎ হরঃ॥
অন্তর্বহি রজশ্চৈব ত্রিজগৎ সৃষ্টিকৃৎ বিধিঃ।
এবং গুণাস্ত্রিদেবেষু গুণভিন্ন শিব স্মৃতঃ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শিব ভিন্ন শক্তি নাই, শক্তি ভিন্ন শিব নাই। উমা-শঙ্করের অভিন্নত্ব-দর্শীর দর্শনই ঠিক।

যথা মাতা পিতৃভ্যাং তু বর্দ্ধন্তে মানবা ভুবি।
তথৈবাহহভ্যামিদং কৃৎস্নং বর্দ্ধতে নাত্র সংশয়ঃ॥
উপাসতে যে পরমাং সর্ব্বলোকৈকমাতরম্।
তেহভিষ্টং সকলং যান্তি বিদ্যাং মুক্তি প্রদামপি॥
পার্ব্বতী পরমাদেবী ব্রহ্মবিদ্যা প্রদায়িনী।
বিশেষেনৈব জন্তুনাং নাত্র সন্দেহ কারণম্॥
তৎপর—অনয়া রহিতং সর্ব্বমসদেব ন সন্তবেৎ॥

পরমার্থসদ্রূপিণী সেই পরাশক্তি রহিত হইলে সর্ব্ববস্তুই অসৎ হইয়া যায়,—অর্থাৎ কাহারও কোন সত্তাই থাকে না,—"অসন্নেব স ভবতি অসৎ ব্রহ্মেতি বেদ চেৎ" (শ্রুতি)।

শৈবা ভাগবতা স্তেষামুপভেদাবলম্বিনঃ।
অস্যা আরাধনেনৈব লভন্তেহভীপ্সিতং ফলম্॥

শৈব, ভাগবত প্রভৃতি সম্প্রদায় এবং তাহাদের বিভিন্নরূপ পাশুপত-পঞ্চরাত্র ইত্যাদি উপসম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিগণ পরা শক্তির আরাধনা দ্বারাই বাঞ্ছিত ফল লাভ করেন।

শিবমেতামুমামেনাং জড়াশক্তিং তথৈবচ।
জড়কার্য্যং জগজ্জীবং তেষাং ভেদং তথৈবচ॥

মায়া চিন্মাত্রাশ্রয়া। সেই মায়াশক্তিতে অনুপ্রবিষ্টা যে সংবিৎ তিনি চিদংশে শিবা উমা জগজ্জীবরূপ লীলাবিগ্রহধারিণী, আবার মায়াংশে জড়শক্তিরূপে জড়বর্গের উপাদানভূতা। এই তত্ত্ব ও ভেদ না বুঝিতে পারিয়া কেহ কেহ নানা লীলাবিগ্রহধারিণী চিন্ময়ী শক্তিকেও জড়া প্রকৃতি বলিয়া ভ্রম করে। উপক্রমে এই কথা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। সূতসংহিতায় শক্তির উপাসনা সম্বন্ধেও সারগর্ভ তত্ত্ব উপদিষ্ট হইয়াছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পাঠকগণের অবগতির জন্য উহা এ স্থলে সন্নিবেশিত করিতেছি। নানা দিক্ দিয়া শক্তি উপাসনা-তত্ত্বের বিশদ আলোচনা অন্যত্র করিয়াছি। ('শক্তি উপাসনা ও বেদান্ত' গ্রন্থ দ্রষ্টব্য)। সূতসংহিতার প্রসঙ্গে তদুক্ত উপাসনা তত্ত্বও এস্থলে বর্ণিত হইল। শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত ধ্রুবাদির আচরিত উপাসনাক্রম সহ সূতসংহিতোক্ত শক্তি-আরাধনাক্রমের সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। মাধবাচার্য্য কৃত টীকানুসারে সূত-সংহিতার শ্লোকার্থ প্রদত্ত হইল।

নৈমিষারণ্যে শৌনকাদি মুনিগণ সূতমুখে প্রথমতঃ শিবপূজা বিধি শ্রবণ করিয়া তৎপূজাফলও শক্তির অনুগ্রহ ব্যতীত হয় না (কারণ শিবও শক্তি অবলম্বন না করিয়া ফল দিতে পারেন না) (২), সেইজন্য শক্তিপূজা সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে সূত বলিলেন—

পূজা শক্তেঃ পরায়াস্তু দ্বিবিধা পরিকীর্ত্তিতা।
বাহ্যাভ্যান্তর ভেদেন বাহ্যা তু দ্বিবিধা মতা॥
বৈদিকী তান্ত্রিকী চেতি দ্বিজেন্দ্রা স্তান্ত্রিকী তু সা।
তান্ত্রিকস্যৈব নান্যস্য বৈদিকী বৈদিকস্য হি॥
ইত্থং সমস্ত দেবানাং পূজা বিপ্রা ব্যবস্থিতা॥

অর্থাৎ পরা শক্তির পূজা বাহ্য ও আন্তর ভেদে দ্বিবিধ। বাহ্য পূজাও দুই প্রকার। যাহারা তন্ত্রানুসারে দীক্ষিত তাহাদের পক্ষে তান্ত্রিকী পূজা বিহিত, অন্যের পক্ষে নহে। আর যাহারা বৈদিক গৃহ্য সূত্রানুসারে দীক্ষিত তাহাদের পক্ষে বৈদিকী পূজা ব্যবস্থিত আছে। স্বমার্গ অতিক্রম করা শ্রুতিতেই নিন্দিত, যথা—'যো বৈ স্বাং দেবতামপি ত্যজতে স স্বায়ৈ দেবতায়ৈ চ্যবতে, ন পরান্ প্রাপ্নোতি, পাপীয়ান্ ভবতি'—যে নিজ দেবতা ত্যাগ করে সে ইষ্টভ্রষ্ট হয়, শ্রেয়প্রাপ্ত হয় না, পাপযুক্ত হয়।

(২) শক্তো যয়া স শম্ভুর্ভুক্তো মুক্তো চ পশুগণাস্তাস্ত।
তামেনাং চিদ্রূপাং আদ্যাং সর্ব্বাত্মনাহশ্মি নতঃ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তৎপর আসন পাদ্যাদি দ্বারা পূজা বর্ণনা করিয়া বলিতেছেন—

সর্ব্বং মাতৃকায়া কুর্য্যাৎ মাতৃকা মন্ত্রনায়িকা।
মাতৃকা ব্যভিরেকেন মন্ত্রা নৈব হি সত্তমঃ॥

কেবল শক্তি মন্ত্রের নহে, যাবতীয় মন্ত্রেরই নায়িকা মাতৃকা, কারণ মাতৃকা দ্বারা অনুপ্রবিষ্ট নহে এমন কোন অক্ষর নাই, এবং সর্ব্ব মন্ত্রই অক্ষরাত্মক। (৩)

মাতৃকা চ ত্রিধা স্থূলা সূক্ষ্মা সূক্ষ্ম তরাপি চ।
গুরূপদেশ তো জ্ঞেয়ো নান্যথা শাস্ত্র কোটিভিঃ॥

প্রথম, মধ্যম,উত্তম অধিকারীভেদে স্থূলাদি তিন প্রকার মাতৃকায় পূজা বিহিত। প্রথম অধিকারী স্থূল,মধ্যম অধিকারী সূক্ষ্ম,উত্তম অধিকারী সূক্ষ্ম-তর দ্বারা পূজা করিবে। প্রলয়ে পৃথিবী জলে, জলে অগ্নিতে, অগ্নি বায়ুতে, বায়ু আকাশে, আকাশ অব্যক্তে, অব্যক্ত (=মায়া) ব্রহ্মে লীন হয়। মায়ার আত্যন্তিক নাশ নাই, কেবল মুক্তের পক্ষে মায়া থাকে না। নতুবা পরবর্ত্তী সৃষ্টি হইতে পারে না। সৃষ্টি কালে ঈশ্বরের সিসৃক্ষাই (সৃষ্টির ইচ্ছা) মায়াবৃত্তি, যাহা 'ঐক্ষত' 'অকাময়ত' ইত্যাদি শ্রুতিতে ব্যক্ত। ইহা হইতে বিন্দুর উৎপত্তি—ইহাই জগদঙ্কুর—যাহা জীবে জীবে কুণ্ডলিনীরূপে বর্ত্তমান। বিন্দুর অচিদংশ স্থূল বীজ, চিদচিদংশ সূক্ষ্ম নাদ, চিদংশ ঈশ্বর। বিন্দু হইতে উৎপন্ন রবই নাদ বা শব্দব্রহ্ম—ইহাই জীবের মূলাধারে স্থিত। নাদের এই অব্যক্তাবস্থাই পরা বাক্। কোন বিষয় প্রকাশ করিবার ইচ্ছায় প্রযত্ন সময়ে সেই অব্যক্ত 'পরা' বাক্ বায়ু

(৩) মাতৃকা=বাক্‌দেবতা বা সরস্বতী,'অ' হইতে 'ক্ষ' পর্য্যন্ত পঞ্চাশৎ বর্ণময়ী। সুতরাং মন্ত্রমাত্রই মাতৃকাত্মক। সৃষ্টির আদিতে উহাই যে বিন্দুনাদাত্মক তাহা পরশ্লোকের ব্যাখ্যায় দ্রষ্টব্য। নিত্যপূজা পদ্ধতিতে অন্তর্মাতৃকান্যাস (ষট্ চক্রে) ও বাহ্য মাতৃকান্যাস (অঙ্গ প্রত্যঙ্গে) করার বিধি আছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দ্বারা নাভি ও হৃদয়দেশে 'পশ্যন্তি' ও 'মধ্যমা' রূপে অভিব্যক্ত হয়, এবং পরে কণ্ঠ তালু ইত্যাদি স্থানে আঘাতবশতঃ 'বৈখরী' রূপে অভিব্যক্ত হইয়া শ্রোত্রগ্রহণযোগ্য হয়। অধিকারী ভেদে বিন্দুনাদাত্মক স্থূলাদি মাতৃকায় উপাসনা বিহিত। আন্তর পূজার অধিকারী বাহ্য পূজা ত্যাগ করিবে। আন্তর পূজাও সাধারা ও নিরাধারা ভেদে দ্বিবিধ—

সাধারা যাতু সাধারে নিরাধারা তু সংবিদি।
আধারে বর্ণ সংরুপ্ত বিগ্রহে পরমেশ্বরীম্॥
আরাধয়েৎ অতি প্রীত্যা গুরুণোক্তেন বর্ত্মনা।
যা পূজা সংবিদি প্রোক্তা সাতু তস্যাং মনোলয়ঃ॥

সাধারা মানসমূর্ত্তিতে মানসোপচার কল্পনা দ্বারা পূজা। নিরাধারা পূজা সংবিদরূপে হয়। ইহা মূর্ত্তি ইত্যাদি আধার বা উপচার শূন্য, এবং ইহার আকার মনোলয়,—ইহাতে "বিষয়ান্তরব্যবৃত্ত্যা তদেকবিষয়-চিত্তপ্রবাহানুবৃত্তিঃ", অন্য বিষয় হইতে চিত্তকে প্রত্যাহৃত করিয়া একমাত্র ধ্যেয় বিষয়ে চিত্তবৃত্তির প্রবাহ হইতে থাকিবে। এই সংবিদই (=প্রজ্ঞান-রূপ—'প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম') পরা শক্তি, তাই বলিতেছেন—

সংবিদ্ রূপাতিরেকেন যৎ কিঞ্চিৎ প্রতিভাসতে।
স হি সংসার আখ্যাত ইত্যাদি ॥
অতঃ সংসার নাশায় সাক্ষিণীমাত্মরূপিণীম্।
আরাধয়েৎ পরাং শক্তিং প্রপ্রঞ্চোল্লাসবর্জ্জিতাম্॥
সংবিদ্ বাচক শব্দেন সংবিদ্রূপাং অনাকুলঃ।
অর্চ্চয়েৎ আদরেনৈব শিবামাদৌ মহামতিঃ॥

সংবিদ্ ভিন্ন অন্য যাহা কিছু সবই সংসাররূপ, অনাত্মরূপ। অতএব সংসার নাশের নিমিত্ত প্রপঞ্চোল্লাসবর্জিতা জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তি অবস্থাত্রয়ের সাক্ষিরূপিণী মাতৃরূপিণী শিবা পরাশক্তিকে অনাকুল চিত্তে আদরপূর্ব্বক সংবিদ্বাচক শব্দ দ্বারা আরাধনা করিবে। সংবিদ বাচক শব্দ প্রণব (ওঁ)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ও হল্লেখাদি (হ্রীঁ) মন্ত্র। নির্ব্বকল্পা সংবিদ্রূপিণীতে চিত্তনিবেশ করিবার উপায় তদ্বাচক মন্ত্র মনন, যদ্দ্বারা বিক্ষেপ দূর হইয়া তৎস্বরূপোপলব্ধি হয়। প্রণব যেমন অকার-উকার-মকার-বিন্দু-নাদ-শক্তি-শান্ত এই সপ্ত তার ভেদরূপ দ্বারা ক্রমশঃ স্থূল-সূক্ষ্ম-কারণ-তুরীয়—তুরীয়াতীত-শক্তি- শান্তাত্মিকা সংবিদ্‌কে লক্ষ্য করে, সেইরূপ হল্লেখাও হকার-রেফকার-ঈকার-বিন্দু- নাদ-শক্তি-শান্ত এই সপ্ত শক্তিভেদরূপ দ্বারা সেই সংবিদ্‌কেই লক্ষ্য করে।

পুনঃ সমস্তমুৎসৃজ্য স্বপূর্ণাং পরসংবিদম্।
স্বাত্মনৈবানুসন্ধায় পুনস্তচ্চ বিসর্জ্জয়েৎ॥

সংবিদ্রূপিণী শক্তি উপাসনার পরবর্ত্তী অর্থাৎ দ্বিতীয় কক্ষা এই—পূর্ব্বোক্ত আলম্বন পরিত্যাগ করিয়া পরমা সংবিদে প্রত্যয়াবৃত্তি অর্থাৎ চিত্তবৃত্তি প্রবাহিত করা কর্ত্তব্য। তৎপর তৃতীয় কক্ষা এই—পূর্ব্ব কক্ষোক্ত প্রত্যয়ও ত্যাগপূর্ব্বক এবং আত্মস্বরূপের অনুসন্ধান দ্বারা সাক্ষাৎকৃত স্বয়ম্পূর্ণা পর সংবিদ্রূপে স্বয়ং তদাত্মরূপ হইয়া ধ্যান-ধ্যাতৃ-ধ্যেয় বিভাগ ত্যাগ করিবে। দ্বিতীয় কক্ষায় প্রত্যয়ের অনুসন্ধান থাকে, তৃতীয়ে প্রত্যয়ানুসন্ধানও (স্বরূপতঃ দুই-ই-এক হইলেও) ত্যাগ করিয়া কেবল প্রতেতব্যের অনুসন্ধান থাকে—ইহা না থাকিলে সুষুপ্তি ও সমাধিতে বিশেষ থাকে না।

স্বানুভূত্যা স্বয়ং সাক্ষাৎ স্বাত্মভূতাং মহেশ্বরীম্।
পূজয়েৎ আদরেনৈব পূজা সা পুরুষার্থদা॥

সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া সাধক কিরূপে থাকিবে? প্রত্যয়ের অবভাস গত হইলে পরানন্দ একরস স্বপ্রকাশ সংবিদাত্মরূপে স্বয়ং অপরোক্ষরূপে স্থিতি হয়। ইহাই সংবিদ্রূপা শক্তির পরমাপূজা, কৈবল্যরূপ পুরুষার্থপ্রদা। প্রেমের সহিত এই পূজা কর্ত্তব্য। বস্তুতঃ এই পূজা আর পূজা বলিতে যাহা সাধারণতঃ বুঝায় তাহা নহে, ইহা জীবব্রহ্মে বা উপাসক-উপাস্যে অভেদ ভাবমূলক ব্রাহ্মী স্থিতি ও মোক্ষরূপ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দশম অধ্যায়

শিবদ্বৈত দর্শনে শক্তিবাদ (বিমর্শবাদ)

শিবাদ্বৈত দর্শনের উদ্ভব-স্থান কাশ্মীর। ইহার প্রতিষ্ঠাতা কাশ্মীরী বাসুগুপ্ত। বাসুগুপ্তের সময় নবম শতাব্দী বলা হয়। কথিত আছে যে, তিনি শিবের আদেশে এই মত প্রচার করেন। কিন্তু শ্রীদেবী-ভাগবতে বিমর্শবাদের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। তথায় উক্ত হইয়াছে যে তারকাসুর বধের উপায়ান্তর না দেখিয়া লক্ষ্মীসহ স্বয়ং বিষ্ণুভগবান্ ও অন্যান্য দেবগণ ভগবতী-নিকেতন মণিদ্বীপে গিয়া সুদীর্ঘকাল দেবীর উপাসনা করিয়াছিলেন। ভগবতী প্রথমে জ্যোতিরূপে, পরে কারুণ্য-মণ্ডিতা জগজ্জননী মূর্ত্তিতে আবির্ভূতা হইয়া বিপন্ন দেবগণকে আশ্বাসিত করিয়া বলিলেন যে, তিনি নিজাংশে শীঘ্রই গিরিরাজ হিমালয়ের কন্যা রূপে জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহাদের প্রার্থনা পূর্ণ করিবেন। দেবগণের সহিত হিমালয় তথায় ছিলেন। তিনি তাঁহার চিরাচরিত উগ্র তপস্যার ফলদানে উদ্যতা দেবীর এই করুণাপূর্ণ বাণী শুনিয়া প্রেমবিগলিতচিত্ত হইলেন, এবং নিজ ও জীব-কল্যাণ উদ্দেশ্যে পরমতত্ত্ববিষয়ক নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। গিরিরাজ হিমালয়ের প্রশ্নাবলীর উত্তরচ্ছলে প্রদত্ত উপদেশের এক স্থলে পরমাত্মস্বরূপিণী দেবী তাঁহার স্ব-শক্তি সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

কেচিৎ তাং তপ ইত্যাহুঃ তমঃ কেচিৎ জড়ং পরে।
জ্ঞানং মায়াং প্রধানঞ্চ প্রকৃতিং শক্তিমপ্যজাম্॥
বিমর্শ ইতি তাং প্রাহুঃ শৈবশাস্ত্রবিশারদাঃ।
অবিদ্যামিতরে প্রাহুঃ বেদতত্ত্বার্থচিন্তকাঃ॥

তাহাকে (ভগবতীর শক্তিকে) কেহ তপ, কেহ তম, কেহ জড়,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কেহ জ্ঞান, কেহ মায়া, কেহ প্রধান, কেহ প্রকৃতি, কেহ শক্তি, কেহ অজা বলিয়া থাকেন। শৈবশাস্ত্রবিশারদেরা তাহাকেই বিমর্শ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। বৈদান্তিকেরা তাহাকে অবিদ্যা বলেন।

এতদ্দ্বারা বিমর্শবাদের প্রাচীনত্ব প্রমাণিত হয়। তবে এই প্রমাণ হইতেই, অর্থাৎ দেবীভাগবতে বিমর্শবাদ আছে বলিয়া আবার পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের অনুসরণ পূর্ব্বক কেহ হয়ত বলিবেন যে পুরাণগুলি এক সহস্র বৎসরাপেক্ষা অধিক প্রাচীন নহে। পুরাণের প্রাচীনত্ব অর্ব্বাচীনত্ব লইয়া এখানে বিচারের আবশ্যকতা নাই। কিন্তু বিমর্শবাদটী নবম শতাব্দীর লোক বাসুগুপ্ত দ্বারা প্রচারিত বলিয়াই যে দেবীভাগবতের, সুতরাং তদুক্ত বিমর্শবাদের প্রাচীনত্বে সংশয় করিতে হইবে, ইহার কোন যুক্তি নাই। বিমর্শবাদটী যে বাসুগুপ্তের পূর্ব্বেও (হয়ত অপ্রচলিত অবস্থায়) ছিল, এবং বাসুগুপ্ত উহাকে একটা দার্শনিক ভিত্তি দিয়া প্রচার করিয়াছিলেন,—ইহা বলিলে বরং সামঞ্জস্য রক্ষা হয়। ইহা যে অযৌক্তিক কল্পনা মাত্র নহে তাহার একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। বৌদ্ধদিগের শূন্যবাদ* এবং আরও অনেক 'বাদ' বীজরূপে বেদমধ্যে নিহিত আছে দেখা যায়। যথা ছান্দোগ্য উপনিষদে (৬।২),—

সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্,—

অর্থাৎ নামরূপে অভিব্যক্ত এই দৃশ্যমান জগৎ উৎপত্তির পূর্ব্বে এক অদ্বিতীয়

---

* ইহা শূন্যবাদী মাধ্যমিক বৌদ্ধদের মত। এই মতে সৃষ্টির পূর্ব্বে জগৎ অসৎ ছিল, এবং পরেও অসৎ হইবে। মধ্যে ভ্রান্তিবশতঃ নাম-রূপ প্রতীত হয় মাত্র। যাহা আদিতে নাই, অন্তেও নাই, তাহা মরীচিকায় জলভ্রমের ন্যায় মধ্যেও নাই। ভ্রান্তির কোন আধার নাই, অর্থাৎ জলভ্রমের আধার যেমন মরীচিকা এবং অন্যান্য ভ্রান্তিরও যেমন একটা আধার দৃষ্ট হয়, ইহাদের মতে ভ্রান্তির সেইরূপ কোন আধার নাই। ইহারা বলে নিরাধার নির্ব্বিশেষ শূন্যই পরমতত্ত্ব।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সৎস্বরূপই (ব্রহ্মস্বরূপ বা আত্মস্বরূপই) ছিল। এই কথা বলিয়া তৎপরেই শ্রুতি পূর্ব্বপক্ষরূপে শূন্যবাদী বৌদ্ধদিগের মত খ্যাপন করিতেছেন—

তদ্ধৈক আহুরসদেবেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিয়ম্, তস্মাদসতঃ সজ্জায়তে—অর্থাৎ এ সম্বন্ধে অপর কেহ কেহ বলেন যে এই জগৎ উৎপত্তির পূর্ব্বে এক অদ্বিতীয় অসৎস্বরূপ অর্থাৎ অভাবস্বরূপ ছিল (কিছুই ছিল না), সেই অসৎ বা অভাব হইতেই এই সৎ জগতের উৎপত্তি হইয়াছে।

তৎপর এই বৌদ্ধমত খণ্ডনের জন্য শ্রুতি যুক্তি প্রদর্শন করিতেছেন—

কুতস্তু খলু সৌম্যৈবং স্যাদিতি হোবাচ, কথমসতঃ সজ্জায়তে ইতি, অর্থাৎ—কিন্তু অসৎ হইতে সৎ-এর জন্ম কিরূপে হইতে পারে, ইহার প্রমাণ কোথায়? অর্থাৎ ইহার কোন প্রমাণ নাই।

অতএব শ্রুতি সিদ্ধান্ত করিতেছেন—

সত্ত্বেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ একমেবাদ্বিতীয়ম্—অর্থাৎ নিশ্চয়ই এই জগৎ উৎপত্তির পূর্ব্বে এক অদ্বিতীয় সৎস্বরূপই ছিল।

শ্রুতিতে এইরূপ কথা আছে বলিয়াই বোধ হয় কেহ বলিবেন যে, গৌতম বুদ্ধের পরবর্ত্তী শূন্যবাদের প্রচারক বা প্রবর্ত্তকেরও পরবর্ত্তী কালে উপনিষৎ রচিত হইয়াছে। প্রকৃত কথা এই যে, এই সকল মত এবং শক্তি সম্বন্ধে দেবীভাগবতের পূর্ব্বোদ্ধৃত নানা মতগুলিও, এমন কি 'যৎ ভূতং যৎ চ ভাব্যং' সকল মতই শ্রুতিতে বীজাকারে আছে। অতএব এই সকল মত পূর্ব্বেও ছিল, পরে সম্প্রদায় বিশেষে উহাদের কোন কোনটা ব্যক্তিবিশেষ-রচিত দার্শনিক গ্রন্থাদি দ্বারা প্রচারিত হইয়াছে।

কাশ্মীরের শিবাদ্বৈতবাদিগণ সম্পূর্ণ অদ্বৈতবাদী, কিন্তু দাক্ষিণাত্য প্রদেশের শৈবগণ দ্বৈতবাদী। তবে দাক্ষিণাত্যেও শিবাদ্বৈতের প্রভাব প্রসারিত হইয়াছিল। দ্বৈতবাদী শৈবদের দর্শনকে শৈবদর্শন বলে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আবার বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী শৈবও আছে। শ্রীকণ্ঠাচার্য্য কৃত ব্রহ্মসূত্রের শৈবভাষ্য বিশিষ্টাদ্বৈত প্রতিপাদক।

শিবাদ্বৈত দর্শন ও শাক্তাদ্বৈত দর্শন একই বস্তু। কারণ এই দর্শনে শিব ও শক্তির অভিন্নত্ব, অখণ্ডত্ব, অদ্বয়ত্ব অদ্বৈতবেদান্তের অধ্যস্ত-অধিষ্ঠান-বাদের উপর নির্ভর না করিয়া একেবারে সাক্ষাৎরূপে বিঘোষিত হইয়াছে। শিবাদ্বৈত দর্শন মতে জগৎ ব্রহ্মেরই 'স্বাতন্ত্র্য' শক্তির বিজৃম্ভন। স্বতন্ত্র অর্থে এখানে স্বতঃপ্রকাশ, অর্থাৎ যাহার প্রকাশের জন্য অন্য কোন প্রকাশের আবশ্যকতা হয় না, অতএব যাহা স্বয়ং চৈতন্যস্বরূপ। এই জন্য ঐ শক্তি ব্রহ্মই, এবং উহাকেই চিতিশক্তি বলা হয়। চিতিশক্তিকে এই দর্শনে 'বিমর্শ' নাম দেওয়া হইয়াছে। বিমর্শ অর্থে স্ফূর্ত্তি, উল্লাস, প্রকাশ। জগৎ স্বতঃ-প্রকাশ চিতিশক্তির উল্লাস। এই স্থলে অদ্বৈত বেদান্তের মায়ার সহিত বিমর্শের প্রভেদ দৃষ্ট হইবে। বেদান্তের মায়া স্বতঃপ্রকাশ নহে, কিন্তু জড় ও মিথ্যা, এবং তাৎকার্য্য জগৎও মিথ্যা। বিমর্শের স্বাতন্ত্র্য শক্তি স্বতঃপ্রকাশ ব্রহ্মস্বরূপ, সুতরাং ঐ শক্তি এবং তৎকার্য্য জগৎও সত্য। আবার সেই পারমেশ্বরী ক্রিয়াশক্তি দ্বারা স্ব-স্বরূপ গোপন করিবার ফলে প্রকাশই জীবরূপে দৃষ্ট হয়। এই ভাবে সেই শক্তিরূপিণীকে মায়াও বলা হয়। শিব, শক্তি ও জীব—এই তিন তত্ত্ব এই দর্শনের বিশেষরূপে প্রতিপাদ্য বলিয়া ইহাকে 'ত্রিক্' দর্শও বলা হয়। জগৎ শিবস্বরূপ এই তিন তত্ত্বাত্মক,—অন্য কিছু নহে। বিশিষ্টাদ্বৈত মতে জীব-জগৎ ব্রহ্মের শরীর, অঙ্গ স্বরূপ, কিন্তু বিমর্শ মতে জীব-জগৎ ব্রহ্মের আত্মস্বরূপ, কারণ উহা চিতিশক্তির বিজৃম্ভন বা উল্লাস, আর সেই চিতিশক্তি হইতেছে ব্রহ্মের বিমর্শরূপে প্রকটিত হইবার সামর্থ্য। দর্পণে মুখের প্রতিবিম্ব পড়ে,—তাহাতে মুখ ও প্রতিবিম্ব হইতে করণরূপ দর্পণ একটি ভিন্ন বস্তু বলিয়াই দৃষ্ট হয়। বিমর্শ মতে স্বতঃপ্রকাশ চিতিশক্তির উল্লাসে ব্রহ্মই যেন জীব-জগৎরূপে প্রতিবিম্বিত হইতেছেন, কিন্তু এই প্রতিবিম্বের জন্য দর্পণরূপ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বতন্ত্র অন্য কোন বস্তুর আবশ্যকতা নাই। এখানে ব্রহ্মই বিম্ব, প্রতিবিম্ব ও দর্পণ,—কর্ত্তা, কর্ম্ম ও করণ তিনিই ব্রহ্ম বা চিতিশক্তি। যেমন সূর্য্য ও সূর্য্যপ্রকাশে কোন ভেদ নাই, যেমন চন্দ্র ও চন্দ্রিকায় কোন ভেদ নাই, সেইরূপ ব্রহ্ম ও চিতিশক্তিতে কোন ভেদ নাই। বলিয়াছি যে, ব্রহ্মে উক্ত উল্লাস হইবার সামর্থ্যই তাঁহার শক্তি। ব্রহ্মের বা চিতিশক্তির উল্লাস বলায় আপাতদৃষ্টিতে ঐ দুই ভিন্ন বলিয়া বোধ হইতে পারে। এই ভ্রম দূর করিবাব জন্য বলা হইয়াছে যে, উহা উল্লাস 'ইব,' যেন উল্লাস, অর্থাৎ উহা ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ রূপে বোধ হইলেও বস্তুতঃ পৃথক্ নহে, একই। যেমন সূর্য্য ও সূর্য্যপ্রকাশ পৃথক্ বলিয়া মনে হইলেও বস্তুতঃ অভিন্ন। এ স্থলে বিবর্ত্তবাদের সহিত বিমর্শবাদের সাদৃশ্য দৃষ্ট হইবে। বিবর্ত্তবাদেও জীব-জগৎ ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ প্রতীত হইলেও বস্তুতঃ ব্রহ্মই জীব-জগৎরূপে প্রতিভাত। তবে বিবর্ত্তবাদে উহা জড়া মিথ্যা মায়া-কার্য্য, আর বিমর্শ মতে উহা চিতিশক্তির উল্লাস, এবং সূর্য্য ও সূর্য্যপ্রকাশের ন্যায় ঐ দুই অভিন্ন। অতএব উভয় মতে প্রক্রিয়ার ভেদ আছে, ইহা অবশ্যই স্বীকার্য্য, কিন্তু সিদ্ধান্তে কিছুমাত্র ভেদ নাই, কারণ উভয় মতেই এক অদ্বিতীয় প্রকাশ-স্বরূপ ব্রহ্মসত্তাই সৎ বলিয়া স্বীকৃত। তবে বিমর্শবাদীর দাবী এই যে, তাঁহার মতে ব্রহ্মের অদ্বয়ত্ব অধিকতর দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত। সেই জন্য বিমর্শবাদীর বিশ্বাস, অদ্বৈত বেদান্তে যে মায়াবাদের অবতারণা, তাহার আবশ্যকতা কেবল বৌদ্ধাদি বাদী নিরসনের জন্য,—মায়াবাদ মুখ্য নহে, উহা গৌণ অবান্তর বস্তু মাত্র, এবং ব্রহ্মাদ্বৈতই মুখ্য অবিসম্বাদিত তত্ত্ব। মায়াবাদ না থাকিলেও ব্রহ্মাদ্বৈতের যে কোন হানি হয় না, তাহা বিমর্শবাদ দ্বারা প্রমাণিত হয়,—ইহা তাঁহারা বলেন। তবে মনে হয় বৈদান্তিক বিবর্ত্তবাদের যুক্তি অবলম্বন করিয়া যে সকল প্রশ্নের মীমাংসা হইয়া যায়, বিমর্শবাদে তাহা হওয়া কঠিন। ইহা যথাস্থানে প্রদর্শিত হইবে।

শিবাদ্বৈতের একখানি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'প্রত্যভিজ্ঞা হৃদয়' (কাশ্মীরী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অভিনব গুপ্তের শিষ্য ক্ষেমরাজ প্রণীত। ইঁহাদের সময় একাদশ শতাব্দী বলিয়া কথিত। মান্দ্রাজ-আদিয়ার থিয়োসফিকাল লাইব্রেরী হইতে প্রকাশিত সংস্করণ দ্রষ্টব্য)। ইহা সূত্রাকারে রচিত। শিবাদ্বৈত দর্শনেরও অপর নাম প্রত্যভিজ্ঞা দর্শন। এক কালে দৃষ্ট ব্যক্তিকে অন্য কালে দেখিলে, আমরা বলি 'সেই এই'। এইরূপ জ্ঞানের দার্শনিক পরিভাষা 'প্রত্যভিজ্ঞা'। সেইরূপ অজ্ঞান বশতঃ আত্মবিস্মৃত জীব জ্ঞানোদয়ে জানে সে-ই শিব। উক্ত গ্রন্থের প্রথম সূত্রটী এই—

চিতিঃ স্বতন্ত্রা বিশ্বসিদ্ধিহেতুঃ।

বিশ্বের সিদ্ধি, অর্থাৎ সৃষ্টি সংহার কল্পে স্বতন্ত্রা অর্থাৎ স্বয়ং প্রকাশশীলা (যাঁহার প্রকাশ অন্যের অধীন নহে) চিতিশক্তিই হেতু (চিতি=চিৎ, চৈতন্য। পরম শিব অর্থাৎ পরব্রহ্ম যখন স্বয়ংপ্রকাশ জ্ঞানরূপে অভিব্যক্ত হন, তখন তাঁহারই নাম চিতিশক্তি, অতএব এই উভয়ে কোন ভেদ নাই। হেতু=কারণ)। নিম্নোদ্ধৃত টীকাংশে এই সূত্রের অভিপ্রায় কথঞ্চিৎ বুঝা যাইতে পারে,—

বিশ্বস্য সদাশিবাদেঃ ভূম্যন্তস্য সিদ্ধৌ নিষ্পত্ত্যৌ প্রকাশনে স্থিত্যাত্মনি পরপ্রমাতৃবিশ্রান্ত্যাত্মনি। সংহারে পরাশক্তিরূপা চিতিরেব ভগবতী স্বতন্ত্রা অনুত্তরবিমর্শময়ী শিবভট্টারকাভিন্না হেতুঃ কারণম্। অস্যাং হি প্রসরন্ত্যাং জগৎ উন্মিষতি ব্যবতিষ্ঠতে চ, নিবৃত্তপ্রসরায়াং চ নিমিষতি ইতি। স্বানুভব এবাত্র সাক্ষী। অন্যস্য তু মায়া প্রকৃত্যাদেঃ চিৎপ্রকাশ-ভিন্নস্য অপ্রকাশমানত্বেন অসত্ত্বাৎ ন ক্বচিদপি হেতুত্বম্। * * *

চিদেব ভগবতী স্বচ্ছ স্বতন্ত্ররূপা তত্তদনন্ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জগদাত্মনা স্ফুরতি ইতি এতাবৎ পরমার্থোঽয়ং কার্য্যকারণভাবঃ। * * *

সংক্ষিপ্তার্থ.—সদাশিব হইতে স্থূল পৃথিবী পর্য্যন্ত সমস্ত তত্ত্বের* অর্থাৎ বিশ্বের সৃষ্টি ও প্রলয় বিষয়ে, অর্থাৎ প্রকাশ ও অপ্রকাশে (অপ্রকাশ= প্রলয় দশায় পরপ্রমাতৃ বা পরমজ্ঞাতার যে বিশ্রান্তি) চিতিই মূল কারণ। পরা শক্তিরূপা ভগবতী স্বতন্ত্রা চৈতন্যময়ীরই নাম চিতি, যিনি শিব হইতে অভিন্নরূপা। চিতির বিকাশে জগতের উন্মেষ ও অস্তিত্ব, চিতির সংকোচে জগতের নিমেষ বা অপ্রকাশ। স্বানুভব দ্বারাও ইহা সিদ্ধ হয়। মায়া ও প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন ও চিৎ হইতে ভিন্ন,—এইরূপ 'অন্য' † অর্থাৎ কোন বদ্ধ জীব কদাপি জগৎ কারণ হইতে পারে না, কারণ তাহার প্রকাশ নাই এবং তাহা সৎ বস্তু নহে। * * *

সদা শুদ্ধ স্বতন্ত্র প্রকাশরূপা একমাত্র চিৎ বা চিতিশক্তির প্রকাশই এই অনন্ত জগতের প্রকাশ। অতএব তিনিই একাধারে যুগপৎ বিশ্বের কার্য্য ও কারণ উভয়ই।

চিতিকেই বিশ্বের হেতু বলিয়া স্বীকার করিলে উপাদান ও তৎকার্য্যাদি দৃষ্টিতে তাহার আর অদ্বয়ত্ব রক্ষা করা যায় না, বস্তুতঃ দ্বৈতমতই স্বীকৃত হইল। এই শঙ্কা নিরসনের জন্য দ্বিতীয় সূত্রে বলা হইয়াছে,—

স্বেচ্ছয়া স্বভিত্তৌ বিশ্বমুন্মীলয়তি।

চিতিশক্তি নিজ-ইচ্ছা বলে নিজেরই স্বরূপ-ভিত্তির উপর বিশ্বের বিকাশ সাধন করেন।

---

* এই দর্শনে ৩৬টী তত্ত্ব স্বীকৃত, যথা,—পরমশিব, শক্তি, সদাশিব, ঈশ্বর, শুদ্ধবিদ্যা, মায়া, কলা, বিদ্যা, রাগ, কাল, নিয়তি, পুরুষ, প্রকৃতি, অহংকার, বুদ্ধি, মন, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়, রূপাদি পঞ্চ বিষয়, আকাশাদি পঞ্চ ভূত। তন্ত্র-মতেও এই কয়েকটী তত্ত্ব স্বীকৃত।

† শ্বেতাশ্বতর উপনিষদেও এই অর্থে, 'অন্য' শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে—

তস্মিংশ্চান্যো মায়য়া সন্নিরুদ্ধঃ—(৪।৯)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

টীকা,—স্বেচ্ছয়া ন তু ব্রহ্মাদিবিৎ অন্যেচ্ছয়া। তয়ৈব চ ন তু উপাদানাদ্যপেক্ষয়া। এবং প্রাগুক্ত স্বাতন্ত্র্যহান্যা চিত্ত্বমেব ন ঘটেত। স্বভিত্তৌ ন তু অন্যত্র ক্বাপি। প্রাক্ নির্ণীতং বিশ্বং দর্পণে নগরবৎ অভিন্নমপি ভিন্নমিব উন্মীলয়তি। উন্মীলনং চ অবস্থিতস্যৈব প্রকটীকরণং ইত্যনেন জগতঃ প্রকাশৈকাত্ম্যেনাবস্থানমুক্তম্।

অর্থাৎ,—নিজেচ্ছাবলে, ব্রহ্মাদি সদৃশ অন্য কাহারও ইচ্ছা জন্য নহে,—চিতিশক্তি নিজেই অর্থাৎ কোন উপাদানাদি কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ ব্যতীত। কারণ তদ্ভিন্ন অন্য উপাদানের কার্য্যকারিত্ব স্বীকার করিলে চিতির পূর্ব্বোক্ত স্বাতন্ত্র্য হানির সম্ভাবনা হয়। স্বভিত্তিতে অর্থাৎ নিজস্বরূপ ভিত্তিতেই (ভিত্তি=প্রাচীর, পর্দ্দা),—অন্য কিছুর উপর নহে,—প্রাগ্‌বর্ণিত বিশ্বের উন্মেষ সাধন করেন। এই বিশ্ব চিৎ হইতে ভিন্ন বলিয়া (ভিন্নমিব) ভান হইলেও চিৎসহ এক ও অভিন্ন,—যেমন দর্পণে অবস্থিত একটী নগরের দৃশ্য। উন্মীলন অর্থে সত্তার অবস্থাবিশেষের প্রকটীকরণ। স্বপ্রকাশ চিজ্জ্যোতিই বিশ্বের সত্তা বলিয়া উন্মীলন উহারই অবস্থাবিশেষ। সারার্থ এই যে যাহা বিশ্ব বলিয়া দৃষ্ট হয়, তাহা শিবেরই বা চিতিশক্তিরই অবস্থাবিশেষ।

অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা জানেন যে, 'দর্পণে নগরবৎ' এই উপমাটী বেদান্তী সম্প্রদায়ে সুপ্রচলিত, যথা শঙ্করাচার্য্য কৃত 'শ্রীদক্ষিণামূর্ত্তি স্তোত্রে'—

বিশ্বং দর্পণদৃশ্যমাননগরীতুল্যং নিজান্তর্গতং,
পশ্যন্নাত্মনি মায়য়া বহিরিবোদ্‌ভূতং যথা নিদ্রয়া। ইত্যাদি।

অর্থাৎ, দর্পণে দৃষ্ট একটী নগরীর ন্যায় এই সমগ্র নামরূপময় বিশ্ব সচ্চিদানন্দস্বরূপ আমার নিজ আত্মার মধ্যেই দৃশ্যমান হইতেছে। অর্থাৎ প্রতীতিরূপ এই বিশ্ব আত্মারূপ অধিষ্ঠানের উপর কল্পিত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যেমন স্বপ্নদৃষ্ট বস্তু-প্রপঞ্চের (যেমন স্বপ্নে দৃষ্ট হস্তীর) প্রকৃত পক্ষে কোন সত্তা না থাকিলেও নিদ্রাদোষহেতু বাহিরে উৎপন্ন বস্তু নিচয়ের ন্যায় স্বপ্ন-সাক্ষী আত্মায় প্রতীত হয়, সেইরূপ জাগ্রৎ অবস্থায় দৃষ্ট জাগতিক বস্তুপ্রপঞ্চেরও কোন পারমার্থিক সত্তা নাই, কিন্তু শুদ্ধ আত্মাতে মায়াশক্তিবলে ভাসমান হয় মাত্র। এই মতে অবশ্য জগৎ মিথ্যা।

অদ্বৈত বেদান্তের ন্যায় শিবাদ্বৈত মতেও অজ্ঞান নাশে কর্ম্মক্ষয়, তৎফলে জীবন্মুক্তি, তৎপর দেহনাশে বিদেহ মুক্তি, যাহাকে এই মতে পরমশিবে স্থিতি বলা হয়।

যাহা হউক, শিবাদ্বৈত বা শাক্তাদ্বৈতবাদের দার্শনিক আকার কিরূপ, তাহা আমার শ্রদ্ধাস্পদ সুহৃদ্ 'খ্যাতিবাদ' গ্রন্থ-প্রণেতা এবং 'খণ্ডন-খণ্ড-খাদ্য' নামক প্রসিদ্ধ বেদান্ত গ্রন্থের বিদ্বত্তাপূর্ণ 'সারদা' টীকার রচয়িতা শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করচৈতন্য ভারতীজী সংস্কৃত ভাষায় লিখিত একটী নাতিদীর্ঘ নিবন্ধে বিন্যস্ত করিয়া আমাকে দিয়াছেন। আমি কৃতজ্ঞতা সহকারে উহার বঙ্গানুবাদ তত্ত্বরসিক পাঠকদের জন্য নিম্নে সন্নিবিষ্ট করিলাম। দর্শন শাস্ত্রে ব্যবহৃত কতিপয় পারিভাষিক শব্দের অর্থ বন্ধনীর মধ্যে করিয়া দিয়াছি। যাঁহারা এবিষয়ে বিস্তারিত জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা সারদা টীকার ভূমিকারূপে এবং সম্প্রতি স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে নিবদ্ধ টীকাকারের স্বচরিত 'দর্শনসর্ব্বস্ব অনির্ব্বচনীয়বাদ' নামক প্রকরণটী দেখিবেন।

বিমর্শবাদের দার্শনিক যুক্তি

প্রকাশই যে পরমার্থ, ইহা সর্ব্বানুভবসাক্ষিক (সকলের অনুভবই ইহার সাক্ষী) হওয়ায় ইহাতে মান (=প্রমাণ) গবেষণার কোন প্রয়োজন নাই। ঐ প্রকাশই শিবপদবাচ্য। উহা স্বভাবতঃ বেদকাংশ-প্রধান (বেদক=জ্ঞাতা) হইলেও নিজ স্বতন্ত্র মহিমা দ্বারা বেদ্যপ্রধান

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(বেদ্য=জ্ঞেয়) বিমর্শভাব প্রাপ্ত হয়। ইহাই উহার (প্রকাশরূপের) শক্তি অবস্থা। প্রকাশের স্ফার অর্থাৎ উল্লাসই বিমর্শ। বস্তুতঃ ঐ বিমর্শ প্রকাশ হইতে ভিন্ন নহে। এইজন্য বিমর্শের অন্তর্গত বেদ্যাংশ প্রকাশ হইতে অভিন্ন। কেননা, প্রকাশকে ত্যাগ করিয়া বেদ্যাংশের প্রতীতি হয় না। অতএব বেদ্যকে জড় বলা অপভাষা। সেই জন্য সমস্ত বিশ্ব চিদ্রূপই। অতএব 'ঘটঃ স্ফুরতি' বলিলে বুঝিতে হইবে ঘট প্রকাশরূপই। তার্কিক (নৈয়ায়িক) মতানুসারে (ঐ ঘটস্ফূর্ত্তির) ঘট যে বিষয়তাশ্রয় বলা হয়, তাহা ঠিক নহে। এবং বেদান্তমতানুসারে অধ্যাস সম্বন্ধ দ্বারা ঘট ব্রহ্মরূপ স্ফুরণের সম্বন্ধী যে বলা হয়, তাহাও ঠিক নহে। যেমন তার্কিকের মতে ব্যাপক গোত্ব-জাতি গো-ব্যক্তিতে অভিব্যক্ত হয় (অশ্বাদিতে হয় না), এবং ঐ জাতি ব্যক্তিকে অনুপ্রাণিত করে, তেমনি প্রকাশও বিশ্বকে অনুপ্রাণিত করিয়া বিশ্বে অভিব্যক্ত হয়। এই জন্য ঐ প্রকাশই মহাজাতি, মহাসত্তা। বিমর্শশূন্য স্থলে প্রকাশের অভিব্যক্তি হয় না, যেমন ব্যক্তিশূন্য স্থলে জাতির অভিব্যক্তি হয় না। ইহাই বিম্ব-প্রতিবিম্ব ভাবের নিষ্কর্ষ (প্রকাশ=বিম্ব, বিশ্ব=প্রতিবিম্ব, বিমর্শ=দর্পণ)। যাহাকে ছাড়িয়া যাহা ভাসমান হয় না, কিন্তু যাহার সম্বন্ধের সহিতই যাহা ভাসমান হয়, তাহা তাহাতে প্রতিবিম্ব বলিয়া কথিত হয়। যেমন দর্পণকে ছাড়িয়া মুখের প্রতিবিম্ব ভাসমান হইতে পারে না, কিন্তু দর্পণের সহিতই ভাসমান হয়, এবং উহাকেই (ঐ প্রতিমুখকেই) দর্পণে মুখের প্রতিবিম্ব বলা হয়। প্রপঞ্চ প্রকাশকে ছাড়িয়া ভাসমান হয় না, প্রপঞ্চ প্রকাশের সহিতই ভাসমান হয়, অতএব প্রকাশেই প্রপঞ্চ প্রতিবিম্বিত বলা হয়। এইরূপে প্রপঞ্চ প্রকাশ হইতে অভিন্ন। প্রতিবিম্ব মুখরূপ হইতে পারে না, কেন না ভিন্নদেশস্থ বলিয়া বিরুদ্ধধর্ম্মাশ্রিত। বেদান্ত মতে প্রতিবিম্ব মুখরূপ হইলেও, উহা মুখস্থানীয় প্রকাশরূপ স্বাতন্ত্র্য শক্তিই হইবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এইরূপে বিশ্বও প্রকাশ হইতে অভিন্ন। বেদান্ত মতে যে বলা হয় প্রতি-বিম্ব কিছুই নহে,—ইহা ঠিক নহে (প্রত্যক্ষবিরুদ্ধ বলিয়া)। নৈয়ায়িক মতে যে বলা হয় নয়নরশ্মিই দর্পণে প্রতিঘাত প্রাপ্ত হইয়া পরাবৃত হইয়া মুখকে দর্পণস্বরূপে গ্রহণ করে,—ইহা ঠিক হইলে কুড্যাদিতেও (=প্রাচীর গাত্রেও) প্রতিঘাত ও প্রতিবিম্ব সম্ভব হয়। অতএব দর্পণরূপই প্রতিবিম্ব,—ইহা প্রতিপাদিত হইল। বেদান্ত মতে অবিদ্যা-বলে দর্পণে অনির্ব্বচনীয় মুখ উৎপন্ন হয়। ইহা ঠিক নহে, কেন না অনির্ব্বচনীয়ত্ব যদি মিথ্যাত্ব হয়, তবে উহা অপ্রামাণিক। কারণ প্রকাশের সহিত সম্বদ্ধ বলিয়া প্রতীয়মান প্রতিবিম্বও প্রকাশরূপ হইবে, সুতরাং সত্য হইবে। যদি মিথ্যাত্ব হইতে ভিন্ন লোকোত্তর অভিপ্রায়ে অনির্ব্বচ-নীয়ের কল্পনা কর, তবে কোন আপত্তি নাই। কারণ ভগবানের বিলাসরূপ স্বাতন্ত্র্যশক্তি মাত্র হইতেই বিজৃম্ভিত হওয়ায় বিলক্ষণ চমৎকার হইবেই। এই অবিদ্যা কি ? যদি বল অঘটন-ঘটন-পটীয়সী মায়াই অবিদ্যা, তবে উহা (শিবাদ্বৈত মতের) স্ব-স্বরূপ গোপনকারিণী পারমেশ্বরী ক্রিয়া-শক্তি হইল, অতএব কোন বিরোধ নাই। কেবল ঐ শক্তির মিথ্যাত্ব স্বীকার করিব না। কারণ যদি উহার সহিত প্রকাশের সম্বন্ধ না হয়, তবে অলীক (বন্ধ্যাপুত্রের ন্যায়) হইবে। অলীক হইলে উহার কোন কার্য্যক্ষমতা থাকে না, এবং তাহা হইলে উহার অঘটন-ঘটন-পটীয়সিত্বই থাকে না। যদি ঐ শক্তিকে প্রকাশের সহিত সম্বদ্ধ স্বীকার কর, তবে স্ফুরণরূপী প্রকাশ সহ অভিন্ন হওয়ায় পরমার্থতঃ সত্যই সিদ্ধ হইল। তবে মিথ্যাত্ব কোথায় কিরূপে সম্ভব ? অদ্বয় ব্রহ্মে ঐ শক্তি কোথা হইতে আসিল,—ইহা বেদান্তীকে জিজ্ঞাসা করিলে এই উত্তর পাইব যে, উহা ব্রহ্মের স্বভাব মাত্র (স্বভাবও কল্পিত অর্থাৎ মায়া),—ইহা বলা ছাড়া তাঁহার অন্য গতি নাই। ঐ স্বভাবকে আমরা (শিবাদ্বৈতবাদী) স্বাতন্ত্র্য শব্দে অভিহিত করি। ইহা স্বীকার করিলেই যখন সর্ব্ব

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সমাধান হয়, তখন বেদান্তসম্মত মায়া স্বীকারে কোন প্রয়োজন নাই। এতদ্দ্বারা ভাবকার্য্য সোপাদানক হইবে (ভাবকার্য্যের উপাদান অবশ্যই থাকিবে) এই মত খণ্ডিত হইল (বিলক্ষণ শক্তিজন্য বলিয়া)। আরও, ভাবকার্য্য সে সোপাদানক হইবেই এমন কোন নিয়ম নাই। কারণ একই জাতীয় বস্তু গগণাদি সূক্ষ্ম কার্য্যের প্রতি, এবং পৃথিব্যাদি স্থূল কার্য্যের প্রতি উপাদান হইতে পারে না। এই জন্য যদি লোকপ্রসিদ্ধ উপাদান ভাব স্বীকার্য্য না হইল, তবে অনুপাদানত্বই 'গলায় পাদুকা' ন্যায়ানুসারে (অর্থাৎ অনিচ্ছাসত্ত্বেও বা দুঃখজনক হইলেও যুক্তিবলে) স্বীকার করিতে হয়। অতএব বেদান্তসম্মত মায়া উপাদান হইতে পারে না।

চিদাত্মৈব হি দেবোঽন্তঃস্থিতমিচ্ছাবশাৎ বহিঃ।
যোগীব নিরুপাদানমর্থজাতং প্রকাশয়েৎ॥

প্রকাশমান চিদাত্মাই স্বীয় ইচ্ছাবশে অন্তরস্থিত নিরুপাদানক অর্থ (=পদার্থ) সমুদায়কে যোগীর ন্যায় বাহিরে প্রকাশিত করেন।

ইহাও উক্ত আছে যে—

বিশ্বামিত্রাদয়ঃ সর্ব্বে পরিপক্বসমাধয়ঃ।
উপাদানোপকরণপ্রয়োজনবিবর্জিতাঃ॥
স্বেচ্ছয়া সসৃজুঃ স্বর্গং সর্ব্বভোগোপবৃংহিতম্।
ঈশ্বরোঽনন্তশক্তিত্বাৎ স্বতন্ত্রোঽন্যানপেক্ষকঃ।
স্বেচ্ছামাত্রেণ সকলং সৃজত্যবতি হন্তি চ॥

মহাযোগী বিশ্বামিত্রাদি কোন উপাদান উপকরণের সহায়তা না লইয়াই কেবল ইচ্ছামাত্রে সর্ব্বভোগযুক্ত স্বর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ঈশ্বর অনন্তশক্তি, স্বতন্ত্র, তিনি অন্য কিছুর অপেক্ষা না করিয়া ইচ্ছা মাত্র সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার করেন।

যদি এইরূপ বলা যায় যে, যোগী স্বীয় যোগবলে পরমাণুকে তত্তৎ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কার্য্যানুরূপে সংগঠিত করে, তবে ইহার উত্তর এই যে, ইহা ঠিক নহে, কারণ পরমাণু সাক্ষাৎরূপে কোন কার্য্য সংগঠন করে ইহা প্রত্যক্ষ দেখা যায় না। যেমন ঘট বিষয়ে পরমাণু হইতে পরম্পরা ক্রমে দ্ব্যণুক, ত্র্যণুক, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অবয়ব, তৎপর কপালিক (টুকরা খর্পর), তৎপর কপাল, তৎপর ঘটোৎপত্তি হয়। এইরূপ ব্যবধান স্বীকার করিলে যোগীর কার্য্য অতিশীঘ্র হইতে পারে না। কিন্তু যোগীর কার্য্য অতি শীঘ্রই হয়।

প্রতিবিম্বকে উদ্‌গ্রহণ করিবার প্রয়োজক হইতেছে (দর্পণের) স্বচ্ছত্ব। প্রকাশ জ্ঞানস্বভাব বলিয়া স্বচ্ছতাকে ধারণ করিয়া, নিজ স্বরূপকে গোপন করিয়া, নিজকে অপূর্ণ বলিয়া অভিমান করত নিজের মধ্যে বিষয় প্রপঞ্চকে উল্লাস করে (প্রপঞ্চরূপে প্রকটিত হয় বলিয়া নিজের স্বরূপ গুপ্ত থাকে)। ঐ প্রপঞ্চ ক্রিয়াশক্তি নামে আখ্যাত যে মায়া তদ্রূপ। এবং সেইজন্য উহা প্রতিবিম্বিত হইবার যোগ্য হয়। এইজন্য বিম্ব-প্রতিবিম্ব ভাববৈচিত্র্য বাস্তবিক নাই, কিন্তু উহা আভাসবৈচিত্র্য মাত্র। সমস্ত জগৎ অনন্ত (নানা) শক্তিময় হইলেও ইচ্ছা-জ্ঞান-ক্রিয়াশক্তিরূপ প্রাপ্ত হইয়া স্বাতন্ত্র্যাখ্যা সামান্য (সমস্ত বস্তুতে বর্ত্তমান সাধারণ) শক্তিতেই পর্য্যবসিত হয়। প্রকাশের ঐ স্বাতন্ত্র্যই উহার পরমেশ্বরত্ব। যেমন উক্ত আছে—

স্বাতন্ত্র্যমেতৎ মুখ্যং তৎঐশ্বর্য্যং পরমাত্মনঃ।

ঐ স্বাতন্ত্র্যই উক্ত প্রকাশের অহং প্রত্যয়রূপ বিমর্শ। কেবল 'অহং' প্রতীতিকে লইয়া ঐ প্রকাশের পরত্ব, এবং 'ইদং' প্রতীতিকে লইয়া অপরত্ব। আবার অহং ও ইদং এই দুই প্রতীতিকে লইয়া পরাপরত্ব প্রাপ্ত হইয়া ভগবান নিরাকাঙ্ক্ষা পরিপূর্ণ (=সর্ব্বাকাঙ্ক্ষাশূন্য) হইলেও শিব অর্থাৎ আত্মস্বরূপ হইতে আরম্ভ করিয়া ক্ষিতি পর্য্যন্ত তত্ত্ব-প্রসাররূপ উন্মেষ, এবং ঐ তত্ত্বের অন্তঃসংযোজনরূপ নিমেষ করিতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিতে উল্লাস করেন (বিলাস করেন, ক্রীড়া করেন)। এইজন্য শিবের অতিরিক্ত অন্য কিছুই নাই।

ঐ স্বাতন্ত্র্য শক্তি—যাহা তিনরূপে প্রকটিত—প্রকাশ হইতে ভিন্ন অথবা অভিন্ন? যদি ভিন্ন বল, তবে শক্তি দ্বারা যুক্ত বলিয়া বিশিষ্টাদ্বৈত হয়। তাহা হইলে দ্বৈতই হইল। যদি বল বিশিষ্টকে বিশেষণ হইতে অতিরিক্ত স্বীকার করিলে বিশেষণ, বিশেষ্য ও বিশিষ্ট—এই তিন অবশিষ্ট থাকে, তাহা হইলেও দ্বৈতই হইল। যদি বল বিশিষ্ট হইতে বিশেষণ অভিন্ন, তবে বিশেষণ নানা বলিয়া (বিশিষ্টও নানা হয় বলিয়া) অদ্বৈতসিদ্ধি হয় না। দ্বিতীয় পক্ষে (অর্থাৎ প্রথম শঙ্কার অভিন্ন পক্ষে—শক্তি ও প্রকাশ এক হইলে) প্রকাশতত্ত্ব যখন এক অভিন্ন, তখন নানা রূপে কি প্রকারে ভাসমান হয় (ইহা পূর্ব্বপক্ষীর প্রশ্ন) ? ইহার উত্তর এই—স্বাতন্ত্র্যশক্তির মহিমা দ্বারা নানা রূপে ভাসমান হয়।

পূর্ব্বপক্ষী,—স্বাতন্ত্র্যশক্তি যখন প্রকাশাভিন্ন, তখন প্রকাশই স্বয়ং নানারূপ হয়—ইহাই বলিতে হয়। কিন্তু ইহা বলিলে আমার প্রশ্নের কোন উত্তর হইল না। কেন না, আমার প্রশ্নই এই যে প্রকাশ এক হইয়া নানা কিরূপে হয়? অতএব তোমার (শিবাদ্বৈতীর) কোন উত্তর নাই।

শিবাদ্বৈতীর উত্তর—

পারমেশ্বরশাস্ত্রে হি ন চ কাণাদদৃষ্টিবৎ।
শক্তিনাং ধর্ম্মরূপাণাং আশ্রয়ঃ কোঽপি কথ্যতে॥

অর্থাৎ,—কণাদ (বৈশেষিক) মতানুসারে যেমন ধর্ম্মরূপ শক্তি সকলের আশ্রয় স্বীকৃত, পারমেশ্বরশাস্ত্রে (শৈবশাস্ত্রে) সেরূপ স্বীকৃত নহে।

ততশ্চ দৃক্‌ক্রিয়েচ্ছাত্মা ভিন্নাশ্চেৎ শক্তয়স্তথা।
একঃ শিবঃ ইতীয়ং বাক্ বস্তুশূন্যৈব জায়তে॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অর্থাৎ;—জ্ঞান, ক্রিয়া ও ইচ্ছা শক্তি ভিন্ন বলিলে 'শিব এক' এই কথা অর্থশূন্য হয় (অতএব আমরা শক্তি শক্তিমান বলি না, শিব ও শক্তি একই স্বীকার করি)।

অতএব ভেদ প্রতিভাস মাত্র, বাস্তব নহে। এইজন্য দ্বৈতমত বা বিশিষ্টাদ্বৈত মতের কোন প্রসঙ্গ আসিতে পারে না। সুতরাং নিত্যত্ব বিভুত্বাদি ধর্ম্ম প্রকাশরূপই সিদ্ধ হইল। সেইজন্য অদ্বৈতহানি হয় না। ঘট ও পট উভয়ই এক প্রকাশ হইতে অভিন্ন। অতএব ঘট ও পট পরস্পর অভিন্ন হইল। কেন না, কোন দুই বস্তু একটী তৃতীয় বস্তু হইতে অভিন্ন হইলে প্রথম ও দ্বিতীয় বস্তুদ্বয় পরস্পর অভিন্ন হইবে,—এইরূপ ন্যায় আছে। অতএব পরিণাম ও বিবর্ত্তবাদ দ্বারা অস্পৃষ্ট হইয়া (পরিণাম ও মায়া বাদ ত্যাগ করিয়া) শুদ্ধ অদ্বৈতবাদেই এই শিবাদ্বৈতবাদ পর্য্যবসিত হইল। বেদকরূপ ও বেদ্যরূপ ভানে নিজ হইতে ভিন্ন অপর বস্তুর অপেক্ষা না রাখাই স্বাতন্ত্র্য। অতএব দ্বিতীয় পক্ষে (অভিন্ন হইলে যে দোষ প্রদর্শিত হইয়াছে) উক্তরূপ কোন দোষ আসিতে পারে না।

(এই পর্য্যন্ত শিবাদ্বৈত দর্শনোক্ত বিমর্শবাদের অনুকূল যুক্তি সমূহের অবতারণা করা হইল। কিন্তু ইহাতে বিচারস্থলে যে কিছু যুক্তি-বৈগুণ্য দৃষ্ট হয়, তাহা অতঃপর লেখক নিম্নোদ্ধৃত কয়েক পংক্তিতে অতি সংক্ষেপে সন্নিবেশিত করিতেছেন। অনেকে বলেন এই মতটী একটী অনুভবলব্ধ সত্য, ইহা কেবল তর্ক-যুক্তির উপর স্থাপিত নহে। কিন্তু শিবাদ্বৈতের প্রতিপক্ষীও একথা বলিতে পারেন যে, তাঁহার মতও অনুভবলব্ধ সত্য। সুতরাং ঐরূপ উক্তি দ্বারা কোন মীমাংসা হয় না। তবে কোন পক্ষের মতামতের উপর দোষারোপ না করিয়া সাধারণ-ভাবে একথা বলা যাইতে পারে যে, যাহা সাধকের অনুভবের বস্তু, তাহা হয়ত সব সময়ে তর্ক-যুক্তির অপেক্ষা রাখে না। সেইজন্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দার্শনিক বিচারের ও অনুভবের দৃষ্টি স্থলবিশেষে পৃথক্ হইতে পারে। কিন্তু অনুভব যাহার, তাহার পক্ষেই তাহার অনুভব সত্য। অন্যে একথা মানিবে কেন? বরং না মানাই তাহার পক্ষে স্বাভাবিক হইতে পারে। সেইজন্য প্রতিকূল পক্ষও যুক্তি-পথে প্রদর্শন করা আবশ্যক হয়। লেখক তাহাই করিতেছেন):—

এস্থলে ইহাও বক্তব্য যে, ভেদ প্রত্যক্ষসিদ্ধ হইলেও কাল্পনিক, এইরূপ কথা শৈবগ্রন্থেও বহুস্থানে দৃষ্ট হয়। এস্থলে কল্পনা কি? বিকল্প-বৃত্তি, অথবা ভ্রান্তি? প্রথম পক্ষে বিষয় অলীক হওয়ায় (যেমন বন্ধ্যাপুত্র, খপুষ্প ইত্যাদি) প্রত্যক্ষসিদ্ধ হয় না। দ্বিতীয় পক্ষে প্রশ্ন এই যে, ভেদ প্রকাশকে স্পর্শ করে (ব্যবহারিক পক্ষেও), কি করে না, (অর্থাৎ প্রকাশের সহিত সম্বন্ধযুক্ত, কি সম্বন্ধহীন)। যদি স্পর্শ করে, তবে ভেদের পারমার্থিকত্ব সিদ্ধ হয় (অর্থাৎ তবে আর উহা ভ্রান্তি হইতে পারে না)। কেন না, প্রকাশ সম্বন্ধ হেতুই প্রতীয়মান বস্তুকে তুমি (শিবাদ্বৈতবাদী) প্রকাশ হইতে অভিন্ন বলিয়াছ। যদি স্পর্শ না করে, তবে ভেদ অলীক হয়। কিন্তু অলীকের প্রত্যক্ষ হয় না। অতএব প্রপঞ্চ প্রতীতির উপপত্তির নিমিত্ত বিবর্ত্তবাদই যুক্তিযুক্ত হয়,—অর্থাৎ প্রপঞ্চের প্রতীতি ভ্রমরূপ, এবং ঐ প্রতীতির বিষয় অনির্ব্বচনীয় হইল। (ব্রহ্মে অধ্যস্ত যে বস্তুপ্রপঞ্চ যাহা সৎ, অসৎ বা সদসৎ বলিয়া নির্ব্বাচিত করা যায় না, তাহার প্রতীতিকে অনির্ব্বচনীয় খ্যাতি বলে। ইহা পূর্ব্বে প্রতীপাদীত হইয়াছে)।

—:*:—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একাদশ অধ্যায়

শ্রীগৌড়পাদাচার্য্যের শক্তিবাদ ('শ্রীবিদ্যারত্নসূত্রাণি')

ইতিপূর্ব্বে শিবাদ্বৈত দর্শনবিষয়ক যে বিচারটী পাঠকের সম্মুখে উপস্থাপিত করা হইয়াছে, তাহাতে দৃষ্ট হইবে যে, সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে উক্ত মতের সহিত অদ্বৈতবেদান্তের কোন বিরোধ নাই। উভয় পক্ষেরই সম্মত সিদ্ধান্ত ব্রহ্মাদ্বৈত এবং বিশ্বপ্রপঞ্চ সমস্তই ব্রহ্মস্বরূপ,—ইহাতে একটুও মতদ্বৈধ নাই। উভয়ে কেবল প্রক্রিয়ার ভেদ মাত্র। ভিন্ন প্রক্রিয়ার দ্বারা উভয় মতে একই সিদ্ধান্তের নিগমন করা হইয়াছে। সুতরাং পরমার্থতঃ কোন হানি নাই।

আর এক কথা, যাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তাহা এই যে দার্শনিক বিচারে ও অনুভবে কোন কোন স্থলে দৃষ্টিভঙ্গি একটু ভিন্ন হওয়া সম্ভব। তর্ক বুদ্ধিমূলক, অনুভব বোধিমূলক। অনুভব তর্কের উপরে, বোধি বুদ্ধির উপরে। অনুভবের নিকট তর্ক-যুক্তি নিরস্ত, শান্ত হইয়া যায়। বেদান্তসূত্রে বেদব্যাস বলিয়াছেন যে, তর্ক অপ্রতিষ্ঠ, তর্ক দ্বারা সত্যলাভ নিশ্চিত নহে। কঠশ্রুতি সাধককে সাবধান করিয়া দিয়াছেন,—'নৈষা তর্কেন মতিরপনেয়া (অথবা মতিরাপনেয়া)';—তুমি যাহা অনুভবে পাইয়াছ, তাহা যেন তর্কের দ্বারা নষ্ট করিও না, অথবা কেবল তর্কের দ্বারা চরম সত্য লাভ হয় না। এতদ্দ্বারা বুঝা উচিত নয় যে, তার্কিক কখনও অনুভবী হইতে পারে না, বা অনুভবী কখনও তার্কিক হইতে পারে না। অথবা তর্কের সহিত অনুভবের কোন সম্বন্ধ নাই বা, অনুভব যুক্তিহীনই হইবে,—ইহা বলা উদ্দেশ্য নহে। তবে যুক্তি অনুভব দ্বারা অনুমোদিত হইলেই বলবৎ হয়। অদ্বৈতবাদীও সত্যনির্ণয়ার্থ শ্রুতি, যুক্তি ও অনুভব—এই তিন উপায় নির্দ্দেশ করিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

থাকেন। এই তিনের অবিরোধী সিদ্ধান্তই উপাদেয়,—ইহাদের মধ্যে একের বিরোধ হইলে সে মত ত্যাজ্য। ভ্রমবশতঃ অনেকে শঙ্করাচার্য্যের উপনিষদ্ ও বেদান্তসূত্রের ভাষ্য পড়িয়া তাঁহাকে প্রচ্ছন্নবৌদ্ধ বা নাস্তিক বলিতে কুণ্ঠা বোধ করেন নাই। পক্ষপাতশূন্য হইয়া তাঁহার ভাষ্য পড়িলে বোধ হয় এরূপ অপবাদের কোন অবসর থাকে না। যাহা হউক, স্বীকার করিলাম যে হয়ত তৎকৃত ভাষ্য পাঠ করিলে ঐরূপ ভ্রান্ত ধারণার একটা কিছু হেতু উদ্ভাবিত হইতে পারে। স্বীকার করিয়াও কিন্তু ইহা আমরা বলিতে বাধ্য যে, এতদ্দ্বারা শঙ্করাচার্য্যকে বুঝা যায় না, জানা যায় না। শঙ্করাচার্য্যকে বুঝিতে হইলে কেবল তাঁহার ভাষ্য পাঠ করিলেই চলিবে না। আমরা যদি সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার 'আনন্দলহরী',* 'প্রপঞ্চসার', 'বিষ্ণু সহস্রনাম ভাষ্য', 'প্রবোধসুধাকর' এবং প্রেমভক্তির পূতধারায় প্লাবিত ভগবৎস্তোত্রগুলি পাঠ না করিয়া বিচার করি, তবে আমাদের অনুমান একদেশদর্শিতা দোষে দুষ্ট হইবার সম্ভাবনা। উভয় দিক দেখিলে জানিতে পারি যে, তিনি কত বড় তার্কিক হইয়াও কত বড় অনুভবী পুরুষ ছিলেন। আবার ইহাও তাঁহার ভাষ্য হইতে প্রতীয়মান হয় যে, তিনি নৈয়ায়িক বা সাংখ্যদের মত তার্কিক নহেন। তিনি ছিলেন একমাত্র শ্রুতি-জননীর পাদমূলে নতশির প্রগাঢ় শ্রদ্ধাবনতচিত্ত তার্কিক, যিনি অদ্বৈতব্রহ্মতত্ত্ব স্থাপনে বেদানুকূল না হইলে অন্য কোন তর্ক ও যুক্তিকে একটুও স্থান দেন নাই, এবং সেইজন্য যাঁহার সুতীক্ষ্ণ তর্কাস্ত্র ন্যায়-সাংখ্য-বৌদ্ধ-কর্ম্মমীমাংসা প্রভৃতি মতের স্থলবিশেষে যে বেদ-বিরোধী তর্কজাল আছে, তাহা ছিন্ন করিতে প্রযুক্ত হইয়াছিল। তাঁহার জীবন হইতেও বেশ প্রমাণিত হয় যে তর্কযুদ্ধে সর্ব্বজয়ী একজন অদ্বিতীয় দার্শনিকও স্বানুভূতিসিদ্ধ একান্ত ভগবন্নিষ্ঠ মহাপুরুষ হইতে পারেন।

---

* পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই কথাই আবার তাঁহার পরমগুরু শ্রীগৌড়পাদাচার্য্যের সম্বন্ধেও খাটে। তাঁহার মাণ্ডুক্য-কারিকা পড়িয়া অনেকে খোলাখুলি ভাবেই তাঁহাকে বৌদ্ধ বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। এই ভ্রম নিরাকরণের জন্য আমরা এস্থলে তাঁহার রচিত 'শ্রীবিদ্যারত্নসূত্র' নামক গ্রন্থের একটু পরিচয় দিব। এই গ্রন্থোক্ত শক্তিবাদে ও বিমর্শবাদে সিদ্ধান্ত-অংশে কোন প্রভেদ দৃষ্ট হয় না।

শঙ্করাবতার ভগবৎপূজ্যপাদ শ্রীশঙ্করাচার্য্যের গুরু শ্রীগোবিন্দপাদাচার্য্য; শ্রীগোবিন্দপাদের গুরু শ্রীগৌড়পাদাচার্য্য। গৌড়পাদ তৎকৃত মাণ্ডুক্য উপনিষদের কারিকা দ্বারাই সুপ্রসিদ্ধ। দার্শনিক জগতে কারিকার স্থান কত উচ্চ, তাহা অভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই জানেন। শঙ্করাচার্য্য গৌড়পাদ-কারিকাকে শ্রুতির আসনে স্থান দিয়াছেন, এবং স্বয়ং উঁহার ভাষ্য প্রণয়ন করিয়াছেন। ইহা দ্বারাই কারিকার মূল্য অবধারিত হইতে পারে। কারিকার মহিমায় ঝলসিতনেত্র অনেক পণ্ডিত লোকও তৎকৃত 'শ্রীবিদ্যারত্নসূত্র', 'সুভগোদয়' প্রভৃতি গ্রন্থগুলির সংবাদ বড় রাখেন না। শ্রীবিদ্যারত্নসূত্র একখানি উপাসনামূলক গ্রন্থ।* গ্রন্থখানি আকারে ক্ষুদ্র হইলেও অতীব মূল্যবান্। বিশেষতঃ শক্তি-উপাসকদিগের পক্ষে ইহা অমূল্য। বড় বড় আচার্য্যদিগকে লোকে বড় বড় দার্শনিক বলিয়াই জানে। কিন্তু তাঁহারা কি উপাসনা-প্রণালী অবলম্বন করিয়া কৃতকৃত্য হইয়াছিলেন, তাহা অল্প লোকেই জানে। কথিত আছে গৌড়পাদ সাক্ষাৎ ব্যাসপুত্র শ্রীশুকদেবের শিষ্য। শঙ্করাচার্য্য-প্রবর্ত্তিত বৈদিক

*এই গ্রন্থ শ্রীশঙ্করারণ্য কৃত 'দীপিকা' নামক ব্যাখ্যা সহিত কাশী গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কলেজ লাইব্রেরী সরস্বতী ভবনের সহকারী পুস্তকরক্ষক শ্রীনারায়ণ শাস্ত্রী খিস্তে সাহিত্যাচার্য্য কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইয়া উক্ত কলেজের ভূতপূর্ব্ব প্রিন্সিপ্যাল মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত গোপীনাথ কবিরাজ এম্-এ, মহোদয়ের পর্য্যবেক্ষণে প্রকাশিত হইয়াছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দশ-নামা সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের পরম্পরাক্রমে গুরু-নমস্কার পদ্ধতিতে ইহাই উক্ত আছে।* শঙ্করও গৌড়পাদের দর্শন ও উপদেশ লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া উক্ত আছে। তাহা হইলে শ্রীবিদ্যা-উপাসনা যে ব্যাস-শুকদেব হইতে, অথবা আরও নিশ্চিতরূপে বলিলে অন্ততঃ সৌড়পাদের সময় হইতে গুরুশিষ্য পরম্পরাক্রমে চলিয়া আসিতেছে, তাহা সহজেই অনুমান-যোগ্য। বিশেষতঃ শঙ্করাচার্য্য যখন স্বয়ং শৃঙ্গেরী মঠে প্রধান উপাস্যরূপে শ্রীবিদ্যার যন্ত্র স্থাপিত করিয়া গিয়াছেন (যাহা অদ্যাপি সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়ে পূজিত হইয়া আসিতেছেন, এবং আচার্য্য-স্থাপিত মঠ চতুষ্টয়ের অধিপতি শঙ্করাচার্য্যগণও গুরুপরম্পরা ক্রমে অদ্যাপি শ্রীবিদ্যার উপাসক), তখন এ বিষয়ে আর কোন সংশয়ের স্থল নাই। কাশী সরকারী সংস্কৃত কলেজ হইতে প্রকাশিত শ্রীবিদ্যারত্নসূত্রের সম্পাদকও ইহা স্বীকার করিয়াছেন, এবং বিদ্বজ্জন মাত্রেই স্বীকার করেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের অভিন্নহৃদয় সহযোগী পতিতপাবন অবধূত সন্ন্যাসী শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু শ্রীবিদ্যার উপাসক ছিলেন। তাঁহার আরাধিত শ্রীবিদ্যার যন্ত্রটী (শ্রীচক্র) অদ্যাপি খড়দহের প্রভুপাদ গোস্বামীদের মন্দিরে সযত্নে রক্ষিত ও পূজিত, —ইহা আমরা দর্শন করিয়াছি।† যিনি দশমহাবিদ্যার তৃতীয়া বিদ্যা

---

* শৃঙ্গেরী মঠের পদ্ধতি (অন্য তিন মঠের পদ্ধতিও এতদনুরূপ) যথা—নমো ব্রহ্মবাদিভ্যো ব্রহ্মবিদ্যাসম্প্রদায়কর্তৃভ্যো বংশঋষিভ্যো মহদ্ভ্যো নমো গুরুভ্যঃ। সর্ব্বোপপ্লবরহিতঃ প্রজ্ঞানঘনঃ প্রত্যগর্থো ব্রহ্মৈবাহমস্মি॥ প্রকাশরূপং শিবমাদিনাথং পরাম্বিকাং শঙ্করং আদিদেবং। তৎপর নারায়ণ, ব্রহ্মা, বশিষ্ঠ, শক্তি, পরাশর, ব্যাস, শুকদেব, গৌড়পাদ, গোবিন্দ, শঙ্করাচার্য্য, পদ্মপাদ-হস্তামলক-তোটক-সুরেশ্বরাচার্য্য ইত্যাদি ক্রমে গুরু নমস্কার করা হয়।

† মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয় তাঁহার একটি প্রকাশিত মন্তব্যে ('কল্যাণ' মাসিকপত্র, শক্তি অঙ্ক) বলেন,—'মহাপ্রভু

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ষোড়শী বা রাজরাজেশ্বরী বলিয়া বিদিতা, তিনিই শ্রীবিদ্যা বা ত্রিপুরাসুন্দরী। 'ত্রিপুরা উপনিষদ্' এবং 'ত্রিপুরাতাপনী উপনিষদ্' হইতে জানা যায় এই উপাসনা বৈদিক উপাসনা বলিয়া প্রচারিত ও স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে, এবং বেদ হইতে তন্ত্রে গৃহীত হইয়াছে। এই দুই উপনিষদেই শ্রীচক্রের রচনা-প্রণালী সুষ্ঠুরূপে উপদিষ্ট হইয়াছে* এবং উহাই তন্ত্রে গৃহীত হইয়াছে। 'তাপনী'গুলির প্রাচীনতায় সন্দেহ করিবার হেতু আছে স্বীকার করিলেও শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি যখন নৃসিংহতাপিনী হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন, তখন আমরা উহাদিগকে অপ্রামাণিক বলিতে সাহসী নহি।

ত্রিপুরা উপনিষদ্ বলেন,—দেবগণের যত মহিমা, তাহা ত্রিপুরা বিদ্যাকে আশ্রয় করিয়াই লব্ধ, একমাত্র ত্রিপুরাই আদিতে ছিলেন, শিব-শক্তির ঐক্য ভাবনা দ্বারা ব্রহ্মরন্ধ্র হইতে যে অমৃত বিগলিত হয়, তাহাতে সাধক বৃত্তিশূন্যতা (নির্ব্বিকল্প সমাধি) লাভ করেন, এবং পরমাত্মারূপী শিবের (ব্রহ্মের) স্বরূপতা প্রাপ্ত হন, ইত্যাদি।

ত্রিপুরাতাপনী উপনিষদে দেখিতে পাই,—'ভগবান শিবরূপ পরমাত্মা আকাশ সাদৃশ, নিরুপাধিক। তিনি স্বীয় মহিমাতেই অবস্থিত। তিনি ... . ভগবতী শক্তিকে অবলম্বন করিয়া ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবরূপে প্রকটিত হন। পরমাত্মা শিবের মায়ারূপিণী শক্তি ওঁকার। ... ... এই শক্তিই জগন্মণ্ডলে ত্রিপুরা নামে প্রসিদ্ধ। ... ... শিব ও শক্তি একাত্মক—ইহা শাস্ত্রে সবিশেষ বর্ণিত আছে।' তৎপর 'তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি' ইত্যাদি শৈব-শাক্ত-বৈষ্ণবাদি

চৈতন্যদেব প্রবর্ত্তিত সম্প্রদায়গত সিদ্ধান্তের মূলেও এই (শ্রীবিদ্যা) সাধনার প্রভাব স্পষ্টতঃ অথবা অর্দ্ধপ্রচ্ছন্নভাবে পরিলক্ষিত হয়।'

* তান্ হোবাচ ভগবান্ শ্রীচক্রং ব্যাখ্যাস্যাম ইতি। ত্রিকোণং ত্র্যস্রং কৃত্বা—ইত্যাদি ত্রিপুরাতাপনীতে দ্রষ্টব্য।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে সমস্ত দ্বিজ-জাতির উপাস্যা বেদমাতা বৈদিক গায়ত্রী হইতে 'পরো রজসে' রজোগুণের অতীত শ্রীবিদ্যার (ত্রিপুরার) বাগভব-কূটাদি নানাবিধ মন্ত্রোদ্ধার * করা হইয়াছে। এতদ্দ্বারা গায়ত্রী-সাধনার চরম লক্ষ্য বস্তু যে বেদ-তন্ত্রসম্মত শক্তিসাধনা তাহা স্পষ্ট অনুভূত হয়। তৎপর দেখিতে পাই,—'ভগবান মহেশ্বর দেবসমূহকে বলিতেছেন—তোমাদিগকে ত্রিপুরাসুন্দরীর কামরূপাদি বিদ্যা (মন্ত্র) বলিলাম, ইহা তোমরা দৃঢ়রূপে চিত্তে ধারণ করিয়া রাখ। সেই দেবী সকলের আদিভূতা, তুরীয় চৈতন্যরূপিণী, এবং তুরীয় অবস্থারও অতীতা। ইনি মন্ত্ররূপ আসনে অবস্থিতা।' 'আত্মাকার চরম বুদ্ধিবৃত্তি † দ্বারা জগন্মূল অনাদি অবিদ্যার নাশ হইলে মায়ার সেই অন্তিম পরিণাম রূপ বুদ্ধিবৃত্তি দ্বারা আত্মস্বরূপের (জগন্মাতার সেই তুরীয় ও তুরীয়াতীত অরূপরূপের) প্রকাশ হয়' ইত্যাদি। 'তত্ত্বমসি' মহাবাক্যের 'ত্বং' পদের লক্ষ্য যে জীবসাক্ষী, এবং 'তৎ' পদের লক্ষ্য যে ঈশ্বরসাক্ষী, চৈতন্যাংশে সেই উভয়ে কোন ভেদ নাই। এই সাক্ষীই তুরীয়। মাণ্ডুক্য উপনিষদের 'নান্তঃ প্রজ্ঞং ন বহিঃপ্রজ্ঞং' ইত্যাদি মন্ত্রে এই সাক্ষীরূপ শুদ্ধ ব্রহ্মকেই তুরীয় বলা হইয়াছে। তুরীয়াতীত অবস্থা হইতেছে কেবল শুদ্ধ অনুভবস্বরূপ। শুদ্ধ ব্রহ্মও শুদ্ধ অনুভবস্বরূপ অর্থাৎ জ্ঞানস্বরূপ, এই দুইয়ে বস্তুগত্যা কোন ভেদ নাই। সেইজন্য প্রচলিত বেদান্ত গ্রন্থাদিতে তুরীয়াতীত অবস্থার অস্পষ্ট

---

* এই সকল মন্ত্র বিষয়ে জিজ্ঞাসু পাঠক শ্রীশঙ্করাচার্য্য কৃত 'আনন্দ-লহরী' নামক প্রসিদ্ধ স্তোত্রটী পাঠ করিতে পারেন, এবং তন্ত্রশাস্ত্রেও অনুসন্ধান করিতে পারেন।

† ইহা 'অহং ব্রহ্মাস্মি' রূপ ব্রহ্মাকারা বৃত্তি। ইহাই চরম অর্থাৎ সর্ব্বশেষ অন্তঃকরণবৃত্তি, কারণ এই বৃত্তি দ্বারাই জীব-ব্রহ্ম-ঐক্য জ্ঞান হয়, এবং তাহা হইলে আর কোন বৃত্তির উদয় হইতে পারে না। চিত্ত তখন প্রসবশূন্য হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উল্লেখ দৃষ্ট হয়। ত্রিপুরাতাপনী উপনিষদে এবং শ্রীদেবীভাগবতেও যে তুরীয়াতীতার কথা আছে, তাহার অভিপ্রায় এই যে দেবী সাক্ষী দৃষ্টিতে তুরীয়া, এবং শুদ্ধ অনুভবস্বরূপ দৃষ্টিতে তুরীয়াতীতা—অর্থাৎ যেখানে সাক্ষ্য বা জ্ঞেয় নাই বলিয়া সাক্ষীও নাই।* সাধন-বলে যিনি পরমহংস সন্ন্যাসীর স্তর অতিক্রম করিয়া তুরীয়াতীত অবধূত দশা প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহার অবস্থা 'তুরীয়াতীত' উপনিষদে বর্ণিত আছে।

শ্রীবিদ্যারত্নসূত্রের টীকাকার শঙ্করারণ্য। ইনি প্রসিদ্ধ পঞ্চদশী প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা বিদ্যারণ্য মুনির শিষ্য বলিয়া নিজের পরিচয় দিয়াছেন। উপনিষদাদির বিখ্যাত টীকাকার শঙ্করানন্দও বিদ্যারণ্য মুনির শিষ্য ছিলেন। শঙ্করারণ্য ও শঙ্করানন্দ এক ব্যক্তি নহেন।

শ্রীবিদ্যারত্নসূত্রের সূত্র সংখ্যা এক শত এক (১০১) মাত্র। কিন্তু এই গ্রন্থের মুখ্য প্রতিপাদ্য বিষয় নিম্নোদ্ধৃত সূত্র কয়েকটী হইতে জানা যাইতে পারে। অন্যান্য সূত্রে শ্রীবিদ্যার মন্ত্ররহস্যাদি বর্ণিত হইয়াছে।

অথ শক্তিমন্ত্রাগমজিজ্ঞাসা। ১॥
আত্মৈবাখণ্ডাকারঃ। ২॥
চৈতন্যস্বরূপা চিচ্ছক্তিঃ। ৩॥
সৈব অনামাখ্যা শ্রীবিদ্যা। ৪॥
তত্ত্বত্রয়েণ সা বিবিধা। ৫॥

প্রথম সূত্রটীর ব্যাখ্যায় বলা হইয়াছে যে, বিবেক-বৈরাগ্য-শম-দমাদি সাধনচতুষ্টয়-সম্পন্ন অধিকারীর পক্ষে যে ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা কর্ত্তব্য, তাহা 'অথাত ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা' এই ব্যাস প্রণীত সূত্র দ্বারা চরিতার্থ হইয়াছে সত্য, তথাপি

* বিষ্ণু ভাগবতেও (৭।১৫।৫৪) এই কথাই আছে,—স্থূল সূক্ষ্মে, সূক্ষ্ম কারণে, কারণ সাক্ষীরূপ তুরীয়ে লয় প্রাপ্ত হয়। সাক্ষিত্বও শুদ্ধ আত্মস্বরূপে লয় প্রাপ্ত হয়। ইহাই তুতীয়াতীত ও মোক্ষাবস্থা,—'সাক্ষ্যাণাং লয়ে শুদ্ধ আত্মা ভবতি মুচ্যতে ইত্যর্থঃ' (শ্রীধর)।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রবল প্রারব্ধ জন্য তদ্বিষয়ে প্রতিবন্ধক দূর করিবার নিমিত্ত শক্তি মন্ত্রাগমের (আগম=শাস্ত্র) জিজ্ঞাসার (=জানিবার ইচ্ছার) প্রয়োজন আছে। প্রশ্ন হইতে পারে,—বৈষ্ণব শৈব মন্ত্রাদিও রহিয়াছে, অতএব শাক্ত মন্ত্র-শাস্ত্রেরই জিজ্ঞাসার কি প্রয়োজন? উত্তর এই যে, শক্তি সম্বন্ধযুক্ত বলিয়া সকল মন্ত্রই শাক্ত। 'সর্ব্বং শক্তিময়ং জগৎ'—সমস্ত জগৎ শক্তিময়, এই শাস্ত্র-প্রমাণও প্রসিদ্ধ আছে। অতএব সমস্ত মন্ত্রই শাক্ত মন্ত্রাগমের অন্তর্ভুক্ত।

'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'—সমস্ত জগৎ ব্রহ্মই,—এই শ্রুতিবলে বেদান্তে উক্ত হইয়াছে যে, ব্রহ্মাতিরিক্ত আর কিছুই নাই। তবে একমাত্র ব্রহ্মে নানা মন্ত্র কিরূপে হইতে পারে? উত্তর—ব্রহ্ম একই, এবং তাঁহার স্বরূপভূতা শক্তিও একই। সেই শক্তি এক হইয়াও জগৎ নির্ম্মাণ শক্তিব্যপদেশে নানা রূপে প্রকটিত হন।

একই ব্রহ্মে শক্তিত্ব সম্ভাবনা কিরূপে হয়? ব্রহ্ম আপ্তকাম, তাঁহার কোন কামনাই নাই, তবে তাঁহার শক্তির প্রয়োজন কি? ইহার উত্তরে দ্বিতীয় ও তৃতীয় সূত্রের অবতারণা। তাৎপর্য্য এই যে, ব্রহ্ম এক অখণ্ডাকার। আকার বলিলে তাঁহার কোন পরিচ্ছিন্ন আকারত্ব বুঝিতে হইবে না। কারণ এক অখণ্ডত্বই তাঁহার আকার। সোপাধিকত্ব তাঁহার আকার নহে, কিন্তু নিরুপাধিকত্বই তাঁহার আকার। তাহা হইলে তাঁহার যে শক্তি, সেই শক্তি চৈতন্যস্বরূপা চিৎ-শক্তি। 'চৈতন্যস্য ব্রহ্মণঃ স্বরূপা চিৎশক্তিঃ সামর্থ্যম্', চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্মের নিজ স্বরূপই সেই চিৎ-শক্তি, যাহা ব্রহ্মের সামর্থ্যকে লক্ষ্য করিয়া বলা হয়। চিৎ এক বস্তু, শক্তি অন্য বস্তু অথবা চিতের শক্তি,—ইহা বলা অভিপ্রায় নহে, কিন্তু চন্দ্র ও চন্দ্রিকায় (=চন্দ্র প্রভায়) যেমন বাস্তব ভেদ নাই, সেইরূপ। ব্রহ্ম তেজস্তত্ত্ব—উহাই তাঁহার স্বরূপ, এবং উহাই তাঁহার শক্তি।

"বস্তুতত্ত্বেন ব্রহ্মচৈতন্যস্য স্বরূপায়াঃ নিত্যয়াঃ পরপ্রকাশরহিতায়া অভেদত্বাৎ। 'নিত্যো নিত্যানাং'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইতি শ্রুতেঃ ন তস্য শক্তিঃ ইতি অভেদত্বেন ন সন্দেহঃ",—সেই শক্তি ব্রহ্মচৈতন্যেরই স্বরূপ বলিয়া নিত্যা, পর-প্রকাশরহিতা অর্থাৎ ব্রহ্ম কর্ত্তৃক প্রকাশিতা নহেন, সুতরাং স্বয়ংপ্রকাশরূপা ব্রহ্মাভিন্নস্বরূপা। 'নিত্যের নিত্য', 'চেতনের চেতন' (চেতনশ্চেতনানাং) এই শ্বেতাশ্বতর শ্রুতিতে ষষ্ঠি সম্বন্ধ থাকা সত্ত্বেও যেমন এক নিত্যের অন্য নিত্য, বা এক চেতনের অন্য চেতন নহে, কিন্তু জীবব্রহ্মে একই নিত্য ও চেতনকে লক্ষ্য করা হইয়াছে, সেইরূপ ব্রহ্মের শক্তি এইরূপ ভেদার্থ গ্রহণ না করিয়া চিৎ ও শক্তির অভেদ বুঝিতে হইবে,—ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

চতুর্থ ও পঞ্চম সূত্রে বলা হইয়াছে যে, সেই তেজঃপুঞ্জাকৃতি শক্তিই 'অনামা' নামে আখ্যাতা শ্রীবিদ্যা ('সা তেজঃপুঞ্জাকৃতিঃ শক্তিরেব অনামাখ্যা শ্রীবিদ্যা')। তিনি নামরূপবিহীনা এক হইয়াও তত্ত্বত্রয় যোগে বিবিধরূপে অভিব্যক্তা হন (৫ম সূত্র), যথা শ্রুতি—'পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে' (শ্বেতাশ্বতর)।

'ব্রহ্মণঃ স্বপ্রকাশা চিৎ দেবীরূপেণ অভিব্যক্তা সতী ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় ততশ্চ অনেকরূপেণ' ইত্যাদি—ব্রহ্মের সেই স্বপ্রকাশরূপা চিৎ দেবীরূপে অভিব্যক্তা হইয়া ধর্ম্মসংস্থাপনার্থ, জীবের প্রতি অনুগ্রহার্থ, এবং স্বভক্তগণের পুরুষার্থসিদ্ধির জন্য অনেক রূপে আবির্ভূতা হন।

শিবমিতি।

ওঁ তৎ সৎ।

সমাপ্ত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরিশিষ্ট

'প্রপঞ্চসার' প্রণেতা কে ?

(১৩০ পৃষ্ঠা)

প্রপঞ্চসার শঙ্করাচার্য্য-কৃত কি না এ বিষয়ে মতভেদ আছে। এডিন-বরা বিশ্ববিদ্যালয়ের (Edinborough University, Scotland) ভারতীয় দর্শন শাস্ত্রের অধ্যাপক প্রথিতযশা ডক্টর কিথ (Dr. A. B. Keith) মহোদয় আমার একখানি ইংরাজি গ্রন্থের উপর মত প্রদান উপলক্ষে লিখিয়াছেন,—

I do not think the famous Shankara is the author of Prapanchasara. There is much difference of style and thought—অর্থাৎ আমার মতে প্রসিদ্ধ শঙ্করাচার্য্য প্রপঞ্চসার রচয়িতা নহেন। কারণ তাঁহার এবং ঐ গ্রন্থের চিন্তাধারা ও ভাষাভঙ্গীতে অনেক প্রভেদ। পক্ষান্তরে তন্ত্রশাস্ত্রবিশারদ আর্থার এভেলন (Arthur Avalon—প্রকৃত নাম উড্‌রফ সাহেব, Sir John Woodroffe, কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি) তৎসম্পাদিত প্রপঞ্চসারের ভূমিকায় লিখিয়াছেন যে, উক্ত গ্রন্থের লিখনপ্রণালী (General style) হইতেই প্রতীয়মান হয় যে উহা শঙ্করাচার্য্যের লেখনীপ্রসূত।

চিন্তাধারা ও ভাষাভঙ্গীতে প্রভেদ আছে স্বীকার করিয়াও প্রপঞ্চসার শঙ্করাচার্য্য-কৃত নয় বলা যুক্তিসঙ্গত নহে। এ বিষয়ে কাশী হইতে প্রকাশিত ৩য় বর্ষের ২য় সংখ্যা হিন্দি মাসিক 'বিশ্বনাথ' পত্রে আমার লিখিত 'প্রপঞ্চসার গ্রন্থবিষয় মেঁ দো এক বাত' প্রবন্ধ হইতে কিয়দংশ অনুবাদ করিয়া দিলাম—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"দর্শনশাস্ত্রের ভাষা, কাব্য-নাটকের ভাষা এবং ভক্তি-উপাসনামূলক কোন সন্দর্ভের ভাষা একরূপ হইতে পারে না। কোন দার্শনিকের কবি বা ভগবদ্ভক্ত হওয়া কি অসম্ভব? যে কুশাগ্রধীসম্পন্ন ভগবান ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য্য ব্রহ্মসূত্র ও উপনিষদের ভাষ্যে কঠোর অথচ অপূর্ব্ব দার্শনিক যুক্তি ও ভাষার অবতারণা পূর্ব্বক পরমত খণ্ডন করিয়াছেন, সেই শঙ্করাচার্য্যই কি তাঁহার 'সৌন্দর্য্যলহরী' নামক শ্রীবিদ্যার (ত্রিপুরাসুন্দরী দেবীর) মনোমুগ্ধকর স্তোত্রে কবিজনোচিত কোমলকান্ত সুমধুর ভাষায় ভক্তির মন্দাকিনী স্রোত বহাইয়া দেন নাই?

"আপত্তিকারী এইরূপ শঙ্কা করেন,—যিনি ভাষ্যাদি এবং নানা বৈদান্তিক প্রকরণ গ্রন্থে একমাত্র নির্গুণ ব্রহ্মতত্ত্বকেই পরম সত্যরূপে প্রতিপাদন করিয়াছেন, এবং উপাসনা, জপ, তপ, ধ্যান-ধারণা ইত্যাদি সগুণ ব্রহ্মবিষয়ক মানসিক ব্যাপারকে মায়া বিজৃম্ভিত মিথ্যারূপে প্রতিপাদন করিয়াছেন, তিনি কি কখনও 'প্রপঞ্চসার' প্রণেতা হইতে পারেন, তিনি কি কখনও 'সৌন্দর্য্যলহরী'র রচয়িতা পারেন? এরূপ হইলে ত ভাবগত ও চিন্তাগত বিরোধ অনিবার্য্য হইয়া পড়ে। ইহাই হইল ভাবভাষাপন্থীর যুক্তিপ্রণালী। কিন্তু যাঁহারা তত্ত্বদর্শন তথা আর্ষদর্শন ও সাধনপ্রণালীর মার্ম্মিক রহস্য জানেন, তাঁহারা বলিবেন ঐরূপ যুক্তি একেবারেই অসার। কারণ তাঁহারা জানেন যে নির্গুণ ব্রহ্মাত্মতত্ত্ব, এবং সগুণ উপাসনাতত্ত্বে বাস্তবিক কোন বিরোধ নাই। জ্ঞান, উপাসনা, কর্ম্ম—এই তিনই শ্রুতি-সম্মত ও পরস্পর অবিরোধী। শ্রুতি যে স্থলে জিজ্ঞাসুকে বলিতেছেন—তুমি বাক্য দ্বারা, কর্ণদ্বারা, বা মনবুদ্ধি দ্বারা যাঁহার উপাসনা করিতেছ, তিনি ব্রহ্ম নহেন—'তদিদং যদিমুপাসতে' (কেন, উ), সে স্থলে বুঝিতে হইবে যে, শ্রুতি নির্গুণ ব্রহ্মতত্ত্বকে লক্ষ্য করিয়া ঐরূপ বলিয়াছেন। শ্রুতিই পুনরায় বলিতেছেন যে বিবেকবৈরাগ্যযুক্ত মন দ্বারা ধ্যানযোগে অর্থাৎ সগুণ ব্রহ্মোপাসনা দ্বারা নির্গুণ ব্রহ্মতত্ত্বে পঁহুছিতে পারা যায়,—'মনসৈবেদ-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মাপ্তব্যং' (কঠ, উ)। অতএব বিরোধ কোথায়? নির্গুণ ব্রহ্মতত্ত্বই চরম লক্ষ্য, এবং জ্ঞানই মুক্তির অব্যবহিত কারণ, কিন্তু সেই অবস্থাপ্রাপ্তির নিমিত্ত কর্ম্ম, উপাসনাদি চিত্তশুদ্ধিজনকত্ব ও বিক্ষেপনাশকত্ব হেতু পরম উপকারক উপায়,—অর্থাৎ পরম্পরাক্রমে মুক্তির হেতু। ইহাই শঙ্করাচার্য্যের মত। তিনি দার্শনিক বিচার-পথে একমাত্র নির্গুণ ব্রহ্মাত্মতত্ত্বকেই উপেয়রূপে স্থাপন করিয়াছেন, এবং কর্ম্ম-উপাসনামূলক সন্দর্ভাদি রচনা করিয়া তদুপযোগী ভাষা-ভাব দ্বারা উপায়ের পথও নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যাঁহারা উপায় ও উপেয়কে এক মনে করিয়া খিঁচুড়ী করেন, তাঁহারাই ভাষা ও ভাবের বৈচিত্র্য দেখিয়া উভয়ে কাল্পনিক বিরোধ সৃষ্টি করিয়া মুহ্যমান হন। তাঁহারাই বলেন দার্শনিক শঙ্কর 'প্রপঞ্চসার' নামক কর্ম্মাত্মক সাধনমার্গীয় গ্রন্থের, অথবা 'সৌন্দর্য্যলহরী' প্রভৃতি ভক্তি সন্দর্ভের রচয়িতা হইতে পারেন না।

"বিচার্য্য বিষয় এই যে—শঙ্করাচার্য্য প্রপঞ্চসারের রচয়িতা কি না? অবশ্য কেহই ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিতে পারেন না। কিন্তু উভয় পক্ষের যুক্তিতর্ক তুলনা করিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে আপত্তিকারীর যুক্তি অত্যন্ত দুর্ব্বল এবং স্বীকারের অযোগ্য, কিন্তু অপর পক্ষের যুক্তিতে অসম্ভাব্যতা দোষ মোটেই নাই, অধিকন্তু ইহার আনুকূল্যে গ্রহণযোগ্য প্রমাণেরও অভাব নাই। উড্‌রফ সাহেব যে সকল যুক্তি দেখাইয়াছেন, তন্মধ্যে কয়েকটী এই—

"(১) তান্ত্রিক সাহিত্যে যেখানে যেখানে 'শঙ্করাচার্য্য' এই নামের উল্লেখ আছে, সেখানে সেখানে ভগবান ভাষ্যকারকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। উক্ত সাহিত্যে কয়েকটী 'শঙ্কর' নাম পাওয়া যায়, যথা 'বাসনা তত্ত্ববোধিনী' অথবা 'তারারহস্যবৃত্তি'র প্রণেতা কমলাকর-পুত্র শঙ্কর, 'ষট্‌চক্র নিরূপণ'-এর টীকাকার শঙ্কর ইত্যাদি। কিন্তু এই সকল নামের কাহারও সহিত 'আচার্য্য' পদ সংযুক্ত হয় নাই।

"(২) শ্রীরঙ্গম্ হইতে প্রকাশিত প্রপঞ্চসারে উহার প্রণেতা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'ভগবান শঙ্করাচার্য্য' এইরূপে অভিহিত হইয়াছেন। শিবাবতার ভগবান ভাষ্যকার ব্যতীত অন্য কাহাকেও 'ভগবান শঙ্করাচার্য্য বলা যায় না।

"(৩) লক্ষ্মণাচার্য্যকৃত 'সারদা তিলক' নামক প্রসিদ্ধ তান্ত্রিক গ্রন্থের টীকাকার রাঘব ভট্ট এবং 'ষট্‌চক্র নিরূপণ'-কর্ত্তা কালীচরণ আপন আপন গ্রন্থে 'প্রপঞ্চসার' প্রণেতা শঙ্করকে 'শ্রীমদ্ আচার্য্য' এইরূপ বিশেষণ দিয়াছেন। ভগবান শঙ্করাচার্য্য ব্যতীত আর কোন শঙ্করের প্রতি এইরূপ বিশেষণ প্রযুক্ত হয় না।

"(৪) প্রপঞ্চসারের পদ্মপাদকৃত 'বিবরণ' নামক যে টীকা আছে, উহার 'বিবরণক্রম দীপিকা' নামক এক ব্যাখ্যাও আছে। ঐ দীপিকাতে ভগবান শঙ্করাচার্য্যকেই মূল গ্রন্থকার, এবং তৎশিষ্য পদ্মপাদাচার্য্যকে টীকাকার বলিয়া উল্লেখ আছে।

"(৫) প্রপঞ্চসারের আরও দ্বাদশখানি টীকা আছে, যথা 'বিজ্ঞান চন্দ্রিকা' (সম্প্রতি দুষ্প্রাপ্য), 'সম্বন্ধদীপিকা' (উত্তমবোধ কৃত), 'প্রপঞ্চসার সংগ্রহ' (গীর্ব্বাণানন্দ সরস্বতী কৃত) ইত্যাদি। সকল টীকাকারই বলেন যে প্রসিদ্ধ শঙ্করাচার্য্যই প্রপঞ্চসারের প্রণেতা।

"(৬) নেপাল দেশে প্রপঞ্চসারের এক হস্তলিপি (Manuscri[illegible] পাওয়া গিয়াছে। উহাতে গ্রন্থকর্ত্তাকে 'আচার্য্যাঃ' এই প্রকার [illegible] বহুবচন বিশেষণ দ্বারা বিশিষ্ট করা হইয়াছে। ইহা কেবল [illegible] শঙ্করাচার্য্যের প্রতিই প্রযুক্ত হইতে পারে।

"(৭) 'কল্পতরু' প্রণেতা প্রসিদ্ধ অমলানন্দ যতি, কঠোর নৈয়ায়িক পণ্ডিত এবং তন্ত্রশাস্ত্রের এক প্রামাণিক টীকাকার বিখ্যাত ভাস্করাচার্য্য, সূত সংহিতার প্রসিদ্ধ টীকাকার মাধবাচার্য্য, দেবী ভাগবতের খ্যাতনামা টীকাকার নীলকণ্ঠ, এবং আরও অনেক সুবিখ্যাত লেখক ভগবান শঙ্করাচার্য্যকেই 'প্রপঞ্চসার' প্রণেতা বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।

"এই সর্ব্বমান্য মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতবর্গ—ইঁহাদের মধ্যে আবার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনেকে শ্রেষ্ঠ সাধক রূপে পরিচিত—সকলেই ভ্রান্ত ইহা বলা বড়ই সাহসিকতার কার্য্য। বস্তুতঃ ইহা দুরাগ্রহ মাত্র। যাঁহারা ঐরূপ বলেন তাঁহাদের প্রথমেই প্রমাণিত করিতে হইবে যে তাঁহারা নিজে অভ্রান্ত। বস্তুতঃ আক্ষেপকারীদের পক্ষে গ্রহণযোগ্য কোন প্রমাণ নাই।"

স্বনামখ্যাত পণ্ডিতাগ্রণী ব্যক্তিগণ প্রপঞ্চসারের টীকা লিখিয়াছেন। অতএব উহার উপাদেয়তা ও প্রামাণিকতা সম্বন্ধে কোন সন্দেহ হইতে পারে না। যে সকল লেখকের গ্রন্থ বিদ্বৎসমাজে আদরণীয় হইবার সম্ভাবনা অল্প, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ কোন শ্রেষ্ঠ পুরুষের নামে গ্রন্থ প্রচার করিয়াছেন,—ইহা স্বীকার করি। পূর্ব্বকালে এইরূপ রীতি ছিল। কিন্তু সকলেই ঐরূপ করিয়াছেন ইহা সত্য নহে। তারপর, যে গ্রন্থ নিঃসংশয়ে আদর পাইবার যোগ্য, তাহার প্রণেতা অন্যের নামে কেন গ্রন্থ প্রচার করিবেন? প্রপঞ্চসার গ্রন্থখানি রচনার সময় হইতেই একখানি প্রামাণিক মন্ত্রশাস্ত্র রূপে বিদ্বৎসমাজে এত অধিক প্রসার ও প্রচার লাভ করিয়া আসিতেছিল যে, ঐ সময়ে প্রকৃত গ্রন্থকার ব্যতীত অপর কেহ অন্য কাহারও নামে গ্রন্থ প্রচার করিতে চেষ্টা করিলে সেই সময়েই এইরূপ মিথ্যা [illegible] ধরা পড়িত। অতএব এইরূপ নাম জাল হইবার সম্ভাবনা নাই। [illegible] মত খণ্ডন করিয়া উড্‌রফ সাহেব শেষে লিখিতেছেন,—

[illegible] carefnl perusal cf this book * * * will conviuce the dispassionate reader that there can be no doubt about Shanker being its author—অর্থাৎ, পক্ষপাতশূন্য হইয়া 'প্রপঞ্চসার' মনোযোগপূর্ব্বক পাঠ করিলে শঙ্করাচার্য্যই যে ঐ গ্রন্থের রচয়িতা তদ্বিষয়ে পাঠকের কোন প্রকার সন্দেহ থাকিবে না।

ভাব ও ভাষার বিলক্ষণতারূপ যুক্তিটী যে সর্ব্বত্র সব সময়ে খাটে না সংস্কৃত সাহিত্যে ইহার দৃষ্টান্ত বিরল নহে। রচনার বিষয় ভিন্ন হইলে একই গ্রন্থকারের ভাব ও ভাষা ভিন্ন আকার ধারণ করে,—অনেক স্থলে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এইরূপ দৃষ্ট হয়। মহাকবি শ্রীহর্ষ রচিত 'নৈষধ' কাব্যের ও তৎকৃত 'খণ্ডন-খণ্ড-খাদ্য' নামক অদ্বিতীয় বেদান্তগ্রন্থের ভাষা ও ভাব কি একরূপ? 'নৈষধ' রচয়িতা শ্রীহর্ষ 'খণ্ডন'-প্রণেতা কিনা এই প্রকার সংশয় উত্থাপিত করিয়া, এবং শ্রীহর্ষের স্বয়ং খণ্ডন ও নৈষধ প্রণেতা বলিয়া আত্মপরিচয়দান প্রক্ষিপ্ত সাব্যস্ত করিয়া যদি কেহ বলেন খণ্ডনের শ্রীহর্ষ কখনও নৈষধের শ্রীহর্ষ হইতে পারে না (কারণ উভয়ের চিন্তাধারা ও ভাষাভঙ্গী পরস্পর বিলক্ষণ) তাহা হইলে উহা যেমন সমীচীন উক্তি হইবে না, ঐরূপ যুক্তি দ্বারা প্রপঞ্চসারের রচয়িতা শঙ্করাচার্য্য নহেন বলাও সেইরূপ অসমীচীন উক্তি হইবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

—শুদ্ধিপত্র—

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৯	২৩	তত্ত্বজ্ঞা	তত্ত্বজ্ঞানা
৩৮	১৪	জিকে	দিকে
৪১	১	নে	মনে
৫৯	১১	সংস্কারানুদায়ী	সংস্কারানুযায়ী
৬৫	২৩	রলিতে	বলিতে
৭১	১২	মারা	মায়া
৭৬	১৪	এলং	এবং
৭৭	১০	স্বপ্ন	স্বপ্ন
৭৯	২০	ব্রহ্মই	ব্রহ্মেই
৮৯	৮	জ্ঞানেন্বেষী	জ্ঞানান্বেষী
১০৩	৫	মথ্যাত্ব	মিথ্যাত্ব
[illegible]	১২	ব্রহ্মান	ব্রহ্মানন্দ
[illegible]	১৯	শৃঙ্গরী	শৃঙ্গেরী
[illegible]	২০	শবা	শিবা
[illegible]	২	শিবদ্বৈত	শিবাদ্বৈত

—*—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গ্রন্থকারের অন্যান্য পুস্তক।

Statesman, Englishman, Amrita Barzer Patrika, Forword, Liberty, Prabudha Bharat, Vedanta Kesari, Advance, প্রবাসী, আনন্দ বাজার, ভারতবর্ষ, প্রবর্ত্তক, বসুমতী, উদ্বোধন, মানসী ও মর্ম্মবাণী, প্রভৃতি পত্রিকায় এবং কতিপয় প্রখ্যাতনামা পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য মনীষীগণ কর্ত্তৃক উচ্চ প্রশংসিত।

I. **A Few Problms Solved** (Through the Bhagawat Gita) Rs 1-8

II, **উপাসিকা চরিত**—(থিয়োসফিকাল সোসাইটির প্রতিষ্ঠাত্রী মাদাম ব্লাভাস্কীর জীবন কথা। উক্ত প্রতিষ্ঠানের আমূল ইতিহাস। ১০ খানি চিত্র এবং মনীষী হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন P. R. S. মহাশয়ের লিখিত ভূমিকা সমলঙ্কৃত ৫৪০ পৃঃ) ২৲

III **পরিব্রাজকাচার্য্য স্বামী রামানন্দ**— (প্রবীন সাহিত্যিক রায় বাহাদুর জলধর সেনের ভূমিকা ও স্বনামখ্যাত ঐতিহা অক্ষয় কুমার মৈত্রের সরস পাণ্ডিত্যপূর্ণ 'শ্রদ্ধাঞ্জলি' সহ, সচিত্র। ি ব্রাহ্ম সমাজের সুপ্রসিদ্ধ আচার্য্য ও প্রচারক পূজ্যপাদ রামকুমার বিদ্যারত্ন মহাশয় পরে হিন্দু সন্ন্যাসী হইলেন, সেই কাহিনী— মানবজীবনের এক অভূতপূর্ব্ব রহস্য-চিত্র) ২৲

IV. **Sri Gouranga—The Man** (শ্রীগৌরাঙ্গদেবের মানব চরিত্রের বিশ্লেষণ) Rs 2/-

V. **The Teachings of Sri Gouranga** (শাঙ্কর বেদান্ত ও গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতের তুলনামূলক সমালোচনা) Rs 2/-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

VI. **বেদান্তে শক্তিতত্ত্ব**—(নানা দিক হইতে শক্তিব্রহ্মের গূঢ়তত্ত্ব উদ্ঘাটিত) ২য় সংস্করণ। ২৲

VII. **শক্তি উপাসনা ও বেদান্ত**—(শক্তি উপাসনার বৈশিষ্ট্য প্রতিপাদিত এবং বৈদিক ও তান্ত্রিক উপাসনা প্রণালী প্রদর্শিত) ৸০

VIII. **শ্রীশ্রীচণ্ডীর চারিটি স্তোত্র**—(চণ্ডী-পয়োধির সুধাসার এই স্তোত্র চতুষ্টয় অন্বয়, অনুবাদ, বাংলা "সম্বোধনী" ব্যাখ্যায় জ্ঞানভক্তি সম্মিলিত রহস্য ও সানুবাদ ঋগ্বেদীয় দেবীসূক্ত সহ) ।৶০

IX. **দেবীযুদ্ধে চিন্তনীয়**—(বিদ্বদ্বরেণ্য মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজ এম্-এ কাশী গভর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব্ব প্রিন্সিপাল মহাশয়ের লিখিত ভূমিকায় তন্ত্রতত্ত্বরহস্য সহ। বাংলা ভাষায় সমগ্র সপ্তশতী চণ্ডীর সংক্ষিপ্ত সার ও প্রত্যেক চরিত্রের অন্তে নানা দিক দিয়া উহার আখ্যানভাগের তাৎপর্য্য বিশ্লেষণ, তথা দেবীসূক্ত সম্বন্ধে শঙ্কা সমাধান) ॥০

X. **সন্ন্যাস ও সন্ন্যাসী** } সন্ন্যাস সম্বন্ধে যাবতীয় জ্ঞাতব্য ১৸৶

XI. **ত্রৈবর্ণিক সন্ন্যাস কাসার** } তথ্য একত্র সংগৃহীত ১৲

ব্রহ্মবাদিনী—(সমাজ জীবনে নারীর স্থান ও দান কত মহৎ তাহা বৈদিক ও পৌরাণিক যুগের কয়েকটী ব্রহ্মবাদিনী নারীর চরিত্র কথায় ব্যাখ্যাত) ২৲

XIII. **সমাধান**—(১ম খণ্ড। দৈব ও স্বাধীন ইচ্ছা ইত্যাদি নানা বিতর্কিত বিষয়ের মীমাংসা। ২য় খণ্ড অচির প্রকাশ্য) ২৲

XIV. **সন্ন্যাস ও সন্ন্যাসী**—(সদ্য প্রকাশিত হিন্দি অনুবাদ) ৪৲

—*—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

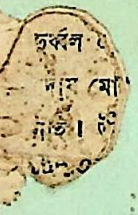

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi